ঢাকা জগন্নাথ কলেজের ভূতপূর্ব্ব বঙ্গভাষার অধ্যাপক, 'বিক্রম
'বঙ্গের মহিলা কবি' 'নীলনদের দেশে', 'সাহারার বুকে' 'বিদ্রো
প্রণেতা 'শিশুভারতী' ও 'কৈশোরক'—সম্পাদক

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

প্রণীত

রতন।

ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস
২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্‌ ঃঃ কলিকাতা

মূল্য ১৷০ আনা

প্রকাশক :
শ্রীকালীকিঙ্কর মিত্র
ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস
২২।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
ভাদ্র, ১৩৪৭

প্রিণ্টার :
শ্রীঅনিল বসু
ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড
কলিকাতা

"আরব-বেদুইন" প্রকাশিত হইল। কিছুদিন পূর্ব্বে একখানি পুরাণো ইংরাজী-পত্রিকাতে আরবদেশের যুদ্ধ-বিগ্রহের সম্বন্ধে একটি উপন্যাস পড়িয়াছিলাম। লেখকের নাম জন্ সিল্‌ভেষ্টার (John Sylvester)। আমার কাছে গল্পটি বেশ ভাল লাগিয়াছিল। সেই বড় গল্প বা উপন্যাসখানিকে আশ্রয় করিয়া স্বাধীন ভাবে 'আরব-বেদুইন' লিখিত হইয়াছে।

সাহসী বেদুইন জাতি নির্ভীক ও স্বাধীনতা-প্রিয়। তাঁহারা আপনার দেশকে কিরূপ ভালবাসে তাহার পরিচয় এই গল্পে অনেক পাওয়া যায়। আমাদের দেশের কিশোর এবং কিশোরীরা যুদ্ধের গল্প পড়িবার সুযোগ বড় একটা পায় না। এই গল্পে যুদ্ধের নানা বিপদ এবং দুঃসাহসিকতার কাহিনী রহিয়াছে। আমাদের মনে হয় এ বইখানি যাহাদের জন্য লেখা হইয়াছে তাহাদের বেশ ভাল লাগিবে।

কলিকাতা
পি ৬৫১এ মহানির্ব্বাণ রোড
পোঃ কালীঘাট, কলিকাতা
১লা ভাদ্র, ১৩৪৬

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

শ্রীমান্ গোপালচন্দ্র লাহা

করকমলেষু

ভ্রমণ যাহার নিত্য সাথী দেশ বিদেশের বন-পাহাড়ে
তুষার ধবল গিরিরসারি দার্জ্জিলিংএর তুঙ্গ শিরে,
যাহার গতি সদাই শুনি মুসৌরী আর হাজারীবাগ,
কাশী-প্রয়াগ-কানপুর-দিল্লী লক্ষ্ণৌ পুষ্করে অনুরাগ।

আগ্রার তাজের অরূপ শোভা, ফতেপুর সে দর্গা চিশ্‌তির,
দেখেছ সে বৃন্দাবনে কুঞ্জশোভা নীল যমুনার শ্যামল তীর।
গোবর্দ্ধনের পাহাড় চূড়ায়,—গোকুলের সে পল্লী-বনে,
রাখাল বালক ধেনু নিয়ে ছোটে কেমন সাথীর সনে।
কৃষ্ণের বাঁশী নাই বা বাজুক, রাখাল বালক বাজায় বেণু,
তেমনি ছোটে যেমন ছিল গোঠে মাঠে শতেক ধেনু।
দেখেছ সে পুণ্য-তীর্থ,—শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যায়
সীতার দুঃখে করুণ সুরে সরযূ যেথা নিত্য গায়।
"মহাভারতের"—জন্মভূমি ঋষিদের সেই তপোবনে,
নৈমিষারণ্যের অতীত কথা জাগে নাকি তোমার মনে?
আর্য্যাবর্ত্তের গঙ্গা নদী,—যমুনার সেই কলগীতি,
দেশের গৌরব তোমার প্রাণে জাগায় নাকি নিতিনিতি?

নর্ম্মদার সেই জলোচ্ছ্বাস, কাবেরীর সেই গরজন,
পঞ্চবটীর বনে বনে রাজ-তপস্বীর নির্ব্বাসন।
তুঙ্গভদ্রার স্রোতের রোলে অতীত গৌরব বলে যাহার,
বিজয়নগরের বিজয়বাণী বীরত্ব সে হিন্দু রাজার।
পাষাণের সে স্তূপের রাশি বক্ষে লয়ে নীল গিরি,
পথিক তুমি তোমার চোখে নিত্য রচে স্বপ্ন পুরি।

রামেশ্বর আর সেতুবন্ধ সিংহল-বিজয় জাগায় মনে,
শ্রীরামচন্দ্রের সে যুদ্ধ গাথা রাক্ষস রাজা রাবণ সনে !

আজ তোমারে নিয়ে যাব আরব দেশের মরুর বুকে,
বেদুইন যেথা তাঁবুর ঘরে বাস করিছে মনের সুখে।
ধূ ধূ করে বালুর রাশি—আগুন তপ্ত বয় যে হাওয়া,
চল সেথায় ওগো পথিক ! উটের পিঠে করে ধাওয়া।
দুর্দ্দান্ত সে বেদুইন তারা অধীনতা নাহি জানে,
মরুর মানুষ মরুর বুকে মরুর গৌরব গাহে গানে।
সে দেশেতে চল এবার-উটের পিঠে এস চড়ি,
বর্শা হাতে আমরা সবাই মরুর বুকে দিব পাড়ি।
দেখব সেথায় বেদুইনেরা কেমন সুখে বাস করে,
কেমন সুখে ছেলে মেয়ে উটের দুধে উঠে বেড়ে।
"আরব-বেদুইন" গল্প যেটা— সত্য তাহার ভিত্তি করে,
স্বাধীনতার লড়াই কথা এনেছি আজ তোমার তরে।

পিতামাতার স্নেহের বলে কীর্ত্তি রেখ দেশের বুকে,
ভ্রমণের সে মধুর নেশায় চিত্ত যেন মাতেই সুখে।

আজ তোমারে দিলাম তুলে স্নেহের এই উপহার,
'আরব বেদুইন' যাই হ'ক না কেন,-নামটি কিন্তু চমৎকার
বিধাতার সেই শুভ্র আশিস্ ঝরে যেন সুধার মত,
দানে-ধ্যানে কীর্ত্তি রেখে-রেখ বংশের গৌরবশত।
বাঙ্গালা মায়ের স্নেহের দুলাল !—ধর তুমি এ আমার
আশিস্ ভরা স্নেহের সুধা প্রাণের প্রীতি-উপহার।

বিষয়-সূচী

চিত্র-সূচী

ইহার চেয়ে হ'তেম যদি 'আরব-বেদুইন',
চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন!
বর্শা হাতে ভর্সা প্রাণে সদাই নিরুদ্দেশ,
মরুর ঝড় যেমন বহে বাধা-বন্ধ হীন।

—রবীন্দ্রনাথ

প্রথম অধ্যায়

যে নদী মরু-পথে হারালো ধারা

অন্ধকার রাত্রি। মরুভূমির আকাশে তারাগুলি জ্বলিতেছে। নীরব সে প্রান্তরে স্থধু উটের পায়ের শব্দ শোনা যাইতেছিল। আর অন্ধকার—সেই কোন্ অদৃশ্য দেশে যাইয়া যে মরুভূমির শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত জড়াইয়া রাখিয়াছে, কেহ তাহা জানে না।

সেই ভীষণ মরুপথে একদল যাত্রী যাইতেছিল। উটেরা মরুভূমির পথে চলিতে পটু হইলেও তাহারা তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারা গলা বাড়াইয়া জলের সন্ধানে—এদিকে-ওদিকে লক্ষ্য করিতেছিল। কিন্তু জলের আঘ্রাণ তাহাদের নাকেও আসিয়া প্রবেশ করে নাই। আর যাত্রীদলের কথা!—যদি একটি মূল্যবান হীরকের পরিবর্ত্তে স্থধু একবিন্দু জল তাহাদের মিলিত তাহা হইলে তাহারা ধন্য মনে করিত। মরুভূমির উষর প্রান্তরে, রৌদ্রতপ্ত বালুকার জ্বালা তাহাদিগকে সারাদিন পীড়ন করিয়াছে।

তাহারা পথে দুই একবার মরুদ্যানে বিশ্রাম করিয়াছে, কিন্তু বিধাতার এমনি অভিশাপ যে সেখানে ও যে জল পাইয়াছে তাহা তাহাদের পক্ষে ছিল সম্পূর্ণ অপ্রচুর।

এই দলের সকলের আগে যাইতেছিল আবুল কাশিম। সে আরবের অধিবাসী, মরুভূমিরই সন্তান। তবু—তবু সে আজ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এমন যে বলিষ্ঠ দেহ, তাহাও যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। চোখ বসিয়া গিয়াছিল, তাহার উটের পিঠে মূল্যবান দ্রব্যাদি পূর্ণ বেশ একটি ভারি থলে ছিল। যদি এই ধন-সম্পত্তির বিনিময়েও তাহাদের জল মিলিত তাহা হইলে নির্ব্বিবাদে তাহার বিনিময় করিতে এতটুকু কুণ্ঠিত তাহারা হইত না।

দ্বিতীয় উটের পিঠে ছিলেন একজন বয়স্থ ইংরাজ, তার পরের উটটির পিঠে ছিল একটি ষোল বছরের ইংরাজ বালক। এই দুঃসহ ক্লেশের মধ্য দিয়া যেন তাহার বয়স অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছিল। প্রৌঢ় ইংরাজ ভদ্রলোকটির নাম মেজর মিক্, বালকটি তাঁহার ভাইপো। মেজর মিক্—সারা জীবন ভরিয়াই অজ্ঞাতের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, কত দেশ-বিদেশ যে তিনি ভ্রমণ করিয়াছেন, কত বিপদের মুখে যে পড়িয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তবু কোন দিন তাঁহার এই অসীমের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বিপদকে বরণ করিয়া লইবার প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হয় নাই।

বালক মরুভূমির ভীষণ পথে অসাধারণ ক্লেশ সহিয়াও এক মুহূর্ত্তের জন্যও কোনরূপ বেদনার কথা, কোনরূপ হা-হুতাশের কথা মুখ ফুটিয়া বলে নাই। না বলিবার একটু কারণও ছিল, সে জেদ করিয়াই কাকার সঙ্গী হইয়াছিল। মেজর মিক্ এইবার আরবের মরুভূমির ভীষণ প্রান্তরে অজ্ঞাতের সন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন। মরুভূমির কোন্ অজ্ঞাত প্রদেশে অতীতের কোন্ লুপ্ত নগরী পড়িয়া আছে, কত অদ্ভুত প্রকারের মরুভূমির লোক আছে, তাহা জানিবার জন্যই তাঁহার এইবারকার আরব-অভিযান। কাকার এই দুঃসাহসিক অভিযানের সঙ্গী হইয়াছিল ভাইপো বেন্‌সন্ (ডাক নাম তার ডিক্) আপনার ইচ্ছানুযায়ী। দুই বৎসর অজানা মরুপ্রান্তরে তাহাদের দিন অতিবাহিত হইয়াছে, দুর্দ্দান্ত বেদুইনেরা তাহাদের বন্দী করিয়া রাখিয়াছে, মাঝে মাঝে দস্যুর হাতেও পড়িতে হইয়াছে,—শেষটায় এক স্থানে আসিয়া জানিতে পারিল যে এদেশে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে।

অন্ধকার রাত্রিতে যাত্রী দল চলিতেছিল। তাহাদের সঙ্গের জল ফুরাইয়া গিয়াছে, খাদ্যদ্রব্য নিঃশেষিত হইয়াছে,—যে কোন মুহূর্ত্তে এখন তাহাদের প্রাণ যাইতে পারে, হয় শত্রুর হাতে নতুবা—প্রকৃতির হাতে, তৃষ্ণার্ত্ত, ক্ষুধার্ত্ত এবং ক্লান্ত এই যাত্রীদলকে প্রকৃতি যে কোন মুহূর্ত্তে মৃত্যু-দূতকে পাঠাইয়া তাহার কোলে টানিয়া নিতে পারেন।

'বিল্লা! বিল্লা!' হঠাৎ কাশিম উটের পিঠে সোজা হইয়া বসিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ক্ষীণ স্বরে মেজর মিক্ বলিলেন—কি সংবাদ কাশিম? কাশিম কহিল, আর ভয় নেই!—এবার আমরা মরণের হাত থেকে বেঁচে গেলাম।

বেন্‌সন্ তখন তন্দ্রাতুরের মত আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার চোখের সম্মুখে প্রতিভাত হইতেছিল—ইংলাণ্ডের সবুজ-সুষমামণ্ডিত একটি পল্লীর রূপ—সেই পল্লীর পায়ের তলা ধুইয়া উপলখণ্ডে আঘাত করিতে করিতে একটি ছোট নদী বহিয়া চলিয়াছে, তাহার কুলু কুলু স্বরের মধ্য দিয়া কে যেন ঘুমপাড়ানিয়া গান গাহিতেছিল।

মেজর মিক্ বলিলেন—জলের সন্ধান কি মিল্‌লো?

কাশিম—হাত দিয়া দূরে একটা কালো আবছায়ার মত জিনিষ দেখাইয়া বলিল: অই যে অল্প দূরে একটা কেল্লা দেখা যাচ্ছে। মেজর মিক্ লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে সত্য সত্যই একটা গোলাকার বাড়ীর মত দেখা যাইতেছে। অনেকটা কাছে আসিলে পর দেখা গেল যে ঐ কালো জিনিষটা ছোট একটি কেল্লার মত। মেজর মিক্ ও কাশিমের ন্যায় উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন—ডিক্! ডিক্—

ডিকের বুকটা ধক্‌ধক্ করিতেছিল। সে কাকার ডাকে চমকিয়া উঠিল। সে কোন কথা বলিবার আগেই মেজর মিক্ বলিলেন—ডিক্, অই দেখ একটা কেল্লার কাছে এসে পড়েছি। এবার জল মিল্‌বে।—কিন্তু যদি পাহারা থাকে তবেই যে হবে মুস্কিল!

ডিক্ কহিল—কিন্তু আমাদের জল পান করতে ত আর কোন বাধা দেবে না।

যদি দেয়—তবে ব্যস্ মরণ নিশ্চিত।

মেজর বলিলেন—দেখ কি হয়।

কাশিম তাহার বিশুষ্ক মুখখানি জিহ্বা দ্বারা লেহন করিতে করিতে কহিল,—তবে কি যে হবে?

কাশিম আরব দেশের লোক, বেদুইন সে। সে নিশ্চিন্ত হইয়া কহিল এই সব ছোট ছোট কেল্লাগুলির নাম হচ্চে—'দেরব্-এল্-হেজ্'। এই পথে মক্কাযাত্রীরা যাতায়াত করে। সেই বৎসরের কয়েকটা দিন এই পথ হাজার হাজার তীর্থ-যাত্রীর চরণ স্পর্শে পবিত্র হয়, এইখানে জল সঞ্চিত থাকে, যাত্রীরা এই জল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে, বিশ্রাম করে, শত শত তাঁবু পড়ে—এই স্থান পরিণত হয় একটি উর্দ্দু বাজারে। সে সময়ে প্রহরীরা এখানে পাহারা দেয়, লোহার দরজা দিয়া এই কেল্লা বন্ধ থাকে। মরুযাত্রীদিগকে এখানকার লোকেরা জল দেয়। কেল্লার উপরে দাঁড়াইয়া প্রহরীরা বেদুইনদের আক্রমণের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদা নজর রাখে। বেদুইন দেখিলেই উপর হইতে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করে।

মেজর মিক্ এইবার অনেকটা আশ্বস্ত হইলেও নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। কাশিম কিন্তু নিশ্চিন্ত হইয়াছিল, তাহার মনের ভাব—উঃ এইবার বাঁচিলাম। জল—ঐ যে জল। ঐ যে কালো আবছায়ার মত কেল্লাবাড়ীটা দেখা যাইতেছে, উহার ভিতরেই যে জীবন—যে জীবন পান করিলে আর তাহাদের কোনও মৃত্যু-ভয় থাকিবে না। জল আছে, এই আশ্বাসেই তাহাদের মৃত ও অবসন্ন দেহে পুনরায় যেন উৎসাহ ও উদ্যমের একটা নবীন প্রেরণা জাগিয়া উঠিয়াছিল।

কেল্লাবাড়ীটার অনেকটা কাছে আসিয়া, কাশিম ঘোড়া হইতে নামিয়া আরবী ভাষায় কি জানি কাহাকে আহ্বান করিল।

কেল্লাবাড়ীর একটা জানালার দিকে সে-মুহূর্ত্তেই একটা প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল। এক মিনিট সব চুপ্ চাপ্।—তারপর গুড়ুম্ করিয়া একটা বন্দুকের আওয়াজ হইল।

মেজর মিক্ অস্ফুট স্বরে কহিলেন—আমি যা আশঙ্কা করেছিলাম—আমাদের—

ডিক্ কহিল, কাকা, তবে কি এরা আমাদের অম্নি জল দেবে না?

মনে ত হয় না!

তবে আমরা কি লড়াই করতে পারবো না?

কেমন করে হয় ডিক্! তাঁহার এই করুণ-বাণী শেষ হইতে না হইতেই—মাথার উপর দিয়া বোঁ বোঁ শব্দ করিতে করিতে একটা গুলি ছুটিয়া গেল। কাশিম উচ্চৈঃস্বরে

চীৎকার করিয়া উঠিল—'লানাট আল্লা আলেয়েক'—খোদার অভিশাপ ইহাদের উপর বর্ষিত হউক। সে আরবী ভাষায় তাহার যত রকমের গালি জানা ছিল এই কেল্লার অধিকারীদের উদ্দেশে দুই হাত আকাশের দিকে ছুঁড়িয়া নানা ভাবে তাহাই প্রকাশ করিতে লাগিল।

মেজর মিক্ বলিলেন—এর পরের কেল্লাটা আর কত দূর?

কম হ'লেও তিন দিনের পথ হুজুর।

আমরা তা হ'লে কি করবো বলত?

আমি তা জানি বলেইত এমন করে গাল দিচ্ছি।

এখন বাঁচিতে হইলে কি তাহারা করিতে পারে?

কোন শত্রু ত আর সাম্‌নাসাম্‌নি আসিয়া লড়াই করিতেছেনা। তাহারা রহিয়াছে সুরক্ষিত কেল্লার মধ্যে। আর এই তিন জন মরুযাত্রী পড়িয়া রহিয়াছে ভীষণ মরু-প্রান্তরে। অতি নিষ্ঠুর কেল্লার লোকেরা এই তিনজন বিপন্ন লোককে জল দিয়া তৃষ্ণা দূর করিবার জন্য অগ্রসর হইবে, তাহার পরিবর্ত্তে কি না তাহারা হিংস্র পশুর মত ইহাদের প্রাণনাশের জন্য গুলির পর গুলি ছুড়িতেছে।

মেজর মিক্ তাহার উটটাকে জোর করিয়া বালির মধ্যে বসাইয়া দিলেন এবং ডিক্‌কে বলিলেন, ডিক্, তুমি উটের পেছনে যাও!

ডিক্ মেজরের আদেশ পালন করিল। হুকুম মানিয়া চলা ব্যতীত তাহার যে আর অন্য কোন উপায় ছিল না। ডিককে একটু নিরাপদে রাখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি কাশিমের দিকে চলিলেন।

ডিক্ এখানটায় অনেক নিরাপদ হইয়াছিল। তাহার চারিদিক দিয়া গুলি চলিতে লাগিল। মরুভূমির বালুকাস্তূপের মধ্যে গুলি প্রবেশ করিতেছিল। সে সেই অন্ধকারের মধ্যে নক্ষত্রের ক্ষীণ-জ্যোতিঃতে দেখিতে পাইল যে মেজর মিক্ হামাগুড়ি দিতে দিতে অতি কষ্টে কাশিমের দিকে অগ্রসর হইতেছেন—খানিক পরে একটা চীৎকার শুনিল, তারপর চাহিয়া দেখিল যে মেজর মিক্ নিশ্চল ও নিস্পন্দ ভাবে বালির উপর পড়িয়া রহিয়াছেন।

ডিক্ কাকার এই অবস্থা দেখিয়া শঙ্কিত হইল, তবে, তবে কি তাহার কাকা জীবিত নাই। সে অপলকে সে দিকে চাহিয়া রহিল। অনেকটা সময় কাটিয়া গেল,—কিন্তু মেজর মিক্ আর উঠিলেন না। এদিকে গুলি ছোড়াও বন্ধ হইয়াছিল। ডিকের প্রাণ একটা অজানা শোকের আশঙ্কায় এমন করিয়া পীড়িত হইতেছিল যে সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। সে উটের পাশ হইতে বাহির হইয়া, উন্মত্তের মত মেজর মিক্ যেখানে মৃতের মত পড়িয়াছিলেন, সেদিকে ছুটিয়া আসিল এবং অনুচ্চ স্বরে বলিয়া উঠিল কাকা! কাকা!—

সব চুপ্ চাপ। কিছু কালের জন্য মরুভূমির সর্ব্বত্র গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল, কিন্তু আবার গুড়ুম্ করিয়া একটা ভীষণ শব্দ হইল, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা গুলি ছুটিয়া আসিয়া ডিকের কপালে লাগিল। সে বালিয়াড়ির পাশের একটা খাতের মধ্যে ধপাস্ করিয়া পড়িয়া গেল। কেল্লা হইতে প্রেরিত সন্ধানী-আলো অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া চারিদিকে খুঁজিয়াও তাহার সন্ধান করিতে পারিল না।

ডিকের যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন সে কিছুই স্মরণ করিতে পারিতেছিল না। কোথায় সে? কোথায় সে? চারিদিকে অন্ধকার! কোথায় কোন্ অতল তলে আসিয়াছে, কে জানে? একটু পরে সে যখন স্বপ্ন ও জাগরণের মধ্যকার ব্যবধানটা বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল, তখন কি ঘটনাটা খানিক পূর্ব্বে ঘটিয়া গিয়াছে, তাহাও উপলব্ধি করিল। চক্ষু মেলিয়া দেখিল, এত মরুভূমি নয়, এই শ্যামল গুহার চারিদিকে খর্জ্জুর-বীথি—ভোরের হাওয়া সজীবতা ছড়াইয়া দিয়া বহিয়া যাইতেছিল। আর উপলখণ্ডের মধ্য দিয়া ঝির্ ঝির্ করিয়া সুশীতল সলিল-ধারা বহিয়া চলিয়াছিল। ক্রমে সেই জল উষ্ণ হইতে আরম্ভ করিল এবং উহার স্পর্শে, গায়ের চামড়া, জিহ্বা সব যেন ঝলসিয়া উঠিতেছিল।

সে মরুভূমির একটা লাল পাহাড়ের নীচে গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়াছিল। তাহার উপরটা শিল নুড়িতে ঢাকা। ঠিক্ যেন একটি গুহা-গৃহ।

ডিক্ চারিদিক চাহিয়া দেখিল! কি স্তব্ধতা, কি ভয়ঙ্কর নির্জ্জনতা! তাহার

ভিতরে সে একটা বেদনা অনুভব করিতেছিল। সে আপনা আপনি বলিয়া উঠিল—একি! কোথায় এলাম—'তওয়াক্ হাল আল্ আল্লা'—আমাদের খোদার উপর বিশ্বাস রাখা উচিত।

কথাটা শুনিয়াই সে দেখিতে পাইল কাশিম তাহার মুখের কথা শুনিয়া উৎফুল্ল চিত্তে তাহারই মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। তাহার বিষণ্ণ বিবর্ণ মুখমণ্ডলে যেন মৃত্যুর ছায়া অঙ্কিত। চোখ দু'টি কোটরগত, তবু দীপ্ত, তবু উজ্জ্বল! তবু সে নিরাশায় ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই।

ডিক্ কহিল,—আমার কাকার সংবাদ কি—কাশিম?

দুই কনুইয়ের উপর ভর দিয়া মাথাটা একটু উচু করিয়া ডিক্ কহিল, তবে কি তিনি আহত হয়েছেন?

কাশিমের চক্ষু দুইটি বাহিরের দিকে ন্যস্ত রহিল। সে কোন কথা বলিল না।

—বল, বলনা কাশিম আমার কাকা কোথায়? ডিকের এই উৎকণ্ঠিত স্বরে কাশিম বিচলিত হইয়া কহিল—তিনি জীবিত নেই। আমার কনুয়েও একটা গুলি লেগেছিল, তবে সে বাঁ কনুইয়েতে। আর তুমি বেঁচেছ ডিক্ সে খোদার দয়ায়।

ডিক্ কোন কথা বলিতে পারিল না। তাহার কণ্ঠ যেন কে রোধ করিয়া দিতে-ছিল।

কাশিম বলিতে লাগিল—আমি তোমাকে কাঁধে করে এখানে নিয়ে এসেছি মাষ্টার ডিক্! তুমি একটু সবল হলেই আমরা এখান থেকে চলে যাব—যে দিকে-যে পথে আল্লা নিয়ে যান্।

ডিক্ কহিল—আমাকে সত্য গোপন করো না কাশিম, আমাদের কি বাঁচবার কোন আশা আছে?

কাশিম গম্ভীর ভাবে বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া কহিল, কেমন করে বলবো মাষ্টার, খোদা নসিবে যা লিখে রেখেছেন তাইত হবে! সে এই কথা বলিয়া ডিক্কে একটু সরাইয়া দিল। সূর্য্য শীঘ্রই এই পাহাড়ের উপরে আসিয়া পড়িবে, তখন আবার তাহাদের আর একটা লম্বা পাহাড়ের আড়ালে যাইয়া আশ্রয় লইতে হইবে।

কাশিম কহিল—আমাদের একটা উট মারা গিয়েছে, আর যে উটটা আছে, তার অবস্থাও বড় সুবিধের নয়, দু'জনকে বয়ে নিতে আর এই আমাদের সঙ্গে যা কিছু রয়েছে তা বয়ে নিতে পারবে কিনা সন্দেহ !

ডিক্ দেখিল—উটটাও তাহাদের খানিকদূরে পাহাড়ের আড়ালে এই খাতের মধ্যেই দাঁড়াইয়া আছে, তাহার পিঠে একটা মস্ত বড় লোহার বাক্স।

ডিক্ কহিল,—এই বাক্সটা এখানে ফেলে গেলেই হবে। এখানে এই মরুভূমির বুকেত আর আমরা টাকার লেন দেন কারবার করতে আসিনি ! আবার যদি দিন-ফেরে এসে নেওয়া যাবে। দেখ, কাশিম, কাছাকাছি যে জলের খাতটা আছে, তার ভিতরে বাক্সটা লুকিয়ে রেখে গেলেই বেশ হবে।

কাশিম আশ্চর্য্য হইয়া গেল ! তাহার বিস্ময়ের ভাবটা শেষ হইতে না হইতেই ডিক উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কাশিমকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—এ যায়গাটার একটা নক্সা করে দি, তা হলে ফিরে এসে যায়গাটা খুঁজে নিতে কোন গোলই হবে না।

সত্যি কি ওখানে জল ছিল ?

ডিক্ কোন কথা বলিল না। কাশিমকে সঙ্গে করিয়া তাহার সাহায্যে উটের পিঠ হইতে লোহার বাক্সটা নামাইয়া লইয়া উহা গড়াইতে গড়াইতে সেই জলের খাতের ভিতর ফেলিয়া দিল।

ডিক্ কহিল—এইবার !

কাশিম বলিল,—আবিল্লা !

একলক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা—মরুভূমির খাতের মধ্যে নিহিত হইল।

ডিক বাঁ হাত দিয়া তাহার কপালের ঘাম মুছিয়া বলিল—আমরা এই স্বর্ণমুদ্রা গুলি মরুভূমির আর একপ্রান্তে এল্ সালুদের একটা পোড়ো-বাড়ির মধ্যে পেয়েছিলাম। অনেক কালের প্রাচীন রাজাদের স্বর্ণমুদ্রা ইহাতে আছে, কিন্তু কাশিম একটা পুরাণো বাড়ীর মেজের নীচে কে এত সব স্বর্ণ মুদ্রা সঞ্চয় করে রেখেছিল, কে জানে ? সব চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা এই যে ইউরোপের প্রচলিত কোন কোন দেশের স্বর্ণ মুদ্রাও এর ভিতরে আছে।

কাশিম কহিল—মাষ্টার! এসব 'জিনে'র কাজ। খোদা ছাড়া, এ-সব রহস্য কে আর জানতে পারে, মাষ্টার।

ডিক্ কহিল,—বোধ হয় এর ভিতরে অন্য কোন মতলবও ছিল। আমার কাকা বল্‌তেন আরবদের হাতে আনবার জন্যে হয়ত বা ইউরোপীয় কোন জাতির বিশেষতঃ জার্ম্মেণদের কাজ।

কাশিম হাসিয়া কহিল—আরবেরা আপনা আপনির মধ্যেই মারামারি করে মরবে। তারা তাদের জাতের শত্রু তুর্কীদের বিরুদ্ধে এজন্যেইত কোনদিন একযোগ হয়ে লড়তে পারল না।

যদি তাহারা একতাবদ্ধ হয়?—

সে স্বপ্নের ও স্বপ্ন মাষ্টার। জান সে আরবদের দিয়ে কোন দিন কোন কালে হবে বলেত মনে হয় না। যাক সে কথা! যদি রাতের আগে ঐ দূরের পাহাড়টার কাছে আমাদের পৌঁছতে হয়, তবে আর দেরী করলেত চলবে না।

দুইজনে আবার মরুভূমির পথে অগ্রসর হইল। তারা আবার সেই ক্ষুধার্ত্ত ও শ্রান্ত উটের পিঠে চড়িয়া দিগন্ত প্রসারি মরুভূমির পথে চলিতে লাগিল। তাহাদের মাথার উপর দিয়া কয়েকটা পাখী উড়িয়া যাইতেছিল—তাহারাও বোধ হয় ইহাদেরই মত নিরুদ্দেশের যাত্রী।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আরব-শিবিরে

আল্লা !—কোন্ পথেই বা যাই, চারিদিকেই যে শত্রু ! কাশিম বড় দুঃখে, বড় নিরাশার সহিতই একথা কয়টি কহিল।

এমন সময় ঘটিল এক আশ্চর্য্য ঘটনা ! তাহারা দেখিতে পাইল, দূর হইতে একদল লোক ছুটিয়া আসিতেছে। সে ভাবিতে পারে নাই, এত বিপদের পরেও আবার কোন বিপদ আসিয়া তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিবে।

কাশিম ও দেখিয়াছিল, তবে সে নির্ভীক ভাবে সম্মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল কি ভাবে কেমন করিয়া মরুভূমির ধূলা ছড়াইয়া, চারিদিকে মেঘের মত অন্ধকার করিয়া সকলে ছুটিয়া আসিতেছে। সে দূর হইতে ঐ লোকগুলি সংখ্যায় কত হইবে তাহা ঠিক করিতে পারে নাই। এখন যতই তাহারা কাছে আসিয়া পৌঁছিল, তখন বুঝিতে

পারিল, সংখ্যায় তাহারা বারো জনের বেশী হইবে না। তাহারা মরুভূমির উত্তপ্ত বুকের ভিতর দিয়া ছুটিয়া আসিবার ফলে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের সকলেরই সারা গা বহিয়া ঘাম ঝরিয়া পড়িতেছিল। যতই তাহারা নিকটে আসিয়া পড়িল, ততই মনে হইল যে, তাহাদের হাতের মুক্ত তরবারি যদিও সূর্য্যের তীব্র আলোকে ঝলসিয়া উঠিতেছিল, তবু তাহাদের চোখের জ্যোতিঃ তেমন উজ্জ্বল ও প্রখর ছিল না। ক্লান্তির চিহ্ন বেশ সুস্পষ্ট ভাবেই প্রকাশ পাইতেছিল।

এই দলের লোকগুলি যেমন কাশিম ও ডিকের কাছে আসিয়া পড়িল, তখন কাশিম এতটুকু বিচলিত না হইয়া ঠিক তাহাদের উট গুলির সম্মুখে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া কহিল—"মার্ হাবা, মার্ হাবা।"

দলের সর্দ্দার গর্জ্জিয়া কহিল—কে তুমি?

কাশিম নির্ভীক ভাবে কহিল—তোমরা কি তোমাদের নিজ জাতভায়ের বুকে ছোরা বসাও নাকি?

সর্দ্দার তাহার হাতের পিস্তলের ঘোড়াটা একটু নাড়িয়া কহিল, কে তুমি? সে কথা বলনা কেন?

কাশিম পূর্ব্বেরই মত নির্ভীক ভাবে সর্দ্দারের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, আমি তোমার ভাই! আমার সঙ্গে যাঁকে দেখছ সে একজন "ন্যাস্‌রেণী!" ইংরাজ, কিন্তু বল দেখি ভাই তোমাদের যিনি সর্দ্দার, তিনিও কি ন্যাস্‌রেণী ন'ন? তোমার বন্দুক, তোমার পিস্তল সরিয়ে রাখ, আগে আমার কথা শোন। তার আগে অন্যায় কিছু করো না।

এই লোকগুলি কাশিমের কথায় একটু বিচলিত হইয়া পড়িল। তাহাদের যেন কেমন একটা সন্দেহ হইতেছিল যে কাশিমের কথা সত্য নয়। কাশিম কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিয়াও এতটুকু ভীত হইল না। সে ঐ দলের সম্মুখে প্রথমটায় যেমন নির্ভীক ভাবে দাঁড়াইয়াছিল ঠিক তেমনি ভাবে উহাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল! দলের মধ্য হইতে একজন লোক সে কাশিমের দিকে উট হইতে নামিয়া ছুটিয়া আসিতে লাগিল। কাশিম তাহাকে হাত দিয়া কাছে আসিতে বারণ করিল এবং কহিল,—তোমরা আমাকে মিথ্যা সন্দেহ করছ। ঐ দেখ—সে অতি দূরে ডিকের কাকার মৃতদেহের দিকে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

তারপর সে বলিতে লাগিল, সর্দ্দার আমার কথা শোন। তুমি ত একথা জান যে কুকুর কুকুরের মাংস খায় না, তবে তুমি আমার জাতভাই হয়ে কেন আমার অনিষ্ট কর্‌বে। এ যুবক 'ন্যাসরেণী।' এর কাকা আর আমরা তুই জন রসিদের হাতে বন্দী ছিলাম। আল্লা জানেন, তাঁরি দয়ায় আমরা বেঁচেছি। রসিদ আমাদের নিয়ে সমুদ্রের দিকে যাচ্ছিল, কিন্তু আমরা কোনরূপে পালিয়ে তার হাত থেকে মুক্ত হয়েছি। এখন আমরা তু'জন তোমাদের হাতে পড়েছি, আমরা তরোয়াল ছুঁয়ে শপথ কচ্ছি এখন আমরা তোমাদের হয়ে লড়াই করব।

সর্দ্দার কঠোর স্বরে বলিল—কে জানে তুমি সত্য বলছ. কি মিছে বলছ। তুনি কি বেতুইন ?

কাশিম তাহার মুখের কথা শেষ না হইতেই চীৎকার করিয়া বলিল, আমি শপথ করে বল্‌ছি, আমার একটি কথাও মিথ্যে নয়। আন তুমি একগাছি ঘাসের শীষ, আমি তা ছুঁয়ে শপথ করব। জানো বেতুইনরা যা বলে তা সত্যিই বলে মিথ্যা তারা বলে না— মিথ্যা তারা জানে না।

লোকগুলি খানিকক্ষণ পরস্পরের মধ্যে মুখ চাওয়াচায়ি করিল তারপর একজন লোক একটি ঘাসের গুচ্ছ আনিয়া কাশিমের নিকট উপস্থিত করিল। কাশিম উহা স্পর্শ করিয়া কহিল—"ওয়া হিয়াৎ হাথে এল্‌-আউদ"—আমি এই ঘাস ছুঁয়ে বল্‌ছি— ওয়া-রাবএল ম্যাবুদ—হে পরম পিতা আমি এই অমর তৃণগুচ্ছ স্পর্শ করে শপথ করে বলছি যে আমি একটি বর্ণ ও মিথ্যা বলিনি। এই ভাবে সে যখন নির্ভীক ভাবে অপূর্ব্ব সাহসিকতার সহিত পণ করিল, তখন দলের লোকগুলি আনন্দের সহিত চীৎকার করিয়া কহিল, "আমীর! ঠিক বলেছে, ঠিক বলেছে। আমাদের দলে এদের নেওয়া যাক্‌।" এইভাবে তাহারা ঐ দলের সঙ্গে খানিকদূর চলিয়া আসিবার পর দেখিতে পাইল একটি সুন্দর মরুস্থান। তাহার চারিদিকে সবুজ খেজুর গাছের সারি। বেশ একটা উচু পাহাড়-তলীতে কয়েকটি তাঁবু পড়িয়া আছে, তাঁবুর আশেপাশে কয়েকটি ইঁদারা, আর খানিকটা দূরে একটি নির্ঝরের ধারা নামিয়া আসিয়াছে!

কাশিম ও ডিক্‌ মুহূর্ত্তের মধ্যে আপনাদের কথা এমনকি নিজেদের অস্তিত্ব যেন

ভুলিয়া গিয়াছিল। তাঁবুর কাছে আসামাত্র একজন দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ ব্যক্তি তাহাদের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। লোকটির মুখখানা লম্বাটে ধরণের। রং তামাটে, খুব লম্বা বাঁকানো নাক, আর লম্বা কালো দাড়ি গলার অনেকটা নীচু পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল। হেনার রঙ্গে রঞ্জিত মস্ত বড় লাল পাগড়ি তাহার মাথায় শোভা পাইতেছিল, তাহার চাল-

কেল্লা ফতে! কেল্লা ফতে!

চলন দেখিলেই মনে হয় সে এই মরুভূমির দেশেরই লোক। তাহার চক্ষু-তারকা দুইটি খুবই কালো এবং তাহা যেন শিশির-বিন্দুর মত ঝিক্‌মিক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। এই লোকটি কি যেন কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় হাজার হাজার বজ্র চারিদিক হইতে গর্জ্জিয়া উঠিতে লাগিল, আর সেই ভীষণ শব্দ মরুভূমির এই নির্জ্জন মরুদ্যানেও আসিয়া প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

লোকটি ঘাড় ফিরাইয়া যে দিক হইতে শব্দ আসিতেছিল একবার সেইদিকে চাহিয়া খুব উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"কেল্লাফতে! কেল্লা ফতে!" সঙ্গে সঙ্গে শত শত দামামা বাজিতে লাগিল, আর দূর হইতে যেন হাজার হাজার লোক চীৎকার করিতেছিল—"ওয়া খ্যাইতি মত্ রসুল্ আল্লা।"

হাঁ বিজয়ী বটে—তাঁবুর মধ্যে যাহারা ছিল তাহারা সকলেই এই আনন্দ-ধ্বনির সহিত কণ্ঠ মিলাইল। এই দলের অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে বিজয়ের এই আনন্দ রব এতখানি উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিয়াছিল যে সেদিন তাহারা সারা বিকাল ও রাত্রিটা একরূপ হল্লা করিয়াই কাটাইয়া দিল। যদিও বিরাট সমুদ্রের বুকে একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গের মতই এই জয়, তবুও এই বিজয় ভবিষ্যতে জয়ের যে শুভ সূচনা করিয়া দিয়াছিল তাহাদের উহাতেই এই প্রফুল্লতা। এখন নির্য্যাতীত লোকেরা দলে দলে আসিয়া তাহাদের সঙ্গে মিশিবে এ-কামনা তাহারা করিতে আরম্ভ করিল। নেকড়েবাঘ রক্তের আস্বাদ পাইলে যেমন আরও রক্ত পাইবার জন্য অধীর হইয়া উঠে, তেমনি এই বিজয়ীদল - এই বিদ্রোহীদল, বিজয়ের আস্বাদ পাইয়া আরো বিজয়ের আকাঙ্ক্ষায় উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছিল।

বিজয়ের আনন্দধ্বনি থামিয়া গেল। আমীর পরদিন তাঁহার তাঁবুর কাছে দাঁড়াইয়া একবার চারিদিকটা লক্ষ্য করিলেন। তাঁহার দৃষ্টি পড়িল অল্প দূরের একটি তাঁবুর দিকে। সেখানে দীর্ঘদেহ তরুণ যুবক ডিক্ দাঁড়াইয়াছিল। ডিক্ সর্দ্দারের এই চাহনির অর্থ বুঝিতে পারিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি সর্দ্দারের তাঁবুর কাছে ছুটিয়া আসিয়া অভিবাদন করিয়া কহিল—আমি আপনার আদেশ পালন করবার জন্য প্রস্তুত আছি।

আমীর কোন কথা কহিলেন না একটু হাসিলেন মাত্র। সেদিন রাত্রিতে ডিক্ খুব আরামে নিদ্রা গেল।—এক পক্ষ কালের মধ্যে সে একদিনের জন্যও এইরূপ নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতে পারে নাই। সে যখন জাগিল তখন তাহার মনে হইল যেন তাহার দেহের মধ্য হইতে সর্ব্ব প্রকার অবসাদ সম্পূর্ণ ভাবে দূর হইয়া গিয়াছে। সে তাহার শরীর হইতে কম্বলটা ফেলিয়া দিল এবং উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনে হইল আজিকার এই সুন্দর প্রভাত যেন সারাটা প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভাবে বদলাইয়া দিয়াছে! সূর্য্য উঠিতে

অনেক বাকী, তবু মুক্ত মরুভূমির মাঝখানে এই যে সুন্দর মরুদ্যানটি তাহা যেন বেশ শান্ত ও স্নিগ্ধ আলোর দীপ্তিতে হাসিতেছে।—সে দেখিল পাহাড়ের গায়ে উপত্যকায় যে সবুজ ঘাসের গালিচা পাতা সে-সব জায়গায় একটুকু ফাঁক নাই, লোকগুলি সবটুকু জায়গা অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। তাহাদের সামনে আগুন জ্বলিতেছে, মরুভূমির বুকে যে এক প্রকার কাঁটাওয়ালা ছোট ছোট গুল্ম জন্মায়, ইহারা তাহাই সংগ্রহ করিয়া আগুন জ্বালিয়াছে এবং আরবী ভাষায় যুদ্ধের গল্প করিতেছে আর প্রাতরাশ ভোজন করিতেছে।

ডিক্ আপনার মনে একটু হাসিয়া বলিল, আমি বোধ হয় স্বপ্ন দেখছি। স্বপ্ন হলেও কিন্তু সুন্দর স্বপ্ন।

এমন সময় কাশিম একটা থালায় করিয়া ভাত আর কিছু মাংস ও একটা পাত্রে করিয়া খানিকটা জল লইয়া ডিকের কাছে আসিল। কাশিমকে বেশ প্রফুল্ল দেখাইতে-ছিল।

ডিক্ কহিল, আমার গলা যে কাঠের মত শুকিয়ে আছে। তা বেশ, কিন্তু ব্যাপারটা কি বল দেখি? জান, কি ঘটবে এরপর আমাদের অদৃষ্টে?

কাশিম কহিল, তুমি তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। খাওয়ার পর আমীর তাঁর সঙ্গে তোমাকে দেখা করতে বলেছেন।

ডিক্ একটু অবজ্ঞার সহিত হাসিয়া বলিল, আমি ত আর মূর্চ্ছা যাইনি।

কাশিম গম্ভীর ভাবে কহিল, তা সত্য।

তবে একেবারে যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলে সে কথাত আর অসত্য নয়।—এই কথা বলিয়া তাঁহার শাদা ধব্‌ধবে দাঁতগুলি বাহির করিয়া হাসিতে লাগিল। তারপর বলিল—আমীরকে তুমি যে ভাবে নমস্কার দিয়েছিলে সেটা আরবদের মত হয়নি। সে ঠিক তোমরা ইংরাজরা যেমন ভাবে অভিবাদন কর, তেমনি হয়েছিল। তারপরে সেলামটি দিয়েই ত বাপু ছোট শিশুটির মত আমার গায়ে এলিয়ে পড়েছিলে। সত্যিই ডিক্ তুমি নানা দুর্ভাবনায়ও অশান্তিতে মৃতপ্রায় হয়েছিলে। ডিক্ কহিল, সত্যি কথা বলতে কি কাশিম, কি ভাবে দিন কেটে যাচ্ছে, কি ভাবে এখানে এসেছি, এবং আমীরকে কখন কি ভাবে

অভিবাদন করেছি তা আমার কিছুই মনে নাই। আমার এখনো কি মনে হয় জান কাশিম ?

কাশিম বলিল—কি ?

ডিক্ হাসিয়া বলিল—সব একটা স্বপ্ন। কাশিম কহিল, আমি ত ভেবেই উঠতে পারিনি তোমাকে সেই পাহাড়ের গুহার ভেতর থেকে টেনে নিয়ে আসতে পারব কি না। আল্লার অনেক দয়া যে তোমাকে এতক্ষণ পর্য্যন্ত বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছি।—শোন তবে আমি কিছু কিছু সংবাদ জানতে পেরেছি। আমীর কাল রাত্তিরে বলছিলেন, যিনি তাদের হয়ে লড়াই করছেন তিনি একজন ইংরাজ।

ডিক্ উত্তেজিত হইয়া উঠিল, ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে কহিল, কোথায় তিনি ? চল, তিনি কি আমীরের কাছে আছেন ? তুমি তাঁর নাম জান ? কখন তাঁর সঙ্গে দেখা হবে ?

কাশিম আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আমীরের কাছে তাঁকে দেখতে পাব না, আজ সকালেই তিনি চলে যাচ্ছেন—কোথায় যাবেন জানি না—তাঁর নাম লরেন্স। তাঁকে দেখলে মনে হয় না যে তিনি ইংরাজ—যেন আমাদেরই একজন। তিনি সারা গা ঢেকে একটা আলখাল্লা পরেন, সে আলখাল্লাটা শাদা রেশমে তৈরী এবং বেশ সোণালী কাজ করা।

আমাকে কি তারা যুদ্ধ করতে দেবে ? ডিক্ ঔৎসুক্যের সহিত এই কয়টি কথা জিজ্ঞাসা করিল।

কাশিম কহিল, যে জোয়ান বন্দুক ধরতে পারে তাঁকেই এরা লড়াই করতে দেবে। যারা লড়াই করে, সে সব লোকদের এরা দু-পাউণ্ড করে মাইনে দেয় আর একটি উটের জন্য দেয় দেড় পাউণ্ড। কিন্তু আমার মনে হয় আমীর আমাদের যুদ্ধ করতে দেবেন না।

কেন বল ত ?

সে আমি জানি না। আমীরের সঙ্গে যখন তোমার দেখা হবে তখনই সব শুনতে পারবে। কাশিম আর কোন কথা না বলিয়া নিজেও যেমন সে মোটা চালের ভাত-গুলি মুখে পুরিতে লাগিল তেমনি সে ডিক্‌কেও তাড়াতাড়ি খাইতে বলিল। ডিক্ ও

তাড়াতাড়ি খাইতে আরম্ভ করিল। কাশিম বেদুইনদের স্বাভাবিক লোভটা বেশ পুরোপুরি ভাবেই খাদ্যের প্রতি দেখাইতে কসুর করে নাই। এবার কয়েক গ্রাস অন্ন মুখে পুরিয়া লইয়া সে আগেরই মত তাহার দাঁত বাহির করিয়া একটু হাসিয়া কহিল আমি জানিনা, আমীর আমাদের উপর কি আদেশ দেবেন, তবে এইটুকু জানি তিনি আমাকে বলেছেন আমাদের দু'জনকে এক সঙ্গে থাকতে দেবেন।

কাশিম ও ডিকের খাওয়া হইলে পর, তাহারা দুইজনে শিবিরের সারির মধ্য দিয়া আমীরের শিবিরে যাইয়া পৌঁছিল।

আমীর তখন তাঁহার শিবিরে একাই বসিয়াছিলেন। কাল ডিক্ তাহাকে যে ভাবে দেখিয়াছিল আজ দেখিল তাহার অন্যরূপ।

আমীর বসিয়াছিলেন, তাহার চেহারার দিকে তাকাইলে সহসা মনে হয় যেন ব্রোঞ্জের তৈরী মূর্ত্তি।

"সেলাম্ আলেক," "সেলাম্ আলেক!" এইরূপে পরস্পরের শিষ্টাচার বিনিময় হইলে পর, আমীর তাহাদিগকে পাশের একটি আসনে বসিতে বলিলেন, তারপর কাশিম ও ডিক্ বসিলে পর আমীর বলিলেন,—এইবার তোমরা তোমাদের কথা বল, আমি তোমাদের সম্বন্ধে কি করবো তা তোমাদের কথা না শুনে তার কিছুই ব্যবস্থা করতে পারবো না!

ডিক্ বেদুইনদের ভাষা জানিত সে তাহাদেরই ভাষায় নিজেদের এই যাত্রার প্রথম হইতে এপর্য্যন্ত যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহার কিছুই গোপন করিল না। এমন কি যে গুপ্তধনের সন্ধান তাহাদের জানা ছিল সে কথা বলিতেও ডিক্ এতটুকু ইতস্ততঃ করিল না। গুপ্তধনের কথা শুনিয়া আমীরের চক্ষু দুইটি আগুনের মত উৎসাহে ও কৌতূহলে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তিনি বেশ সংযমের সহিত ডিকের সব কথা শুনিয়া যাইতে লাগিলেন এতটুকু বাধা দিলেন না, কিন্তু রশিদের নাম শুনিয়া আমীর কিছুকালের জন্য উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, আমি জানি আমাদের দলে অনেক গোয়েন্দা আছে, একদিন যে কথাবার্ত্তা ফাস্ না হবে তাও নয়, তখনই—থাক্ সে কথা, আচ্ছা তুমি যেখানটায় সেই গুপ্তধন রেখে এসেছো বল্লে সেই জায়গার কি কোন নক্সা আছে?

হ্যাঁ, আমার কাছে একটা মোটামুটি রকমের নক্সা রয়েছে। আমি বোধ হয় যায়গাটা খুঁজে পাব, আমার তো মনে হয় না যে আর কেউ ওর একটা কূল-কিনারা করতে পারবে।

আমীর বলিলেন, এখন আর বাপ্ তোমার গুপ্তধনের বিষয় নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোন লাভ নেই। দেখো, তুমি যদি আমাদের কোন কাজ করতে চাও—তাহলে আমি তোমাদের দু'জনের উপরেই এক একটা কাজের ভার দিতে পারি। আমাদের কালকার জয়ের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু এতো আর তেমন কিছু নয়। দেখো, এদিকে একটা জাত আমাদের দলে কিছুতেই ভিড়তে চাইছেনা। এখনও তারা কোন দলে মেশেনি। যদি তাদের দলে ভিড়ানো যেতো তাহলে খুব ভাল হোতো, কেন জান? তারা খুব শক্তিশালী জাত। আমি চাই তারা এসে আমাদের দলে ভিড়ে যাক। দেখো আমি তাদের যিনি মালিক সেই ন্যাসুরীর সেরিফকে একখানা চিঠি পাঠাতে চাই।

কাশিম, মাথা নত করিয়া আমীরকে সেলাম করিয়া কহিল, সে—তো হুজুর এখান থেকে চারদিনের পথ, উটে চড়ে যেতে হয়।

আমীর হাসিয়া বলিলেন, সে আমি জানি, আমি তোমাদের জন্য উট আর প্রয়োজনীয় রসদ যোগাব, তোমাদের সে পথ জানা আছে, কারণ সে পথ ধরেইত তোমরা এসেছো। অনেকটা পথ। আমি জানি একাজটা বড় সোজা নয়, যদি ধরা পড়ে যাও—তাহলে তোমাদের প্রাণ নিয়ে আসা সম্ভবপর হবে বলে মনে হয় না। আর যদি তোমরা নিরাপদে সেই সেরিফের কাছে পৌছতে পার আর যদি তিনি আমাদের সাহায্য করতে রাজী হন তা হলে তোমাদের সঙ্গে এক হাজার বেশ বাছাই যোদ্ধাও পাঠাতে পারেন—আমরা এখন কি চাই জান? আমরা চাই মানুষ আর উট। আমাদের কাছে এখন একটী মানুষ ও উটের দাম খুব বেশী।

ডিক্ কহিল, আপনার এই জরুরি চিঠিখানা যে খুব গোপনীয় তাতো বেশ বুঝতেই পাচ্ছি। কিন্তু তারপর আপনাদের দেখা কোথায় পাব?

আমীর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া কি যেন ভাবিলেন, তারপর বলিলেন, আমি

আমাদের দল কখন কোথায় থাকবে তার একটা ঠিকানা তোমাদের দিয়ে দেবো। কিন্তু একটা কথা, সেই নক্‌সাটা খুবই সাবধানে রাখবে প্রাণ গেলেও হাত ছাড়া করবে না। যদি কোন রকমে শত্রুর হাতে ঐ নক্সা পড়ে তাহলে আমাদের সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে। আমরা এই মরুভূমির পথে পথে এন্‌বো পর্য্যন্ত গিয়ে শত্রুদের হটিয়ে দেবো। তারপর সে স্বরটা একটু নীচু করিয়া কহিল,---আমাদের মতলব জান? আমরা তুর্কীদের পেছনে পেছনে সিরিয়া পর্য্যন্ত ছুটবো।

ডিক্ আশ্চর্য্য হইয়া একটু জোরে বলিয়া উঠিল, বলেন কি? আপনারা কি ড্যামাস্‌কাস দখল করতে যাচ্চেন? আমীর সহসা চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন তারপর চুপি চুপি কহিলেন, চুপ চুপ----জান দেওয়ালেরও কান আছে? এসব কথা মুখেও আন্‌তে নেই।

ডিক্ একটু জোরে দম লইয়া কহিল, কি অসম্ভব কল্পনা আপনাদের, মুষ্টিমেয় এই আরবদের নিয়ে আপনারা চান অসাধারণ শক্তিশালী তুরস্কদের বিরাট সৈন্যবাহিনীকে হটিয়ে দিতে? আশ্চর্য্য! আমীর গম্ভীর ভাবে ডিকের দিকে চাহিয়া একটু মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, আল্লার কৃপায় সবই হতে পারে। তিনি আমাদের উদ্ধারের জন্য যাঁকে পাঠিয়েছেন -

ডিক্ তাহাকে বাধা দিয়া কহিল, আপনি কি লরেন্সের কথা বলছেন---?

আমীর ধীরে বেশ সংযত ভাবে বলিলেন,—জানিনা তাঁর কি নাম, তবে এইটুকু জানি আমাদের একজন নেতা আছেন, তাকে তুমি এল্‌ক্রিম্ বল্‌তে পার। এই কথা কয়টী বলিতে বলিতে আমীরের মুখমণ্ডল একটা নবীন উৎসাহ ও উদ্দীপনায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি উত্তেজিত ভাবে বলিতে লাগিলেন--জান তিনি কি অলৌকিক কার্য্যই না আমাদের ভিতর করেছেন। কি ছিলাম আমরা? বালুকণার মত চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিলাম। তাঁরই মন্ত্রগুণে আমরা যারা হাজার হাজার দলে বিভক্ত ছিলাম নিজেরা দিন রাত কাটাকাটি মারামারি করেছি আজ কি না আমরা সব এক হয়ে আমাদের যারা পরম শত্রু তাদের বিরুদ্ধে তরোয়াল ধরতে শিখেছি। এখন আমাদের কেউ বাধা দিতে পারবেনা। মরণ যদি আসে তবে তাকেও আমরা রুখ্‌বো, বল্‌বো দূরে সরে

যাও......আমরা হয় মরণের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বো নতুবা বিজয়কে বরণ করবো, মৃত্যু আর জয় এ দুইটিই হচ্চে আমাদের একমাত্র কাম্য।

এই কথা বলিয়া সে বীরদর্পে দাঁড়াইয়া উঠিল এবং তাহার তরবারির খাপের উপর হস্ত ন্যস্ত করিয়া বলিতে লাগিল, এতটুকু মিথ্যা নয়। হয় বিজয়, নয় মৃত্যু! একটিকেই আমরা বরণ করিয়া লইব। ডিক্ একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল—আমার সঙ্গে 'এলক্রিমের' কি একবার দেখা হতে পারে?

তিনি এখানে নাই।

তিনি কখন কোথায় থাকেন সে কথা কেউ বলতে পারে না। বাতাসের মত কোথা হতে কখন যে ছুটে আসেন, তা আমরা জানি না। যখন দেখতে পাই, আমাদের উৎসাহের আগুন নিবে আসছে, বিদ্রোহের ভাব আর নাই, তখন দেখতে পাই কোথা থেকে যেন তিনি ঝড়ের মত আমাদের নিবানো আগুনকে প্রজ্জলিত করে দিয়েছেন;—আবার আমাদের নিরুৎসাহ প্রাণে জেগে উঠেছে—আশা আর উৎসাহের বাণী। তোমার সঙ্গে তাঁর দেখা নাও হতে পারে, তাতে কিছুই ক্ষতি হবে না। কিন্তু শোন, তুমি কি তাঁর সেই মহৎ সঙ্কল্প সম্পন্ন করতে রাজী হবে? আমি তোমাকে যে কাজের ভার দিতে চেয়েছি, তুমি কি সে কাজের ভার নিতে রাজী আছ? ডিক্ দাঁড়াইয়া উঠিল এবং উৎসুক নয়নে আমীরের দিকে চাহিয়া রহিল।

আমীর বলিতে লাগিলেন,—তুমি বল আমার সংবাদ নিয়ে যাবার সম্বন্ধে মন স্থির করেছ কিনা? ডিক্ কহিল, আমি আপনার আদেশের প্রতীক্ষায় রয়েছি।—এই কথা বলিবার সময় তাহার চক্ষু দুইটি জ্বল্‌জ্বল্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

আমীর বলিলেন, 'তাহলে আজ রাত্রিতেই তোমাদের রওনা হতে হবে। আমি সব ঠিক করে ফেলছি। এখন তোমরা বিশ্রাম কর গে যাও। অনেকটা দূর যেতে হবে আর পথ ও ভীষণ! এই কথা বলিয়া আমীর দুইবার হাততালি দিলেন। হাততালি দেওয়া মাত্র তাঁবুর বাহিরে যে কয়েকজন প্রহরী ছিল, তাদের একজন তাঁবুর ভিতরে আসিল। আমীর, ডিক্ ও কাশিমকে নিরাপদে তাহাদের শিবিরে পৌছাইয়া দিবার জন্য তাহাকে হুকুম করিলেন।

ডিক্ ও কাশিম বাহিরে আসিল। আবার বাহিরের তীব্র সূর্য্যালোক তাহাদের পীড়ন করিতে লাগিল। সেই রৌদ্র-ঝলকিত মাঠের মধ্য দিয়া ডিক্ ও কাশিম তাহাদের নির্দ্দিষ্ট শিবিরে পৌঁছিল।

ডিকের বিশ্রামের কোনও প্রয়োজন ছিল না। তাহার শিরায় শিরায় ভাবী দুঃসাহসিক-অভিযানের জন্য একটা ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠিয়াছিল। দুইদিন পূর্ব্বে আরবদের এই যে বিদ্রোহ, তাহা ছিল তাহার নিকট স্বপ্ন, কিন্তু এখন সে অনুভব করিল এ-ত স্বপ্ন নয়, বাস্তব, আর সেই বাস্তবের মধ্যে, বিদ্রোহের মধ্যে কিনা তাহারও আসিয়া জড়াইয়া পড়িতে হইতেছে। যুদ্ধের যে সুবৃহৎ নাটক অভিনয় হইতে চলিল, সে অভিনয়ে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যেই এক ভয়ানক বিপ্লবের সৃষ্টি হইতে চলিয়াছে। তাহারই কিনা একটা ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এই মরুভূমির বুকে আসিয়া একটা অগ্নির তাণ্ডব নৃত্য করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে।

ডিক্ দেখিতে পাইতেছিল তাঁহার চোখের সম্মুখে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। এই শিবিরে আজ যাহারা সৈনিক-রূপে আসিয়াছে, আজ যাহাদের পরিধানে খাকির পোষাক, মাথায় টুপি, আর যাহারা আজ এই মরুভূমির বুকে উটের পিঠে চড়িয়া দেশের জন্য ও জাতির নূতন গৌরব লাভের জন্য ছুটিয়া চলিয়াছে, একদিন তাহারা কি ছিল? তাহারা যে শুধু এই ভীষণ মরুভূমির মধ্যে যাযাবর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আজ এখানে এই মরূদ্যানে যেন একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সৈনিকদের আনন্দের চীৎকার, উটগুলির ইতস্ততঃ বিচরণ আর মোটবাহী খচ্চরের সারি নিতান্ত অনাবশ্যক রূপে বিকট চীৎকার করিয়া সকলের শান্তি নষ্ট করিতে ত্রুটি করিতেছে না। আর প্রকৃতির সেই সুন্দর শান্ত ভাবটি আর নাই, খেজুর গাছগুলির পিছন দিয়া দেখা যাইতেছে, বালুকারাশি আগুনের মত জ্বলিতেছে। এমন সময় ডিক্ হঠাৎ ভিড়ের ভিতরে চাহিয়া দেখিল কাশিম একটা খুব ধারালো ছুরির উপর দিয়া অতি সন্তর্পণে হস্ত চালনা করিয়া তাহার ধার পরীক্ষা করিতেছে।

তৃতীয় অধ্যায়

ধু-ধু করে বালিরাশি মরুভূ উষর

ডিক্ তাঁবুতে ফিরিয়া, খানিকক্ষণ চুপ্ করিয়া আপনার জীবনের উপর দিয়া যে ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছিল তাহাই ভাবিতে লাগিল। তাহার চোখের সামনে আরবদের এই শিবিরের চঞ্চলতা এক রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে শিবিরের ভিতর যে ঘটনা ঘটিল তাহারই চিত্র প্রতিভাত হইয়া উঠিতেছিল।

তাহাদের যাত্রার আয়োজন ঠিক হইল। যে উটটিকে তাহাদের সঙ্গে দেওয়ার জন্য ঠিক করা হইয়াছিল সেই উটটি ছিল এখানকার সবগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই উটটি প্রতিদিন ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে ছুটিতে পারিত। তিনদিন পর্য্যন্ত জল না খাইলেও এই উটটি স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করিতে পারে। কাশিম এবং ডিক্ স্থির

করিল তাহারা রাত্রির নিবিড় অন্ধকারে আকাশের তারা লক্ষ্য করিয়া পথ চলিবে। তাহা হইলে শত্রুর হাতে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা কম।

ডিক্ আমীরের নিকট হইতে যে গোপনীয় লিপিখানা পাইল, তাহা অত্যন্ত সযত্নে রাখিল। এবং সবচেয়ে দরকারী সৈন্যদের গতিবিধির নির্দ্দেশক যে নক্সাখানি, তাহা রাখিল তাহার বুকের জামার ভিতরে, উহা এমন ভাবে রাখা হইয়াছিল যে ডিক্‌কে না মারিয়া কেহ উহা কাড়িয়া লইতে পারিবে না। আমীর তাহাদের হাতে বেশ ভাল অতি আধুনিক ধরণের দুইটি পিস্তল দিয়াছিলেন। এক কথায় যতদূর সম্ভব রণসাজে সজ্জিত হইয়াই তাহারা মরুভূমির পথে অগ্রসর হইয়াছিল।

প্রথম রাত্রি বেশ নিরাপদে কাটিয়া গেল। তাহারা সারারাত্রি পথ চলিত, সকালের দিকে কোন একটা নিরাপদ স্থান দেখিয়া খাওয়া-দাওয়া সারিত এবং বিশ্রাম করিয়া লইত। তাহাদের গতি ছিল দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে। এই পথে চলিতে চলিতে কখনও কোন জন-মানবের সহিত ও তাহাদের সাক্ষাৎ হয় নাই।

জলের অভাব তাহাদের ছিলনা, যদি পথভ্রষ্ট হইয়া কোনও অজানা পথে চলিয়া যায় তাহা হইলেও তাহাদের জলকষ্টের আশঙ্কা ছিল না। এবিষয়ে তাহারা বেশ সতর্ক হইয়া জলের উপযুক্ত সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিল। দ্বিতীয় দিন রাত্রিতে, তাহারা একটী বিস্তৃত সমতলভূমির মধ্যে যাইয়া পড়িল। এই বিরাট সমতলভূমিটি ছিল বড় বড় কাঁকড়ে পরিপূর্ণ। এই যে বিস্তৃত মরু-প্রান্তর, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলেন এই স্থানে এক সময় কোনও আগ্নেয়গিরি বিদ্যমান ছিল। এখানকার নানা-বর্ণের বড় বড় প্রস্তরখণ্ড দেখিলে মনে হয় এই বুঝি অল্প কয়েক দিন হইল অগ্ন্যুৎ-পাত হইয়া গিয়াছে। এবং এইমাত্র সে সমুদায় জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড শীতল হইয়াছে।

এই মরু-প্রান্তরে একটীও গাছ ছিল না। কোন পশু-পক্ষী এখানে বাস করে এমনও মনে হইতেছিল না। এদিকে-ওদিকে দুই একটি সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীকে বিচরণ করিতে দেখা গিয়াছিল। ডিকের মনে হইতেছিল এমন অনুর্ব্বর প্রান্তরের মধ্যে কি এমন আকর্ষণীয় বস্তু থাকিতে পারে যে জন্য বিদেশী কোন জাতির প্রলোভন থাকা সম্ভবপর।

এইভাবে তিন রাত্রি তাহাদের শুধু বালির পাহাড় আর যত সব প্রস্তরাকীর্ণ প্রান্তর পার হইতে হইয়াছিল। চতুর্থ রাত্রিতে প্রাকৃতিক দৃশ্য বদ্‌লাইয়া গেল। তাহাদের কাছে আর এক নূতন দৃশ্য আসিয়া উপস্থিত হইল; এইবার তাহারা দেখিল শুধু ঢেউ খেলানো শাদা বালিয়াড়ি বা বালুর পাহাড় দূর দিগন্তে যাইয়া মিলাইয়াছে।

রাত্রি অন্ধকার। কিন্তু আকাশের---মরুভূমির নীল-নির্ম্মল আকাশে হাজার হাজার তারা জ্বলিতেছিল, সেই তারার ক্ষীণ দীপ্তিতে মরুভূমিকে মনে হইতেছিল যেন শাদা ঢেউয়ের জমাট বাঁধানো এক বিরাট সমুদ্র, পৃথিবীর এক প্রান্তে আপনার গা এলাইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

কাশিম কহিল,---আমরা এপর্য্যন্ত তো বেশ নিরাপদেই এসেছি, মনে হয় না তো যে কোন বিপদ ঘটবে। কাল সকালেই তো 'এলহাজ্জা' পৌঁছে যাব।

ডিক্ বলিল,---মহম্মদ কি এই প্রস্তাবে রাজী হবেন?

সে বলা যায় না, বুঝলে ডিক্ এ হচ্ছে টাকার খেলা, তুর্কীরা যদি মহম্মদকে বেশ মোটা টাকা দিয়ে থাকে তা'হলে সে যে রাজী হবে তাতো মনে হয় না।

মহম্মদের অধীনে একদল বেশ ভাল যোদ্ধা আছে, এই যে, চোখের সম্মুখে একশো মাইলেরও উপর বিস্তৃত মরুভূমি দেখতে পাচ্ছ ওর ভেতরে যে সকল মরূদ্যান আছে সে সব জায়গায় নানা-জাতীয় লোকের বাস, তারা খুব লড়াইয়ে।

এখন বুঝলাম যদি মহম্মদ আমাদের এই জয়ের কথাটা শোনেন, তবে আমাদের সাহায্য করতে রাজী হতেও বা পারেন।

ডিক্ কহিল,---আমাদের কাছেই বোধহয় মহম্মদ জয়ের খবরটা প্রথম শুন্‌বেন।

কাশিম কহিল,---সে বলা যায় না, মরুভূমির ঝোড়ো হাওয়ায় সংবাদটা হয়তো আমাদের আগেই পেয়ে থাকবেন।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই মরুভূমির মধ্য দিয়া তাহারা নীরবে চলিতে লাগিল। চারিদিকে বিস্তৃত মরুভূমির বালুকা-কণাগুলি স্তব্ধভাবে পড়িয়াছিল। আকাশের তারাই ছিল শুধু তাহাদের একমাত্র পথ-প্রদর্শক---আস্তে আস্তে ঘোম্‌টার মত কি যেন একটা আবরণ চারিদিক হইতে আসিয়া তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিতেছিল, আকাশের

নক্ষত্রগুলি একে একে লুকাইতে লাগিল। আকাশের উপর একটা কালো মেঘ আসিয়া দেখা দিল, এই মেঘের সঙ্গে সঙ্গে এমন ভীষণ গরম হাওয়া বহিতে লাগিল যে, মনে হইল যেন কেহ একটা কোথাও প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইয়া রাখিয়াছে।

ডিক্ তাহার কাপড়গুলি একটু আল্‌গা করিয়া দিল। সে খুব ঘামিতেছিল। বাতাসে জোলো হাওয়ার কোন লেশ ছিল না শুধু আকাশের উপর যে কালো মেঘ ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা হইতে এইরূপ আশঙ্কা হইতেছিল বুঝি বা বৃষ্টি হইবে। উট দুইটীও প্রকৃতির এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছিল। সহসা তাহারা তাহাদের গতি কমাইয়া দিয়া মাটীর উপর মাথা গুজিয়া পড়িল।

কাশিম চীৎকার করিয়া বলিল,—তাড়াতাড়ি নেমে পড়, ঝড় আস্‌ছে। বালির ভিতর মুখ লুকিয়ে ফেল! এমন সময় নক্ষত্র-বেগে একটা ঝড়ের ঝাপ্‌টা আসিয়া ডিকের মুখের উপর আঘাত করিল, সে তাড়াতাড়ি তাহার উটটির পেটের আড়ালে যাইয়া কাপড় দিয়া মুখ ঢাকিয়া ফেলিল।

কাশিম তাহার মুখ ঢাকিয়া উটের পেছনে আশ্রয় লইল। মুহূর্ত্তের মধ্যে ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে ঝড় ছুটিয়া আসিল। মরুভূমির বালুকণাগুলি তাহাদের চোখে মুখে ও কাপড়ের ভিতর তীরের মত বেগে আসিয়া সারা শরীর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল।

ডিকের মনে হইতেছিল যেন তাহার কর্ণ বধির হইয়া গিয়াছে, সে অন্ধ হইয়াছে। তাহার শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছিল, সে অনুভব করিতে লাগিল যেন তাহার গায়ের উপরে কে একটা বিরাট বোঝা চাপাইয়া দিয়াছে। তাহার সংজ্ঞা যেন লোপ পাইয়া আসিতেছিল। খানিক পরে তাহার মনে হইল সে যে উটের পিঠে চড়িয়াছিল সেই উটঠা একটা বিকট শব্দ করিয়া গা ঝাড়া দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। এইভাবে কতটা সময় অতিবাহিত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে তাহার কোনরূপ অনুভূতিই ছিল না; ডিক্ ধীরে ধীরে চোখ মেলিল সে তখনও মাটির উপর পড়িয়াছিল, মাথার উপরে সূর্য্যের উজ্জ্বল কিরণ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সে দেখিল তাহাকে ঘিরিয়া একদল অশ্বারোহী দাঁড়াইয়া আছে।

ডিক্ কহিল,—আমি কোথায়—তাহার মনে কেমন যেন একটা ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, সে অশ্বারোহীদিগকে জিজ্ঞাসা করিল,—কাশিম কোথায় ?

একটা লোক হা-হা করিয়া হাসিয়া বলিল, কাশিমের কথা বল্‌ছো ? সে বেশ ভালই আছে। লোকটাকে বাঁধতে আমাদের তিনজনের ব্যাস্ত-ব্যস্ত হতে হয়েছিল। ডিকের সহজ-বুদ্ধি ফিরিয়া আসিল, সে বুঝিতে পারিল ঝড়ের পরে তাহাকে ও কাশিমকে অচৈতন্য অবস্থায় এই মাঠের মধ্যে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া—এই লোকগুলি অতি সহজে তাহাদিগকে বন্দী করিয়াছে, তবে এই লোকগুলি যে বেদুইন নয় সে কথা ঠিক। ইহাদের পোষাক-পরিচ্ছদ, ঘোড়ার সাজ-সজ্জা দেখিয়া মনে হয় যে তাহারা বেশ অর্থশালী কোন ছোট খাটো সর্দ্দারের লোক হইবে।

ডিকের মনে এই সন্দেহটাও গুরুতরভাবে দেখা দিল, তবে কি এরা শত্রুদলের লোক ? অদৃষ্টের এমনি বিড়ম্বনা যে যখনি কৃতকার্য্য হইবার মত সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, ঠিক সেই সময় কিনা দৈব বিড়ম্বনায় তাদের এই দুর্গতি।

অতি কষ্টে সে দাঁড়াইয়া উঠিল এবং বেশ দৃঢ়তার সহিত ঐ অশ্বারোহীগুলিকে সম্বোধন করিয়া কহিল—কোন অধিকারে তোমরা আমাদেব বন্দী করেছো ? কে তোমরা ?

দলের সর্দ্দার ডিকের দিকে চাহিয়া কহিল, তুমি আগে আমার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দাও, তোমরা কে ? কোথা হতে এসেছ ? আর কোথায় যাবে বল ?

ডিক্ কহিল,—আমরা মহম্মদ মেরজানের নিকট দৌত্যকার্য্যে যাইতেছি। তোমরা আমাদের মিছামিছি আট্‌কে রেখে যে বিলম্ব করছ তার জন্য তোমাদের জবাব-দিহি হতে হবে।

দাড়িওয়ালা একজন লোক ডিকের কথা শুনিয়া হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বিসমোল্লা ! আমরা সেরিফ মহম্মদের ভৃত্য, আমরা তোমাকে সেখানে পৌঁছে দেব।

কেমন করে ?—ডিক্ আশ্চর্য্য হইয়া এই কথা কয়টি বলিল। সেই লোকটি দূর দিগন্তের দিকে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া বলিল—'ঐ দেখ এলহাজ্জা সহর দেখা যাচ্ছে। আমরা তোমাদের সেখানে নিয়ে যাব।

মুক্তার মত শাদা বালুকণার বিরাট বিস্তারের মধ্যে আর সূর্য্যের প্রখর কিরণে ঝলকিত আকাশের নীচে, অতিদূরে এল্‌হাজ্জা সহর মায়ামরীচিকার মত দেখা যাইতেছিল। সহরটির চারিদিক দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। দেওয়ালের পাশে পাশে মালার মত খেজুর গাছের সারি চারিদিক বেষ্টন করিয়া আছে। দেয়ালের উপর দিয়া ঘর-বাড়ীগুলির ছাত আর মস্‌জিদের গুম্বজগুলি দেখা যাইতেছিল।

ডিক্ এবার নিজেদের অবস্থা বেশ করিয়া বুঝিতে পারিল। ঝড়ের আক্রমণে যখন তাহারা বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সুযোগে এই অশ্বারোহী দল, তাহাদের উপর এইরূপ অত্যাচার করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। এত কাছে আসিয়া এইরূপ ভাবে বিপদে পড়িতে হইবে, তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই।

এমনি দুর্ভাগ্য যে কাশিমের সঙ্গে ডিকের কোনরূপ কথাবার্ত্তা বলিবার সুযোগও ছিল না। কাশিমের হাত দু'খানি পেছনের দিকে লইয়া অতি শক্ত করিয়া বাঁধিয়া তাহাকে উটের উপরে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিল। অশ্বারোহীরা তাহাদের ঘোড়ায় চড়িয়া ছুটিয়া চলিল, সঙ্গে সঙ্গে ডিক্ও চলিল।

সময় সময় ডিকের মন ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। সে আপনার উপর বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিতেছিল। সে বন্দী হইয়াছিল তাহাতেও তাহার যত না দুঃখ হইয়াছিল তাহার চেয়েও এই লোকগুলির বিদ্রূপপূর্ণ বাক্যে তাহাকে খুবই বেদনা দিতেছিল। তাঁহার সঙ্গে যে রাইফেল ছিল তাহাও ইহারা কাড়িয়া লইয়াছিল। তবে একথাটাও তাহার মনে হইতেছিল, মহম্মদের লোকদের কাছে সে যেরূপ দুর্ব্যবহার পাইয়া আসিতেছে, স্বয়ং মহম্মদের কাছেও সেইরূপ দুর্ব্যবহার পাওয়া অসম্ভব নহে। হয়ত মহম্মদ এখন পর্য্যন্ত তুরস্কেদের পরাজয়ের কথা শোনেন নাই।

তাহারা সহরে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই একদল লোক তাহাদিগকে আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ডিক্ লোকগুলির ভীষণ চেহারা দেখিয়া চমকাইয়া উঠিয়াছিল। পথের লোকেরা তাহাদের লক্ষ্য করিয়া ঢিল ছুঁড়িতে লাগিল। তাহার একটা ঢিল ডিকের মাথায় লাগিয়া খানিকটা কাটিয়া গেল। আর একটা ঢিল খুব জোরে আসিয়া উটের গায়ে পড়িল। উটটা চমকাইয়া উঠিল।

ডিক্ মনে মনে বলিল, আমি তা জানতেম, এমন লাঞ্ছনাই ভুগতে হবে রাস্তার ঢিল এমন কি আর বেশী!

রাস্তার সেই লোকগুলি নানা অসভ্য ভাষায় তাহাদিগকে যেমন গালাগালি দিতে লাগিল, তেমনি নানারূপ অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা তাহাদিগকে যত তাড়াতাড়ি হয় মারিয়া ফেলার জন্য সঙ্গের সকলকে উত্তেজিত করিতে লাগিল।

এইভাবে নানারূপ গ্লানি ও আঘাত সহিতে সহিতে একটি বড় বাড়ীর কাছে আসিয়া তাহাদের উট দুইটি থামিল। ডিক্‌কে উটের পিঠ হইতে নামানো হইল। এ সময়ে জনতা অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল। তাহাদের মুখে যাহা আসিতেছিল, সে কথা বলিয়াই তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা জোরে চীৎকার সুরু করিয়া দিয়াছিল। কতকগুলি কদাকার নিগ্রো, লাঠি লইয়া তাহাদিগকে অতি নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতে লাগিল।

যেমন অই বাড়ির দরজার ভিতর তাহারা প্রবেশ করিল, তখন বাহিরের লোকগুলির চেঁচামিচি অনেকটা থামিয়া গিয়াছিল।

ডিক্‌কে একজন লোক মস্তবড় একটা লম্বা বারান্দার ভিতর দিয়া লইয়া গেল। বারান্দার শেষে একটা প্রকাণ্ড ঘর। সেই ঘরের মধ্যে একটি উচ্চ আসনে একজন প্রৌঢ় বসিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই বেশ নত হইয়া অভিবাদন করিল। একজন ডিককে বলিল,—ইনিই সেরিফ।

ডিক্ তাঁহাকে অতি বিনীতভাবে অভিবাদন করিল। সেই প্রৌঢ় লোকটির দীর্ঘ দাড়ি ও উজ্জ্বল চক্ষু দেখিয়া তাঁহাকে বেশ বুদ্ধিমান বলিয়া মনে হইল। তিনি ডিকের দিকে চাহিয়া বলিলেন—তোমার শান্তি-হোক। তারপর কি যেন একটু ভাবিয়া কহিলেন, 'তুমি কি উদ্দেশ্যে হাজ্জা আসিয়াছ?' ডিক্ বুঝিল এই মুহূর্ত্তে তাহার শুভাশুভ সবই মীমাংসিত হইয়া যাইবে। সে তাড়াতাড়ি শিলমোহর করা চিঠিখানা সেরিফের হাতে অর্পণ করিল। ডিকের হাত খোলা ছিল, এইজন্য তাহার কোনই অসুবিধা হয় নাই।

ডিক্ বলিল—আমি হেজাজের অধিপতির নিকট হতে নাসুরির অধিপতির কাছে সংবাদ বহন করে এনেছি। কিন্তু সেরিফ, আপনার লোকেরা আমাদের প্রতি পথে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করেছে। মহম্মদ হাসিয়া বলিলেন—তাহারা তোমার পরিচয় জানত না বলেই

দুর্ব্যহার করেছে। আশা করি তোমরা আমার কাছে ভাল ব্যবহারই পাবে। এই কথ বলিয়া মুহুর্ত্তের মধ্যে দলিলখানা পড়িয়া ফেলিলেন, তাহার পর আবার চিঠিখানা খামের ভিতর পুরিতে পুরিতে কহিলেন,—তাহ'লে জান্‌লাম 'তুর্কী সৈন্যেরা পরাজিত হয়েছে।'

তারপর বলিতে লাগিলেন,—আমীর সত্যি কথা বলেন না। নাসুরিরা কখনো একজন বিধর্ম্মীর আদেশ মেনে লড়াই করবে না। তুমি যদি সেখানে ফিরে যেতে পার, তাহ'লে সে সংবাদ আমীরকে দিও। কিন্তু আমার মনে হয় তোমার এখানে কিছু বেশী দিনই থাক্‌তে হবে। এ কথা বলিয়া তিনি একটু হাসিলেন।

ডিক্ কহিল 'তাহলে আপনি আমীর যে প্রস্তাব করেছেন তাতে রাজী নন?

মহম্মদ বিকট হাস্য করিয়া বলিলেন,—আমি তোমার জীবন দান কর্‌তে পারি। কিন্তু জান? মৃত্যুর চেয়েও বেঁচে থাক্‌লে অনেক কিছু যন্ত্রণা সইতে হয়। আর যদি বাঁচতে চাও কতকগুলি সর্ত্ত মেনে চল্‌তে হবে।

ডিক্ কহিল আপনার কথার মানে?

কথাটা সোজা। তুমি যদি আমাকে আমীরের উদ্দেশ্য কি বুঝিয়ে বল্‌তে পার, কোন্‌দিকে তিনি এখন তার সৈন্য চালনা কর্‌বেন—সব আমাকে সত্যি করে বল তাহ'লে তোমার জীবন আমি রক্ষে কর্‌তে পারি। আর যদি এ-সব কথা বল্‌তে না চাও……তবে……এই কথা বলিয়া তিনি অবজ্ঞার সহিত ঘাড় নাড়িলেন।

ডিক্ উত্তেজিত ভাবে কহিল,—আমি তোমার প্রস্তাব অস্বীকার করি। আমাকে যত ভয়ই দেখাও আমি আমার প্রাণের জন্য কখনো বিশ্বাসঘাতক হ'ব না।

মহম্মদ খুব জোরে হাত চাপড়াইয়া বলিলেন,—আমি তোমাকে এই মুহুর্ত্তেই কিছু জবাব দিতে বল্‌ছি না। তুমি ভেবে চিন্তে বলো। আর জান? আমাদের দেশে অতিথি-সেবার একটা বৃহৎ ধর্ম্ম আছে। কোনও অতিথি পালিয়ে যাবে, সে হতে পারে না।

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ডিক্ অনুভব করিল, দুইজন নিগ্রো প্রহরী পশ্চাৎ দিক হইতে আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। আর একটা নিগ্রো কোমরের উপর দিকটা পর্য্যন্ত তার সম্পূর্ণ নগ্ন, হাতে তার ধারালো তরোয়াল, সেই মুহুর্ত্তে সেখানে প্রবেশ করিল। মহম্মদের

ইঙ্গিতে সে তরোয়ালটা লইয়া অতি বেগে শূন্যে ঘুরাইতে লাগিল। ডিক্ বুঝিতে পারিল যে পলক মধ্যে তাহার একখানি হস্ত দেহচ্যুত হইয়া ভূমিতে পতিত হইবে।

অতি মৃদুস্বরে মহম্মদ বলিল—তুমি কি স্থির করলে? যদি আমার প্রস্তাবে সম্মত হও ভাল নতুবা আমি তোমাকে উৎপীড়ন করতে এতটুকু কুণ্ঠিত হ'ব না।

ডিক্ গর্জ্জিয়া বলিল,—আমি তোমাকে কোন কথা বল্‌ব না।

মহম্মদ বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি জল্লাদের দিকে চাহিয়া ইঙ্গিত করিলেন—তরবারী শন্যে ঝলসিয়া উঠিল।

চতুর্থ অধ্যায়

মৃত্যুর কবলে

ডিক্ প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর আশঙ্কা করিতেছিল, বুঝি এক্ষুনি তাহার বাহুর উপর তরোয়ালের ঘা আসিয়া পড়িবে। সে চোখ বুজিয়া জীবনের সেই চরম আঘাতের প্রতীক্ষা করিতেছিল কিন্তু আঘাত তো পড়িল না। ধীরে ধীরে সে চক্ষু মেলিল। সে দেখিল নিগ্রো-ঘাতক, নিশ্চল পাষাণের মত দাঁড়াইয়া আছে। তাহার হাতের তরোয়াল হাতেই রহিয়া গিয়াছে। কেন এইরূপ হইল? তাহা ডিক্ বুঝিতে পারিল না। মহম্মদ পর্য্যন্ত "বিল্লা" এই একটি মাত্র কথা বলিয়া বিস্মিতভাবে চাহিয়া রহিল। সেই কক্ষে যাহারা উপস্থিত ছিল তাহারা সকলেই কিছু কালের জন্য পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় অচল হইয়া রহিল। সহসা সকলের দৃষ্টি পড়িল দরজার দিকে, তাহারা সবিস্ময়ে দেখিল একজন দীর্ঘকায় ব্যক্তি সেই কক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

তাঁহাকে দেখিলেই মনে হয় যে তিনি এই মাত্র মরুভূমির কোনও অঞ্চল হইতে আসিতেছেন।

তাহার মাথায় একখানি উজ্জ্বল রক্ত বর্ণের কাপড় বাঁধা ; আর একখানি লম্বা রেশমের কাপড় বুক পর্য্যন্ত ঝুলিয়া আছে। তাঁহার কোমরে লাল ও সবুজ রংয়ের সুন্দর চামড়ার খাপের মধ্যে একখানি ছোরা। লোকটি দীর্ঘ ও শীর্ণকায়, লম্বা দাড়ি বুক পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে। চোখ দুটি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল। আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত জ্বল্ জ্বল্ করিয়া জ্বলিতেছে। লোকটিকে দেখিলেই মনে হয়, মানুষের উপর হুকুম চালাইবার জন্যই যেন তাঁহার জন্ম হইয়াছে। মহম্মদের দিকে চাহিয়া তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন—আমরা কি তুর্কী যে অবধ্য দূতকে বধ করিব ? তুমি কি জাননা মুসলমানের শাস্ত্রে ইহার চেয়ে বড় পাপ আর নাই ?

মহম্মদ গর্জ্জন করিয়া বলিল—তুমি আমার আদেশের বিরুদ্ধে বাধা দিবার কে ? তুমি কি জাননা যে এই বন্দীরা আমাদের শত্রু ? শত্রুকে মার্জ্জনা করা আমার ধর্ম্ম নয়।

তুমি আমার কথা শোন মহম্মদ। তুমি যা ভাল বোঝ তা করতে পার। যদি ভাল মনে কর এদের ছেড়ে দিতে পার নতুবা বন্দী করেও রাখ্তে পার কিন্তু এই সভায় বন্দীদের তুমি কোন ক্ষতি করো না। আমাদের দেশের কল্যাণের জন্য আমাদের আপনার লোকের পক্ষ নিয়েইত এরা লড়াই করছে।

মহম্মদ কহিল, জামিল, আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাই না। আমি এই বন্দীদের মতো তোমার প্রতিও উপযুক্ত দণ্ড বিধান করব। এই কথা বলিয়া সে দ্বার দিকে মুখ ফিরাইয়া কয়েকবার জোরে হাততালি দেওয়া মাত্রই দুইজন ভীষণাকৃতি নিগ্রো প্রহরী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

মহম্মদ জামিলকে দেখাইয়া প্রহরী দুইজনকে বলিল, ইহাকে বন্দী কর। হাত বেঁধে ফেল—প্রহরীরা ইতস্ততঃ করিতেছিল, মহম্মদ ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল আমার হুকুক তামিল কর—আমি সেরিফ।

জামিলের চোখ দুইটী হীরার মত জ্বলিয়া উঠিল। সে অতি দ্রুত তাহার ছোরার

উপর হাত দিল। পর মুহূর্ত্তেই আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া হাত তুলিয়া আনিল।

মহম্মদ ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিল—তুমি নির্জ্জন মরুভূমির বুকে আপনার মনে বিচরণ কর্‌তে কর্‌তে অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ হয়ে উঠেছ। জামিল, মনে রেখো এ মরুভূমি নয়। এ সহর—এখানে খামখেয়ালী চলে না। বিধি-নিষেধ মেনে চল্‌তে হয়!

সেই নিগ্রো প্রহরী দুইজন ইতিমধ্যে জামিলের হাত দু'খানি বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল। এতক্ষণে সেই ঘরের উপস্থিত লোকগুলি যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। তবু তাহাদের চোখে ও মুখে যে একটা ভয়ের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা বেশ বুঝা যাইতেছিল। বড় সহজ কথা তো নয়। মরুভূমির দুর্দ্দান্ত বেদুইনদের দলপতি সেখ। কে না তাহাকে ভয় করে? যদিও কিছুকালের জন্য সে এইখানে নিঃসহায় অবস্থায় পড়িয়া এইরূপ অপমান সহ্য করিতেছে, কে জানে পরে ইহার পরিণাম কিরূপ দাঁড়াইবে।

শোন সেখ—মহম্মদ, বন্দী জামিলের অতি নিকটে যাইয়া বলিতে লাগিল—শোন সেখ, সহরের রাজপথে জনতার মুখে ঐ শোন কল-কোলাহল? কেন জান? কেন তাদের এই চীৎকার জান? তারা চায় আজ আমরা যে দুইজন গুপ্তচরকে বন্দী করেছি তাদের রক্ত যে পর্য্যন্ত না এই ক্রুদ্ধ জনতার ভিতর আমরা ফেলে দিতে পারবো ততক্ষণ তারা শান্ত হবে না।

আমি জানি।' সগৌরবে জামিল উপস্থিত সকলের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল, আমি জানি, কিন্তু তুমি জেনো বাইরে আমার দু'শো সাহসী বেদুইন অপেক্ষা কর্‌ছে। তারা তাদের সর্দ্দারের এ অপমান—এই লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য কর্‌বে না। দশগুণ নেবে এর প্রতিশোধ। একথা তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

মহম্মদ হা, হা, হা, হা, করিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া কহিল,—দুইশত বেদুইন, মরুভূমির দস্যু কি কর্‌বে আমার এই দুই হাজার শিক্ষিত-সৈন্যের বিরুদ্ধে।

এক সিংহ এক হাজার শেয়ালকে ভয় করে না।

ওয়া,! ওয়া! দেখা যাবে।—সে দেখা যাবে।

মহম্মদ ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে জামিলের গলায় ঝুলানো রুমালটা টানিয়া লইল। বেদুইনদের কাছে এইরূপ করাটা অত্যন্ত অপমানজনক। জামিলের সারা দেহের রক্ত রাগে টগ্‌বগ্‌ করিতে লাগিল, কিন্তু সে একটী কথাও বলিল না। তাহার বুক ফুলিয়া উঠিতেছিল। তাহার সারা দেহের ভিতর দিয়া অপমানের একটা তীব্র জ্বালা আগুনের তীব্র দহনের মত জ্বলিয়া উঠিয়াছিল কিন্তু সে একটি কথাও বলিল না একটুও নড়িল না। শুধু মহম্মদের দিকে তাহার দুইটি উজ্জ্বল চক্ষু তুলিয়া অপলকে চাহিয়া রহিল। সেই চক্ষুর ভিতরে ছিল পুঞ্জীভূত অপমানের তীব্র জ্বালা।

মহম্মদ গর্জ্জন করিয়া কহিল,—প্রহরী এই বন্দীদের এখান থেকে নিয়ে যাও। এই সময়ের মধ্যে মহম্মদ জামিলকে লইয়া এতদূর বিব্রত হইয়াছিল যে সে ডিক্ ও কাশিমের কথা একেবারে ভুলিয়াই গিয়াছিল।

এইবার কাশিম ও ডিকের দিকে নজর পড়িতেই সে প্রহরীদের দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—এদের মাটীর নীচে যে অন্ধকার কারাগৃহ আছে সেখানে নিয়ে যাও।

দৈত্যের মত ভীষণাকার সেই জল্লাদ এতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার তরবারিখানি ডিকের হস্ত লক্ষ্য করিয়া উদ্ধৃতভাবে রাখিয়া দিয়াছিল। এইবার সে তরবারিখানি উচু করিয়া ধরিয়া প্রহরীদের সঙ্গে সঙ্গে বন্দীদের সহিত চলিল।

ডিক্ যাইবার সময়ে মুখ ফিরাইতে যাইয়া দেখিল মরুভূমির সেই বেদুইন সেখের চোখে যে বিদ্রূপ জ্বলিতেছিল তাহা যেন মহম্মদের মুখের উপর পড়িয়া তাহা মলিন ও বিবর্ণ করিয়া দিয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়

মুক্তির সন্ধানে

সেই কারাগুহাটি ছিল ভয়ানক অন্ধকার। একটি মাত্র দরজা। সেই ক্ষুদ্র, অপ্রশস্ত এবং খুব অল্প উচু দরজার ভিতর দিয়া তাহাতে প্রবেশ করিতে হয়। মাথা খাড়া করিয়া ভিতরে ঢুকিবার জো নাই। সেই পথটি সুরঙ্গের মত বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। দুইদিকের দেওয়াল এবং উপরের অংশটা কঠিন পাথরে গড়া। এই পথ ধরিয়া বহুদূর নীচে চলিয়া গেলে পর একটি কক্ষের ভিতর পৌঁছিতে পারা যায়। ডিক্, কাশিম এবং মরুভূমির সর্দ্দার সেখ জামিল সেই কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়া আশ্চর্য্য হইল, কি শোচনীয় অবস্থা! সেখানে ঘরের মেজে এবং চারিদিকে স্তূপীকৃত আবর্জ্জনা, বড় বড় ইন্দুরেরা সেখানে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছে। এখানে ওখানে মাকড়সা জাল পাতিয়াছে। কোণার অপরিসর স্থানে সাপেরা এবং ভীষণাকৃতি বৃশ্চিক সকল বাস করিতেছিল।

একদিকে মাত্র একটি ছোট জানালা, সেই জানালার ভিতর দিয়া বাহিরের নীল আকাশের সামান্য একটু অংশ এবং বাহিরের প্রচণ্ড সূর্য্যালোকের খানিকটা ঘোলাটে প্রভা মাত্র সেখানে আসিয়া প্রবেশ করিতেছিল। প্রহরীরা বাহিরের দরজায় তালা বন্ধ করিয়া যে পাহারা দিতেছিল তাহাদের পায়ের শব্দও ঐ ঘর হইতে বেশ শুনা যাইতেছিল।

ডিক্ এই বিপদের মধ্যেও মনের ভিতর প্রফুল্লতা আনিবার জন্য কাশিমকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—বাঃ কি চমৎকার পথেই আসা গেল। নর্দ্দমার ভিতরকার পথও এত বিশ্রী নয়। কাশিম,—কি বল ?

কাশিম দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তাহার কোমরবন্দ স্পর্শ করিয়া কহিল, মজা দেখেছ ? আমাদের কাছে কোনও অস্ত্র পর্য্যন্ত নাই। ডিক্ বলিল,—সারা সহরের লোক যখন বিদ্রোহী হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন তোমার ঐ ছোরা দিয়ে কি লাভ হ'তো বল ত ? বুঝলে বন্ধু ! এখন ছোরার চেয়ে মাথার কাজই বেশী দরকার, একটা বুদ্ধি বাৎলাও।" কাশিম কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "আল্লা জানেন কি হবে ! শুনেছি কাল সকালেই আমাদের কেটে ফেলা হবে।"

ডিক্ কহিল, তোমার মাথায় মগজ বলে জিনিষটা খুব কম দেখতে পাচ্ছি। মহম্মদ কি চায় জান ? সে চায় আমাদের কাছ থেকে আমীরের দেওয়া সেই নক্সাটা আদায় করে নিতে। তাহলে তাঁর বেশ দু' পয়সা লাভ হবে। তাঁর বিশ্বাস, আমি যেন একটি সোনার খনি। আমাকে মেরে হো'ক, কেটে হো'ক, যদি সে কোন রকমে আমার কাছ থেকে নক্সাটা বের করে নিতে পারে, তা হ'লে তার হবে পরম লাভ।

কাশিম বিষণ্ণভাবে কহিল, তা হ'লে দেখছি তোমার উপর জোর-জুলুমও খুব চলবে।"

ডিক্ কহিল,—সে যাই হো'ক না কেন, আমাদের এখন কি হবে না হবে অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে চুপ করে বসে থাকলেত চলবে না। যে করেই হো'ক আমাদের দেখতে হবে কি ভাবে আমরা পালাতে পারি। তুমি ভেবেছ মহম্মদকে মিথ্যা নক্সার কাগজ দিয়ে তার হাত হেতে রেহাই পাবে সে কখনো পারবে না। দুর্দ্দান্ত মানুষ সে, সাপের চেয়েও ভীষণ খল।

ডিক্ বলিল, আমি কি করব? এখনো ঠিক করে উঠতে পারিনি। প্রকৃত অবস্থাটা এখনো জানি না তবে—

এমন সময় ধীর গম্ভীরকণ্ঠে জামিল কহিল, হয় তো আমি তোমাদের সাহায্য করতে পারি। মহম্মদ যেমন তোমাদের শত্রু তেমনি সে আমারও শত্রু।

ডিক্ জামিলের কথা শুনিয়া ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, যে জামিল তাহারই পশ্চাতে অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া আছে। তাঁহার চোখ দুইটি সেই অন্ধকারের মধ্য দিয়াও উজ্জ্বল ভাবে জ্বলিতেছিল। সে বলিতে লাগিল, তোমরা আমার সঙ্গে খোলাখুলি ভাবে আলাপ করতে পার, আমি তোমাদের বন্ধু। আমার এই কথা যথার্থ কিনা সেই জন্য তিন সত্য করে বলছি, আমি তোমাদের বন্ধু। তারপর সে তাঁহার গায়ের লম্বা জামাটার ভিতরের দিকে হাত ঢুকাইয়া দিয়া একখানি ছোরা বাহির করিয়া কাশিমের হাতে দিয়া বলিল, বন্ধু এই ছোরাখানি নেও। আমার আর একখানি ছোরা আছে। আমার গায়ের বস্ত্রাদি অনুসন্ধান করেনি।

মুহূর্ত্তের মধ্যে কাশিম যেন সজীব হইয়া উঠিল। অদৃষ্টবাদী কাশিমের মনে হইল বিধাতা তাহার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন, নতুবা এইরূপ আকস্মিকভাবে অস্ত্র তাহার হাতে আসিল কি করিয়া? সে পরম উৎসাহিত হইয়া বলিয়া উঠিল, আল্লার ইচ্ছায় এখন আমাদের মুক্তি সম্ভব।

সেখ মৃদু হাস্য করিয়া কহিল, এখনো নয়। আচ্ছা, বল দেখি তোমরা কোথা থেকে এসেছ? তোমরা কি সেই শ্বেতাঙ্গ যাদুকরের কাছ থেকে আসনি? একথার উত্তর কাশিম দিল না—দিল ডিক্।

ডিক্ বুঝিতে পারিয়াছিল এই অশান্তি ও বিদ্রোহের মূলে রহিয়াছে নানা অসন্তুষ্টির কারণ। জামিল যদি তাহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্যটা জানিতে পারে, তাহা হইলে হয় তো বা সে তাহাদের দলভুক্ত হইতে পারে। তখন ডিক্ একে একে হেজাজ এবং মুসলমানদের পবিত্র তীর্থ মক্কা, লোহিতসমুদ্রের তীরবর্ত্তী অন্যান্য স্থানে কি ভাবে শত্রুরা অধিকার করিয়াছে তাহাই বলিয়া গেল। সে যে দুই এক স্থলে একটু বাড়াইয়া বলিয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ।

জামিল কহিল, আমি তুর্কীদের ঘৃণা করি। আর মোহম্মদকে ঘৃণা করি এই জন্য যে সে তুর্কীদের কাছ থেকে টাকা খায়। তুর্কীরা দেশের গরীবদের শোষণ করে আসছে। তারা রাক্ষসের মত এদেশের সর্ব্বনাশ করছে। গরীবের হাহাকারে আরবের আকাশ ও বাতাস পরিপূর্ণ হয়েছে।

—তাহলে তুমি কেন এলক্রিম আর আমীর ফয়সালের সঙ্গে যোগ দাও না? কেন তুমি আরবের যারা শত্রু, তাদের তাড়িয়ে দিতে চাও না—দেশকে স্বাধীন করতে অগ্রসর হও না।

জামিল বলিল—যদি আমি এখান থেকে মুক্ত হতে পারি, তাহলে আমি প্রতিজ্ঞা কচ্ছি আমি আমার দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করব।

শোন বন্ধুগণ—আমার এই উক্তি অযথার্থ বলে মনে কোরো না। এই এলহাজ্জা সহরের বাইরে আমার দুঃসাহসী এবং বিশ্বাসী অনুচরেরা আমার জন্য অপেক্ষা করছে, যারা মৃত্যুকে ভয় করে না।

কাশিম ব্যগ্রভাবে বলিল—তবে কি তারা তোমাকে এই কারাগৃহ থেকে মুক্ত করবার জন্য চেষ্টা করবে না?

যখন তারা জানতে পারবে আমি বন্দী হয়েছি তখন তারা কখনও নিশ্চিন্ত থাকবে না। কিন্তু কি বিশ্বাসঘাতক এই মহম্মদ! জানি আমাদের শক্তি অতি সামান্য শত্রুদের যেমন জনসংখ্যা তেমনি কোন দিক দিয়েই তাদের কোন অভাব নেই তবু ন্যায় যুদ্ধে—

এমন সময় দেখা গেল একটি ছোট ঢিল আসিয়া সেখানে পড়িয়াছে। ঢিলের সঙ্গে এক টুক্‌রা কাগজ জড়ানো, জামিল আনন্দের সহিত একটা অস্ফুট চীৎকার করিয়া কহিল এই দেখ আমার লোকদের কাজ তারা আমার বিপদের কথা জানতে পেরেছে।

সেই অন্ধকারের মধ্যে কিছু পড়িয়া উঠা বড় সহজ নয় কিন্তু জামিল অতি কষ্টে কাগজের উপরকার শব্দ কয়টি পড়িয়া ফেলিল তাহাতে শুধু লেখা ছিল, দ্বিপ্রহর রাত্রিতে প্রস্তুত থাকিবা। সেই কাগজের উপর না ছিল কাহারো নাম স্বাক্ষর না ছিল কোন ঠিকানা।

জামিলের চিঠির এই সংবাদে কারাবন্দী এই তিন জনের প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার হইল।

জমিল কহিল---আমি কিন্তু এই সংবাদে প্রকৃত মর্ম্ম কিছুই বুঝতে পারি নি। দুষ্ট মহম্মদের এ আবার কোনও চালাকি কিনা তা বলে উঠতে পারি না। সে হয়তো প্রকাশ্যভাবে আমাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত না করে গোপনে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করেছে, কিংবা হয়তো এই চিঠির ভিতর কোনও রূপ চতুরতা নেই---আমি তোমাদের কাছে এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আমার সঙ্গের সমুদয় অনুচরেরা শ্বেতাঙ্গদের আদেশ মেনে চলবে। এইবার ডিক্‌কে সম্বোধন করিয়া কহিল---তুমি তাহার দূত কাজেই আমার এই সৈন্যদের পরিচালনের ভার তোমার হাতে দিলুম। যদিও সংখ্যায় তারা কম তবু যেমন নদীর ক্ষীণ স্রোত অতি বেগে প্রবাহিত হয়ে সব ভাসিয়ে নিয়ে যায় তেমনি এরা যেমন এগিয়ে চলবে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে আরবের শত শত নির্য্যাতিত বেদুইনেরা এসে সঙ্গে মিলিত হবে। সে হচ্ছে পরের কথা কিন্তু এখন আমরা কি ভাবে মহম্মদের হাত থেকে উদ্ধার পেতে পারি, সেইটাই হচ্ছে প্রধান সমস্যা।

একথা বলার পর জামিল তাহার ছোরাখানি নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল—এই ছোরাই হোক আমাদের বন্ধুত্বের সাক্ষী। ডিক্ ঘাড় নাড়িয়া হাসিয়া কহিল আমার এই দৃঢ় মুষ্টিই হচ্ছে আমার সহায়। তুমি দেখতে পাবে কেমন করে সে বিপদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করে।

জামিল ধীরে ধীরে ছোরাখানি আবার খাপের মধ্যে রাখিয়া দিল এবং ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল—যেমন তোমার খুসী।

তারপর সে চিন্তিতভাবে জানালার দিকে ও রুদ্ধ কারাগৃহের কপাটের দিকে চাহিয়া রহিল।

বাহিরের দিকে ক্রমশঃ অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। তাহারা তিনজনে গভীর নিশীথে, মুক্তি প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুক্তির পথে

গভীর রজনী। ঘন অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না। বন্দীগণ কারাগৃহের ভীষণতম অন্ধকারের মধ্যে কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইতেছিল না। এমন সময় বাহিরে একটা গুলির আওয়াজ শোনা গেল।

ডিক্ মাথা তুলিয়া একবার চারিদিকে তাকাইল যদি কোথাও কিছু দেখিতে পায়। জামিল ও কাশিম মুক্তির আশায়, হামাগুড়ি দিতে দিতে দরজার দিকে আসিতে লাগিল, এই আশায় যদি এইবার তাহাদের মুক্তির জন্য কেহ আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে, নতুবা কেন বাহির হইতে এইরূপ শব্দ হইল ?

চারিদিক হইতে আর কোন শব্দ পাওয়া যাইতেছিল না। সব নীরব। জামিল

বলিল, "যদি কেহ আমাদের মুক্তির জন্য না এসে থাকে, তা'হলেও কোন শঙ্কা নেই; আমরা নিজেরাই নিজেদের মুক্তির ব্যবস্থা করব। আর আমি সকলের আগে কারাগারের দরজা খুলবার জন্যে আঘাত করতে অগ্রসর হবো।

তিনজনের জীবন একটি ক্ষীণ সূত্রের উপর ঝুলিতেছিল। যদি সামান্য মাত্র ভুল হয়, তাহা হইলে তাহাদের জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইবার সামান্য একটু বাধাও থাকিবে না। কোন বিচারের প্রতীক্ষা থাকিবে না, একেবারে মুহুর্ত্ত মধ্যেই তাহাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে। বেশী কিছু নয়—এই অন্ধকার কারাগৃহে এই তিনজন অসহায় বন্দী ব্যক্তিকে তিনটি গুলি—অতি সহজেই তাহাদের মস্তক চূর্ণ করিতে পারিবে। এল-হাজ্জার ন্যায় সহর হইতে কোন বন্দী কখনো প্রাণ লইয়া মুক্তি পাইয়াছে, এমন কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বড় একটা লেখে না।

হঠাৎ দরজা খুলিয়া গেল। তাহারা তিনজনে মুক্ত দ্বারপথে অনুভব করিল, মুক্ত বাতাস বাহির হইতে বেগে ছুটিয়া আসিতেছে। এই বাতাস মুহুর্ত্ত মধ্যে তাহাদের প্রাণে এক সজীবতা ও আশার বাণী বহিয়া আনিতেছিল। একজন লোক একটি লণ্ঠন হাতে লইয়া সেই দরজার কাছে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়াছিল। লণ্ঠনের আলো অন্ধকারের মধ্যে একটা শাদা আভা ছড়াইয়া দিল। জামিল অতি দ্রুত তাহার জামা হইতে ছোরা বাহির করিয়া সেই লোকটিকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু সেই লোকটি এতটুকু বিচলিত না হইয়া অতি মৃতুস্বরে কহিল—মিন-হু-হেথা—কে তুমি?

জামিল বলিল, তুমি কি বন্ধু?

লোকটি অতি মৃতুস্বরে কহিল,--এনা সাহিব। আমি বন্ধু।

তুমি কি তাহেব?

আগন্তুক কহিল, হ্যাঁ।

বন্দী তিনজনের মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। শত্রুর পরিবর্ত্তে তাহারা একজন বন্ধুর সাক্ষাৎ পাইল। এই বন্ধু আর অন্য কেহ নহে—জামিলেরই একজন অনুগত বিশ্বাসী অনুচর। তাহাদের সহিত এইবার জামিলের বন্ধুর পরিচয় হইয়া গেল, জামিল অতি মৃতু-স্বরে তাহার অনুচরের নিকট ডিক্ ও কাশিমের পরিচয় দিল। তখন কথা বলিবার আর

অবসর ছিল না, কি ভাবে কেমন করিয়া এই শত্রুপুরী হইতে মুক্ত হওয়া যায় তাহাই হইল এখন একমাত্র চিন্তার কথা।

সেই কারাগহ্বরের ভীষণ সুরঙ্গ-পথে প্রথমে তাহেব, তারপর জামিল, তারপর কাশিম এবং সকলের শেষে ডিক্ অগ্রসর হইতে লাগিল। সেই গুহার পথ ধরিয়া তাহারা প্রায় চল্লিশ গজ পথ চলিবার পর কতকগুলি পাথরের সিঁড়ির কাছে আসিয়া পৌঁছিল। সিঁড়িগুলির নীচে খানিকটা মাটির স্তূপ, প্রথম সিঁড়িটার পরেই ডিক্ তাহার পায়ের নীচে মানুষের একটি হাত পড়িয়া আছে এইরূপ অনুভব করিল। পরের সিঁড়িটিতে তাহার পা পিছলাইয়া গেল, মনে হইল যেন রক্তের ধারা বহিয়া যাইতেছে। ডিকের বুঝিতে বাকী রহিল না তাহাদেরই মত একজন হতভাগ্যের জীবন কিছু পূর্ব্বে জহ্লাদের হস্তে শেষ হইয়াছে। তাহারা নীরবে আর একটি দরজার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। এই দরজাটি খুলিতে কোন বেগ পাইতে হইল না। এই দরজা দিয়া বাহির হইয়া তাহারা এক বিস্তৃত বারান্দার মধ্যে আসিয়া পৌঁছিল। এইখানে গভীর নীরবতা বিরাজ করিতেছিল। কোথাও কেহ ছিল না, আকাশে তারাগুলি যেন মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, তাহাদের ক্ষীণ আলোকে হঠাৎ ডিক্ দেখিতে পাইল, বারান্দার এক পার্শ্বে একটি প্রহরী পড়িয়া আছে, তাহার বুকে একটি ছোরা বিদ্ধ, আর এদিকে ওদিকে রক্তের ধারা বহিয়া যাইতেছে। ডিক্ বুঝিল যে ব্যক্তি তাহাদের মুক্ত করিতে আসিয়াছে, এ তাহারই কাজ। জামিলের অনুচরেরা যে কোন দিক্ দিয়াই ধরা পড়িবার মত কোন সুযোগ রাখে নাই তাহা ডিকের বুঝিতে বাকী রহিল না।

এইভাবে সম্পূর্ণ নিরাপদ হইয়া তাহারা সদর দরজার নিকট আসিয়া পৌঁছিল। সকলের আগে জামিল সদর দরজার ভিতর দিয়া বাহিরে আসিল, তাহার পর চলিল কাশিম। ডিক্ কেবল মাত্র সদর দরজার চৌকাঠের উপর পা দিয়াছে, এমন সময় বাহিরে একটা গোলমাল শুনিতে পাইল। সে তাড়াতাড়ি দরজা পার হইয়া আসিবা মাত্র দেখিতে পাইল, দেওয়ালের কাছে একটা খোলা জায়গায় কতকগুলি লোক অস্ত্র হাতে দাঁড়াইয়া আছে। একজন নিগ্রো তাহেবের গলা শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়াছে। কিন্তু সহসা জামিলের ছোরা অন্ধকারের মধ্যে ও যেন দীপ্ত হইয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই তাহা আক্রমণকারীর

বাহুতে বিদ্ধ হইল। নিগ্রোটা চীৎকার করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। জামিল শূন্যপথে তাহার ছোরা ঘুরাইতে ঘুরাইতে ডিক্ ও কাশিমের কাছে আসিয়া বলিল,—তাড়াতাড়ি ঐ প্রাচীরের গায়ে যে দরজাটা দেখতে পাচ্ছ, তার ভিতর দিয়ে বাইরে চলে যাও। শত্রুরা আমাদের দেখতে পেয়েছে।—ডিক্ সেই অন্ধকারের মধ্যে দেওয়ালের দরজার দিকে বেগে ছুটিতে লাগিল আর এদিকে সেই গভীর নিশীথে অন্ধকারের মধ্য দিয়া শত শত দৈত্যদানার মত প্রহরী ও সৈন্যগণ ছুটিয়া আসিতেছিল। আর রক্ষা নাই! যে কোন মুহূর্ত্তে তাহাদের প্রাণনাশ হইতে পারে।

ডিক্ দেওয়ালের গায়ের সঙ্গে যে গুপ্ত-দরজাটি ছিল তাহার পাশে আসিয়া দেখিল দরজাটি বন্ধ। সে মনে করিল যে করিয়াই হউক এই দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া মুক্ত হইতে হইবে। কিন্তু কি-ভাবে কেমন করিয়া যে দরজা খুলিবে তাহা সে বুঝিতে পারিল না। শোঁ শোঁ করিয়া একটা গুলি তাহার গালের কাছ দিয়া ছুটিয়া গেল—বোঁ বোঁ বন্ বন্ করিতে করিতে আর একটা গুলি তাহার মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল। সে একটা সময়! গুলির শব্দ, বন্দুকের আওয়াজ আর চারিদিক হইতে শত শত কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিতেছিল নানারূপ চীৎকার ও হল্লা।

ডিকের মনে হইল যেন দুর্গের সমুদয় সৈন্যদলের কাছে তাহাদের এই পলায়নের কথা যাইয়া পৌঁছিয়াছে এবং সারা সহরের লোকজন প্রহরী ও সৈন্যদল তাহাদিগকে ধরিবার জন্য পিছু ছুটিয়াছে। নগরের নিরীহ অধিবাসীরা ও যে এইরূপ গোলমাল হৈ-চৈ শব্দে জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহা সেই রাজপথের দুই দিকের বাড়ীঘরগুলির জানালা-পথের আলোকের রশ্মি দেখিয়াই বোঝা গেল।

এদিকে অবস্থা ক্রমশঃই ভীষণতর হইয়া উঠিতেছিল। প্রহরী ও সৈন্যেরা কোথায় যাইবে, কাহাকে আক্রমণ করিবে তাহা যেন ঠিক বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া, বন্দুক, ছোরা, তরবারী হস্তে উন্মত্তের মত ছুটাছুটি করিতে লাগিল। হঠাৎ দুম্‌দাম করিয়া সেই গুপ্ত দরজাটা খুলিয়া গেল। প্রায় বারো জন লোক মুক্ত তরবারী ও বন্দুক হস্তে ভীষণবেগে সেই দরজাটা দিয়া সহরে প্রবেশ করিল। বেচারী কাশিম দরজার মধ্যভাগে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়াছিল সে ঐ লোকগুলির আক্রমণে মাটীর

উপরে পড়িয়া গেল এবং ফুটবলের মত তাহাদের পায়ে পায়ে বহুদূর পর্য্যন্ত গড়াইয়া চলিল। ডিক্ পূর্ব্ব হইতেই একটু সতর্ক ছিল এবং দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল কাজেই তাহার সৌভাগ্য বলিতে হইবে, যে কাশিমের ন্যায় অবস্থা তাহার হয় নাই।

কি যে করিবে তাহাই সে স্থির করিতে পারিতেছিল না। এমন সময় কয়েকটা লোক আসিয়া ডিক্‌কে আক্রমণ করিল। দুইজন লোক তাহাকে শক্ত করিয়া জড়াইয়া ধরিল। আর একজন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া তরবারী তুলিল। অপর একজন তাহাকে গুলি করিবার জন্য বন্দুকের তাক্ করিতে লাগিল। ডিক্ বুঝিল আর তাহার রক্ষা নাই—সে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইল।

এমন সময়—এ যেন কতকটা ভৌতিক ব্যাপার; জামিলের কয়েকজন বিশ্বাসী অনুচর দেওয়াল টপ্‌কাইয়া ঐ স্থানে আসিয়া পড়িল এবং ডিকের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদের হাতের লোহার মুগুর দিয়া এমনভাবে ঐ লোক কয়টির উপর আঘাত করিল যে, তাহারা মুহুর্ত্তমধ্যে চিরদিনের জন্য পৃথিবী ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইল। এ-সময়ে কাশিম আপনাকে সামলাইয়া লইয়া ডিকের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল এবং মৃদুস্বরে কহিল, -আর দেরী নয় চল আমরা দরজার ভিতর দিয়ে বাইরে গিয়ে পড়ি। একবার যদি বাইরে যেতে পারি তবে আর ভয়ের কারণ নেই। এমন সময় জামিলের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সে কাশিম ও ডিকের দিকে অতি বেগে ছুটিয়া আসিয়া কহিল,—পালাও—বাইরে চলে যাও; সেখানে কোন ভয় নেই। সেখানে আমার সব লোকেরা তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

ডিক্ নির্ভীকভাবে জামিলকে সম্বোধন করিয়া কহিল, জামিল—তুমি কি করবে?

হাঃ হাঃ করিয়া জামিল হাসিল। সেই গভীর নিশীথে তাহার সেই উচ্চ হাস্য এল-হাভ্ডা নগরীর প্রাচীরে প্রাচীরে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল, হাঃ হাঃ হাঃ। ডিক্ তাহার জীবনে কখনও কল্পনা করিতে পারে নাই যে, এইরূপ একটা বিপদের সম্মুখীন তাহাকে হইতে হইবে। আজ এই ভীষণ রাত্রিতে এমন একটা বিপদের মধ্যেও সে এতটুকু বিচলিত হইল না। নির্ভীক ভাবে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। দুর্দ্দান্ত দস্যুর দল, অসহায় ডিকের উপর একটা 'দুব্যা' মানে

মুগুর নিক্ষেপ করিল। আরবদেশের উত্তর অঞ্চলের অধিবাসীরা এই শ্রেণীর মুগুর শত্রুদের উপর নিক্ষেপ করিয়া থাকে। এই মুগুরগুলি আকারে ছোট কিন্তু ওজনে অত্যন্ত ভারী। ঐ মুগুরটি যদি ডিকের মাথার উপর যাইয়া পড়িত তাহা হইলে, ডিকের বাঁচিবার কোন সম্ভাবনাই থাকিত না। মাথার খুলি বাহির হইয়া পড়িত। চতুর ডিক্ তাহার বাঁ হাত দিয়া অতিশয় ক্ষিপ্রতার সহিত মুগুরটিকে ঠেকাইয়া ফেলায় উহা তাহারই পাশের একটি লোকের মাথার উপর যাইয়া পড়িল এবং তাহাকে একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিল। ডিক্ একটু নিশ্চিন্ত হইবে তাহার সে সম্ভাবনাও রহিল না হঠাৎ সেই অন্ধকারের ভিতর কোথা হইতে একটা লোক তীক্ষ্ণ একখানি ছোরা লইয়া ছুটিয়া আসিয়া তাহার কাঁধের উপর বসাইয়া দিল। ডিক্ গভীর যন্ত্রণা ও বেদনাকেও অসাধারণ ধৈর্য্যের সহিত সম্বরণ করিয়া আস্তে আস্তে কাঁধের যে মাংসল স্থানে ছোরা বসাইয়াছিল সেখান হইতে উহা টানিয়া তুলিল। যে লোকটা তাহাকে ছোরা বসাইয়া দিয়াছিল তাহাকে লক্ষ্য করিয়া একটা লৌহদণ্ড হাতের কাছে পাইয়া ডিক্ ও তৎক্ষণাৎ তাহা ছুড়িয়া মারিল।

এইভাবে একটু সুযোগ করিয়া লইবার মৎলবে সে যেমন একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে এমন সময় সে অনুভব করিল একটা লোক কোন্ সুযোগে কোথা হইতে আসিয়া যেন তুইটি বলিষ্ঠ বাহু দ্বারা তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। সে আপনাকে এই অজানিত লোকটির দৃঢ় বাহুবন্ধন হইতে মুক্ত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও সফল-কাম হইতে পারিতেছিল না। ঐ লোকটি যে অসাধারণ বলশালী তাহা সে প্রতি মুহুর্ত্তেই অনুভব করিতেছিল। ডিক্ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া মুক্তির জন্য তাহার শক্তির অনুরূপ যখন চেষ্টা করিতেছে, সে সময়ে তাহার দৃষ্টি পড়িল একটি দ্বিতীয় লোকের দিকে,—ঐ লোকটি ডিকের মাথার উপর পিস্তল তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। যে কোন মুহুর্ত্তে সে ঘোড়াটি টিপিয়া দিবে এমনি ভাবে সে প্রস্তুত।

একটি মুহুর্ত্ত মাত্র। ডিকের মাথার উপর গুলি আসিয়া পড়িলে সব শেষ হইবে! এমন সময় এক ব্যক্তি কোথা হইতে ঠিক্ যেন আরব্য—উপন্যাসের 'জিনের' মত দেওয়াল টপ্‌কাইয়া আসিয়া পড়িয়া সেই লোকটার উপর এমন ভাবে ঝাঁপাইয়া পড়িল যে, তাহার

হাত হইতে পিস্তলটি দূরে ছিট্‌কাইয়া পড়িল এবং সেই লোকটা মাটির উপরে পড়িয়া গেল, যেমন পড়া তেমনি কে যেন একটা ছোরা তাহার পিঠের মধ্যে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল।

এমন সময় শোনা গেল কাশিমের বিকট চীৎকার, তাহার হাতে একখানা রক্তাক্ত ছোরা, সে কোনরূপে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিয়াছে। অতি বিকট স্বরে কাশিম চীৎকার করিয়া ডিক্‌কে বলিতেছিল—পালাও, পালাও। দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়। এমনি সময় কাশিমের হাতের সেই ছোরাখানার উপর একটা গুলি ছুটিয়া আসিয়া কোথায় যে উহা উড়াইয়া নিল তাহা আর দেখা গেল না। ডিক্‌ কি যে করিবে হঠাৎ ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। এমন সময় জামিল আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। জামিল ও কাশিমের মত উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল—দরজার ভিতর দিয়ে পালিয়ে যাও—একবার কোন রকমে প্রাচীরের বাইরে গেলে আর কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই—সেখানে আমাদের দলের লোকেরা সব রয়েছে।

জামিল কোনরূপে একটা ছয়মুখো পিস্তল সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল। সে এক অসাধারণ সাহসিকতার কাজ করিল। যে লোকগুলি বাহিরে যাইবার পথটি আটক করিয়া রাখিয়াছিল সে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া পর পর ছয়টি গুলি ছুড়িবা মাত্রই লোকগুলি এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করিয়া পলাইতে লাগিল। এই সুযোগে প্রথমে জামিল, তাহার পর ডিক্‌ দরজার দিকে ছুটিয়া চলিল। জামিল গুলি ছুড়িবার পরে সে তাহার হস্তস্থিত তরবারিখানি এমন বেগে ঘুরাইতে ঘুরাইতে ছুটিয়াছিল যে তাহাকে বাধা দিতে শত্রুপক্ষীয়েরা কেহ আর অগ্রসর হইল না। নগর প্রাচীরের বাহিরে জামিলের সঙ্গীরা সব এমন ভাবে প্রস্তুত ছিল যে যদি সহরের অস্ত্রধারী সৈনিকেরা তাহাদের অনুসরণ করে তাহা হইলেই তাহারা দলবদ্ধ হইয়া আক্রমণ করিবে। দুইশত সাহসী বেদুইন তাহাদের সর্দ্দারের জীবন রক্ষার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। যদিও জামিল, কাশিম এবং ডিক্‌ কারাগারের বাহিরের যে প্রাচীর তাহার ভিতর হইতে বাহির হইতে পারিয়াছিল,—তবু তাহারা নগরের বাহিরে যাইতে পারে নাই।

মরুভূমির ভিতরে যে সকল সহর দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে একটু বৈচিত্র্য

আছে। সেখানকার সহরগুলির বাহিরের দিকে যেমন প্রাচীর থাকে তেমনি সহরের ভিতরেও একটির পর একটি তারপর একটি এইরূপ অনেকগুলি মাটির প্রাচীর দিয়া ঘেরাও থাকে। এল-হাজ্জা সহরটিও সেইরূপ ভাবেই নির্ম্মিত। এইজন্যই জামিল, ডিক্ এবং কাশিম যদিও কারাগারের বাহিরে প্রাচীর দেওয়া অংশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল, তাহারা কিন্তু সহরের বাহিরে যাইতে পারে নাই। শুধু তাহারা এক দিকের প্রাচীর হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল মাত্র।

মরুভূমির রূপ

এই সহরটির প্রাচীরগুলির মধ্যে মাত্র একটি করিয়া দরজা ছিল, সেই দরজাগুলি আবার এত সংকীর্ণ যে তাহার ভিতর দিয়া এক সঙ্গে দুইজনের বেশী লোক প্রবেশ করিতে পারে না। ঠিক এইরূপ কয়েকটি প্রাচীর ও তাহার গাত্র-সংলগ্ন সংকীর্ণ দ্বারগুলি উত্তীর্ণ হইতে পারিলে তবে তাহারা মুক্ত হইতে পারে।

মরুভূমির এক একটি সহর যেন এক একটি দ্বীপ। যদি কোনরূপে তুমি সহর হইতে মুক্তিলাভ করিতে পার, তাহা হইলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে। অন্ততঃ কিছুকালের জন্য শত্রুদল আসিয়া যে আক্রমণ করিতে পারে না সে বিষয়ে কোনও সন্দেহের কারণ নাই। কেন-না মরুভূমির সহিত সাগরের তুলনা করা যাইতে পারে। সাগর যেমন কোথায় কোন্ সুদূর দিগন্তে যাইয়া মিশিয়াছে তাহার বুকে কোথাও লুকাইয়া থাকিলে সহজে ধরা পড়িবার কোন সম্ভাবনা থাকে না তেমনি মরুভূমির বিশাল

বিস্তারের মধ্যে কোনও বালিয়াড়ির ভিতর লুকাইয়া থাকিলে ধরা পড়িবার বড় একটা সম্ভাবনা থাকে না। ডিক্ ও জামিল আবার অতি দ্রুত পথ ধরিয়া চলিতেছিল, জামিল আগে ডিক্ পেছনে। পশ্চাতে ক্রুদ্ধ জনতা চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিতেছিল। দুইজন লোকের হাতে দুইটি ভারি মুগুর ছিল। একটি আরব, তাহার হাতের একটা মুগুর ডিকের দিকে ছুড়িয়া মারিল; ডিক্ কি আর করিবে তাহার আত্মরক্ষা করিবার মত কিছু অস্ত্রশস্ত্রই তখন তাহার হাতে ছিল না। কেবল মাত্র সে তাড়াতাড়ি একটু সরিয়া যাইয়া কোনরূপে প্রাণ বাঁচাইতে পারিয়াছিল। এ-দিকে সে সম্মুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া জামিলকে দেখিতে পাইল না। সম্ভবতঃ জামিল কোন বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল। রাস্তার ডানদিকে সে একটী বাড়ী দেখিতে পাইল, যদি কোনরূপে ঐ বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে পারে তাহা হইলে তাহার জীবন রক্ষার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে সে দেখিতে পাইল যে পাশের বাড়ীর দরজা খোলা। ডিক্ ত্রস্তভাবে সেই খোলা দরজার ভিতর দিয়া সে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া বাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দিল। সে ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল ঘরটি অন্ধকার, কোনও আলো নাই। তাহার যেন মনে হইল সেই ঘরের ভিতর হইতে কে একজন লোক তাড়াতাড়ি দৌড়াইয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার এই অনুমান সত্য কিনা সে তখন তাহা বুঝিতে পারিল না।

মরুভূমির খর্জ্জুর-বীথি

সে তাড়াতাড়ি আর একটী ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিল সে ঘরটীও অন্ধকার। কিন্তু সেই অন্ধকারের ভিতরেও সে অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইতেছিল কয়েকটী স্ত্রীলোক ভয়ে কাঁপিতেছে এবং একসঙ্গে 'আল্লা!' 'আল্লা!' রবে করুণ প্রার্থনা করিতেছে। ডিক্ যেমন প্রবেশ করিল তেমনই একসঙ্গে স্ত্রীলোকেরা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল হারামী! হারামী! চোর! চোর—কে আছ আমাদের সাহায্য কর। ডিক্ মুহূর্ত্তের জন্য বিচলিত হইল, সহসা যেন কি করিবে তাহা ঠিক করিতে পারিল না। হঠাৎ তাহার মনে পড়িল প্রত্যেক আরবের বাড়ীর পিছনে ছোটোখাটো রকমের একটী বাগান থাকে, সেই বাগানের পেছনেও দরজা থাকে, সেই গুপ্ত-দরজাটী দিয়া স্ত্রীলোকেরা অবসর মত এ-বাড়ী ও-বাড়ী যাতায়াত করে। যেমন মনে পড়া তেমনিই সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া দরজার দিকে ছুটিল। বাগানের ভিতর দিয়া দৌড়াইবার সময় কে যেন চুপি চুপি তাহাকে বলিল—তাড়াতাড়ি চল, আমরা উত্তর দিকের সদর দরজার কাছে এসে পৌঁছেছি।

আশ্চর্য্য হইয়া ডিক্ বলিল, 'জামিল!' সঙ্গে সঙ্গে একজন দীর্ঘকায় ব্যক্তি অন্ধকারের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া শক্ত করিয়া তাহার বাহু ধারণ করিল এবং পিঠে মৃদু আঘাত করিয়া বলিল,—ভয় নাই, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম, আমি জানতাম তুমি এ বাড়ীতেই ঢুক্‌বে, তা ছাড়া আর কোনও দিকেই কোনও পথ ছিল না, আর সময় নাই, তাড়াতাড়ি চল।

ডিক্ আর একটিও কথা না বলিয়া জামিলের সঙ্গে বাগানের গুপ্ত-দরজা দিয়া বাহিরে আসিল। বাহিরের সেই পথে তখন কোনও লোকজন ছিল না। দুইজনে প্রাচীরের গা ঘেসিয়া অত্যন্ত সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতে লাগিল। অল্প দূরেই বন্দুকের ঘনঘন আওয়াজ শোনা যাইতেছিল। তাহারা যতই অগ্রসর হইতে লাগিল ততই মরুভূমির নির্ম্মল নীল আকাশের অত্যন্ত জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্রের আলোতে দেখিতে পাইল, তাহাদের অতি অল্প দূরে একদল আরব পরস্পর মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের হাতে ছুরি, তলোয়ার, মুগুর প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র রহিয়াছে। সময় সময় দুই একটি বন্দুকও পরস্পর পরস্পরের দিকে ছুড়িতেছে।

জামিল ও ডিকের সম্মুখে দুইজন লোক একটা বন্দুক লইয়া টানাটানি করিতেছিল। সহসা বন্দুকের আওয়াজ হইল। যে বন্দুকের নলটী চাপিয়া ধরিয়াছিল তাহার মাথা উড়িয়া গেল। জামিল ডিক্‌কে সহসা উত্তেজিত হইতে দেখিয়া কহিল, সাবধান, লড়াই করতে যেওনা। আমরা মুক্তি চাই—মুক্তি চাই। আমার পেছনে এস।

মুহূর্ত্তের মধ্যে ডিক্ বুঝিতে পারিল এই যে, দুইদল লোক তাহারা কে কোন পক্ষের। একদল লোক জামিলের আর একদল সুলতানের সৈন্যগণ। সুলতানের সৈন্যগণ বেদুইন-বীর—জামিলের অনুচরদিগকে আক্রমণ করিয়া একেবারে নিঃশেষ করিবার জন্য ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু মরুভূমির নির্ভীক ও সাহসী বেদুইনেরা এইসব সৈন্যদিগকে হটাইয়া দিয়া, বীর-বিক্রমে নগরীর শেষ প্রাচীরের দিকের দরজার কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল। সুলতানের সৈন্যেরা অনেকেই প্রাণ হারাইয়াছিল। যাহারা বাঁচিয়াছিল তাহাদেরও এমন শক্তি ছিলনা যে জামিলের লোকদিগের গতি প্রতিরোধ করিতে পারে।

এইবার ডিক্ ও জামিল এল-হাজ্জা নগরীর বাহিরে আসিয়া পৌঁছিল। সেখানে একটা উট তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। জামিল বলিল, আর ভয় নাই, আমরা এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ। মরুভূমির মুক্ত বাতাস তাহাদের দুইজনের প্রাণে সজীবতা আনিয়া দিতেছিল। জামিল বলিল,—ডিক্, তুমি আমার পেছনে উটের উপর বস। পৃথিবীর এমন কোনও শক্তি নাই, যার সাধ্য আছে আমাদের ধরতে পারে।

তখনও বাহিরের দিকে গুলি বন্ বন্ করিয়া ছুটিতেছিল। কি আশ্চর্য্য! যখন তাহারা মনে করিতেছিল আর কোনও আশঙ্কার কারণ নাই, ঠিক্ সেই সময়েই কিনা আবার তাহাদের কাছে বিপদের অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। একদল লোক জামিল ও ডিক্‌কে উটে আরোহণ করিতে দেখিয়াছিল। তাহারা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—ঐ দেখ, ঐ দেখ, দুষমন্ পালাচ্ছে।

আবার সুলতানের আর একদল সৈন্য বেগে তাহাদের দিকে ছুটিয়া আসিল। মুক্ত জলস্রোত যেমন অতি বেগে বহিয়া চলে তেমনই সৈনিকেরা অতি দ্রুত বাহিরের দিকে চলিয়া আসিল। জামিল ও ডিক্ যে উটের উপরে চড়িয়াছিল সেই উট্‌টা

সৈন্যগণের বিকট চীৎকারে এবং গুলিগোলার আওয়াজে যেন সচকিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে একবার হোচট্ খাইয়া পড়িল, তারপর তাহার পরিচিত মরুভূমির বালুকাময় পথে এত দ্রুত ছুটিয়া চলিল যে, সেই অন্ধকারময় মরুভূমির উষর প্রান্তর দিয়া সে কোন্ দিকে চলিল তাহা বুঝিতে না পারিয়া সুলতানের সৈনিকগণের পশ্চাদ্ধাবন করিবার সুযোগ হইল না।

ডিক্ দেখিল সাগরেরই মত মরুভূমির অনন্ত বিস্তার। মরুভূমির কোন্ দিকে তাহারা চলিয়াছে সে বিষয়ে তাহার কোনরূপ অভিজ্ঞতা ছিলনা। ধীরে ধীরে এল-হাজ্জা সহর তাহাদের দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেল—সামান্য পাথর পড়ার মত অতি ক্ষীণভাবে দূরের গোলাগুলি চলাচলের শব্দ শোনা যাইতেছিল। আকাশে তারাগুলি জ্বলিতেছিল, রাত্রির শীতল বাতাস তাহাদের দেহে স্নিগ্ধ স্পর্শ বুলাইয়া দিয়া মুক্তির আনন্দ পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিবার সুযোগ দিয়াছিল। এক সঙ্গে দুইজনে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, মুক্তি, মুক্তি !—!

সপ্তম অধ্যায়

তুমিই আমাদের সর্দ্দার

পরের দিন অতি প্রত্যুষে তাহারা মরুভূমির একটী অতি নির্জ্জন ও নিভৃত স্থানে আসিয়া পৌঁছিল। চারিদিকে বড় বড় বালিয়াড়ি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে—ঠিক যেন পাহাড়ের সারি। কোন বালিয়াড়ির উচ্চ শিখর লাল পাথরে ঢাকা, গায়ে তৃণ ও গুল্ম, আর কোনটী ধূসর, কোনটি একেবারে শাদা—প্রভাত সূর্য্যের আলোকে তাহা ঝল্‌মল করিতেছে।

এই বালিয়াড়ির মাঝখানে স্নিগ্ধ শীতল এবং শ্যামল-তৃণমণ্ডিত একটী মরুদ্যান। খেজুরের সারি চারিদিক ঘিরিয়া আছে, আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বালিয়াড়ির নীচ দিয়া ঠিক্ এই মরুদ্যানের কাছেই একটী নির্ঝরিণী কুল কুল রবে বহিয়া চলিয়াছে।

কে জানে, কোথা হইতে এই জলধারা বাহির হইয়া আসিতেছে। দুই একটী ইঁদারাও আছে। একস্থানে কতকগুলি চুল্লী পড়িয়া রহিয়াছে, বোধ হয় কিছুদিন পূর্ব্বে এই পথে কোনও বণিক যাত্রীদল আসিয়া বিশ্রাম করিয়াছিল।

ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল। মরুভূমির মুক্ত আকাশে সূর্য্য প্রচণ্ড তেজে কিরণ-ধারা ছড়াইয়া দিতেছিল। সেই প্রখর কিরণে শরীর যেন জ্বলিয়া যাইতেছিল, জামিল খেজুর গাছের নীচে বসিয়া ডিক্‌কে কহিল—ডিক্, আর আমাদের ভয় নাই। মনে হয় সুলতানের অনুচরেরা আমাদের অনুসরণ করে নাই। ডিক্ এই অসহ্য সূর্য্যের তাপে একটু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সে মৃদু হাসিল—কোনও কথা বলিল না।

যে দেশে বৃষ্টি নাই, যে দেশের প্রকৃতি অতি নিষ্ঠুর ভাবে তাহার অধিবাসীদিগকে পীড়ন করে, সেই দেশের অধিবাসীরাও যেন নিষ্ঠুর প্রকৃতির কোলে লালিত-পালিত হইয়া স্বভাবতঃই নিষ্ঠুর হইয়া ওঠে। দিনের বেলা অসহ্য সূর্য্যের তেজ। আর রাত্রিবেলা অসহনীয় শীত সহিয়া যে মানুষেরা জীবন ধারণ করে তাহাদের প্রাণ আপনা হইতেই যেন দুর্দ্ধর্ষ হইয়া ওঠে।

কিছুকাল পরে, যেমন বেলা বাড়িতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে জামিলের দলের লোকেরা অনেকে আসিয়া এইস্থানে সমবেত হইল। আগের দিন রাত্রিকালে যে একটী লড়াই হইয়া গিয়াছে তাহা তাহাদের দেহের উপর অঙ্কিত রক্তের চিহ্ন দেখিয়া সহজেই বুঝা যাইতেছিল। এই লোকগুলি দেখিতে অতি চমৎকার। সকলেরই দীর্ঘ দেহ, শিরা-বহুল বাহু এবং চোখে ও মুখে নির্ভীকতার একটা ছাপ আঁকা। ইহাদের মধ্যে এমন একজনও ছিলনা যে লুঠতরাজ না করিয়াছে, দুই একটা খুন জখম না করিয়াছে। তবু ইহাদের মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের অনেক গুণ ছিল। এই বেদুইনদের কাহারও মধ্যেই নারীসুলভ দুর্ব্বলতা বা কোমলতা ছিলনা। ইহারা মিথ্যাকথা বা কপটতা কি তাহা জানিতনা। ডিক্ ইহাদিগকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল। এই তো মানুষ, যাহারা ইচ্ছা করিলে এবং উপযুক্ত ভাবে পরিচালিত হইলে অনায়াসে আরবদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে বিজয়ী হইতে পারে।

জামিল ডিকের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ইংরাজ বালকের সাহসিকতা দেখিয়া

সে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিল। ডিকের মাথার উপরে সে স্নেহভরে হাতখানি রাখিয়া কহিল—ডিক্, কাল রাত্রে লড়াইয়ে আমার দলের একশো লোকের মরণ হয়েছে। ডিক্ কহিল—আমার মনে হয় দলের আরও অনেকে রক্ষা পেয়েছে, তারাও একে একে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে।

জামিল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—ডিক্, আমরা ভূতের সঙ্গে লড়াই করিনি, মানুষের সঙ্গে যুঝেছি। হয়তো বেশীর ভাগ লোকই আমাদের উদ্ধারের জন্য প্রাণ দিয়েছে।

জামিল ডিকের কাছে আসিয়া বসিল। এমন সময়ে জামিলের একজন ভৃত্য তাহাদের দুই জনের জন্য দুই পেয়ালা কফি প্রস্তুত করিয়া আনিল। তাহারা সবেমাত্র কফির পেয়ালাতে চুমুক দিতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময়ে কাশিম আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। তাহার কপালে পটি বাঁধা—পটির উপরে রক্তের দাগ। কিন্তু কাশিম যেন কোনও বেদনাকেই তেমন ভাবে আমল দেয় নাই। সে যে এই লড়াইএর মধ্যে একখানা নূতন তরোয়াল পাইয়াছে তাহাতেই সে মহানন্দে হাসিতেছিল। কাশিম জামিল ও ডিকের সম্মুখে তরোয়ালখানি ধরিয়া কহিল, খাসা। অতি খাসা তরোয়াল্! একেবারে খাঁটি ডামাস্কাসের ইস্পাতের তৈরী। এই বলিয়া সে হঠাৎ লাফাইয়া উঠিল এবং আপনার মনে নৃত্য করিতে করিতে শূন্যে তরোয়াল ঘুরাইতে লাগিল।

জামিল কাশিমের এই সমস্ত বালকোচিত আচরণের দিকে কোনরূপ লক্ষ্যই করিলনা। সে অতি গম্ভীর ভাবে কি যেন চিন্তা করিতেছিল এবং আস্তে আস্তে কফি পান করিতেছিল। মরুভূমির শেখ সে---বেদুইন সে, তাহার দলের একশো জন লোকের মৃত্যুতে তাহার প্রাণে বেদনা বোধ হইতেছিল। সে ডিকের দিকে চাহিয়া কহিল,—ডিক্, তুমি যে জন্য এল-হাজ্জায় এসেছিলে, তোমার কিন্তু সে কামনা পূর্ণ হয় নি, তুমি এসেছিলে অন্ততঃ দু'হাজার উট আর সুলতানের অনেক সৈন্য নিয়ে যেতে পারবে, কিন্তু তার বদলে কি নিয়ে যাচ্ছ? এই কথা বলিয়া সে বিষণ্ণ মনে তাহার সঙ্গের লোকদিগকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল।

ডিক্ কহিল,—আমি সমুদয় অবস্থা বিবেচনা করে নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে করছি যে আমরা দু'জনেই প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারছি।

জামিল বলিল :—আমরা শীঘ্রই সৈন্যদের সঙ্গে গিয়ে মিলিতে পারবো। কিন্তু এই ভীষণ মরুভূমির ভিতর দিয়ে, জানিনা, কতদিন আমাদের পথ চলতে হবে। আমার মনে হয় আমরা মরুভূমির অনেক সাহসী অধিবাসীদেরও নিজেদের দলে টেনে আনতে পারবো।

ডিক্ তাহার কথা শুনিয়া কহিল :—বেশীদিন তো নয়, আমরা মাত্র এক সপ্তাহ কাল এখানে বন্দী ছিলাম। এই অল্প সময়ের ভিতর হয়তো এমন কিছু ঘটেনি যে জন্য আমাদের নিরাশ বা অনুতপ্ত হতে হবে।

ডিক্ হঠাৎ তাহার জামার ভিতরের দিকের পকেট খুঁজিতে লাগিল। সে সর্দ্দারের দেওয়া নক্সাখানি খুঁজিয়া পাইতেছিল না। তাই অত্যন্ত ব্যাকুল ভাবে আবার জামার পকেট খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই উহার সন্ধান মিলিল না। কি আশ্চর্য্য, যে সূতা দিয়া সে নক্সা তাহার বুক-পকেটের ভিতর শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিল সেই সূতা এখনও তাহার পকেটের সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে, কিন্তু নক্সাখানি অদৃশ্য হইয়াছে! জামিল উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল :—কি হারিয়েছে? ডিক্ কহিল, আমি যে নক্সাখানি সর্দ্দারের নিকট থেকে নিয়ে এসেছিলাম, সেখানাই খুঁজে পাচ্ছিনা, কি করে যে হারাল তাও বুঝতে পারছিনা।

জামিল কহিল :—সে কাগজখানা শেষবার কখন তুমি দেখেছিলে?

—আমি এল-হাজ্জায় এসে অবধি সে কাগজখানার দিকে কোন লক্ষ্য করি নাই।

—এও তো হ'তে পারে তুমি যখন গোলমালের ভিতর ছিলে তখন ওটা পড়ে গেছে?

—তা যদি হয় তবেই সর্ব্বনাশ হয়েছে, তুর্কীদের হাতে যদি এই নক্সা পড়ে তাহলে কি যে হবে সে কথা ভাবলেও ভয় হয়।

জামিল কহিল :—একেবারে খতম—তবে আমার মনে হয় ওখানা পড়লেও হয়তো কারও পায়ের তলায় পড়ে একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে।

ডিক্ একটু কুণ্ঠিত ভাবে কহিল :—আমীর আমায় বলেছিলেন—যদি তুর্কীরা এই নক্সাটা পায় তাহলে জানবে আমাদের এই সংগ্রামে জয়ী হবার কোনও সম্ভাবনা থাকবেনা। তারা আমাদের গতিবিধি জান্‌তে পেরে, সেইদিকে সৈন্য চালাবে তারপর আমাদের একেবারে পিষে ফেলবে—তাই আমি ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়েছি, যদি কোন রকমে এল-হাজ্জার সুলতানের হাতে এ কাগজখানা পড়ে তাহলে তিনি নিশ্চয়ই যে তুর্কীদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন এ আমি জানি।

জামিল বলিল :—যদি আরবদের এই স্বাধীনতার সংগ্রাম এমনি ভাবে বিনষ্ট হয় তবে পূর্ব্বদিকে তাদের যে অভিযান তা গোড়াতেই ধ্বংস হবে। তুমি জান, আর দেখ্‌তেও পাচ্ছ কি দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতির এই এল-হাজ্জার সুলতান, অর্থের জন্য, স্বার্থের জন্য, এমন কোনও কাজ নেই যা সে কর্‌তে না পারে।

ডিক্ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল :—এর চেয়ে আমার মৃত্যুই ছিল ভাল। আমি আমীরের কাছে পণ করেছিলাম, প্রাণ যায় তাও স্বীকার, তবু আমি কখনও বিশ্বাস ভঙ্গ করবো না। কিন্তু আমি কি কর্‌লাম? আমার প্রাণ রক্ষার জন্য আমি আমীরের দেওয়া নক্সাখানা হারিয়ে ফেল্‌লাম। আমি—

ডিক্ আরও যেন কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে জামিল এবং ডিকের সম্মুখে একজন দীর্ঘকায় আরব আসিয়া দাঁড়াইল ও নত-মস্তকে জামিলকে সেলাম দিয়া বলিল :—ওয়া, ওয়া, শত্রুরা আমাদের অনুসরণ কর্‌ছে।

জামিল মুহূর্ত্তের মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সেই আরবকে সম্বোধন করিয়া কহিল :—কি বল্‌ছো তুমি?

ডিক্ এবং কাশিমও সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইল—সেই আরব হাত দিয়া দূর মরুভূমির দিকে কি যেন কি দেখাইয়া দিল। সবিস্ময়ে ডিক্ ও জামিল দেখিল দূর মরুভূমির বুকে মেঘের মত অন্ধকার করিয়া ধূলি উড়িতেছে।

জামিল গম্ভীরভাবে বলিয়া উঠিল :—আমার মনে হয় এল-হাজ্জার সমস্ত সৈন্যদল আমাদের আক্রমণ করবার জন্য ছুটে আস্‌ছে। তারা আমাদের বাঁচতে দেবেনা।

ডিক্ বলিল :—সেজন্য ভেবে হাল ছেড়ে দিলে তো চলবে না।

জামিল দুই হাত দিয়া তাহার কপোলদেশ আবৃত করিয়া সম্মুখ দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া কয়েক মিনিট বেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিল। খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত কেহ কোনও কথা বলিল না, তাহার পর জামিল কহিল :—আমাদের দিকে কেহ আস্‌ছে না, এরা অন্য দিকে চলে যাচ্ছে। এক হাজারের কম উট হবে না, এই হাজার উটের সারি পশ্চিম মুখে চলেছে। কেন যাচ্ছে বুঝতে পার্‌ছিনা। যদি আমাদের এদিকে আস্‌তো, তাহলে আমরা কি কর্‌তে পার্‌তাম? একশোজনেরও কম লোক, আমাদের কি-ই বা ক্ষমতা? কেন—কিসের জন্য—এত লোক যাচ্ছে—এর মানেটা কি?

—মানে কি? ডিক্ কহিল—আমি তো তোমাকে বলেছি এল-হাজ্জা থেকে এরা সব তুর্কীদের ঘাঁটিতে যাচ্ছে। তুমি নিশ্চয় জেনো আমার অনুমান মিথ্যে নয়।

জামিল দুই হাত উপরে তুলিয়া বেশ তেজের সহিত বলিল: খোদা সাক্ষী, যে করেই হোক এদের বাধা দিতে হবে। এই কথা বলিতে বলিতে সে খুব জোরে ডিকের হাত ধরিয়া কহিল—এতে যদি আমাদের সকলকে মরতে হয় তাও ভাল—আমরা মরবো—তবু এমন অন্যায় কাজ হতে দেব না।

জামিল পলক মধ্যে তাহার দলের লোকদিগকে কি যেন কি ইঙ্গিত করিল, অমনি সকলে নিজ নিজ উটের নিকট গিয়া দাঁড়াইল। আরবদের মধ্যে একটা উত্তেজনার ভাব দেখা গেল। তাহারা সহসা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলনা কেন—কিসের জন্য এই উন্মাদনা? কিসের জন্য এই আহ্বান? কেন—কিসের জন্য এই অল্প সময় বিশ্রামের পরেই আবার তাহাদের যুদ্ধ-সজ্জা?

ডিক্ জামিলের দিকে চাহিয়া কহিল :—তুমি কি কর্‌বে ঠিক কর্‌লে?

শেখ মাথা নাড়িয়া একবার বাহিরের সেই ধূলির মেঘের দিকে তাকাইল, তারপর তাড়াতাড়ি কোমরবন্ধে আঁটা তরোয়ালের খাপ হইতে তরোয়ালখানি বাহির করিয়া ডিকের হাতে দিল। মরুভূমির প্রখর সূর্য্যকিরণে তাহা ঝলসিয়া উঠিল। বিস্মিত ডিক্ জামিলের দিকে চাহিয়া কহিল :—এ কি!—আমায় কি কর্‌তে হবে বল?

হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া জামিল বলিল :—আজ থেকে তোমাকেই আমাদের সর্দ্দার কর্‌লাম।

অষ্টম অধ্যায়

শত্রু-শিবিরে

—তুমিই আমাদের সর্দ্দার। ডিক্ বিস্মিত হইল। এ কি কথা? সে এই বেদুইন দলের অধিনায়ক? কি আশ্চর্য্য? এ যেন একটা স্বপ্ন—এ যেন ইংল্যাণ্ডের মধ্যযুগের বীরদের কাহিনী। তাহার হাসি পাইতেছিল। এমন অদ্ভুত ঘটনা সে কল্পনাও করিতে পারে না। শেখ এমন ভাবে তাহার দিকে চাহিয়াছিল যে, সে হাসিবে কি কোনও কথা বলিবে সে সুযোগও যেন খুঁজিয়া পাইল না।

জামিল গম্ভীর স্বরে চীৎকার করিয়া বলিল:—সেলাম কর তোমাদের সর্দ্দারকে। সঙ্গে সঙ্গে একশত রৌদ্রদগ্ধ স্নায়ুবহুল হস্ত বর্শা, তরোয়াল এবং বন্দুক আকাশের দিকে তুলিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—ওয়া, আল্লা, আল্লা!

বালিয়াড়ির গায়ে গায়ে সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল—ওয়া—আল্লা —আল্লা !

ডিক্ এই বেদুইন বীরগণের আনন্দ-অভিনন্দনে উৎসাহিত হইয়া উঠিল। তাহার তরুণ প্রাণে, তাহার শিরায় শিরায় যেন অতীতের বৃটিশ বীরগণের শক্তি ও উত্তেজনা প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল। তাহার মন এই গৌরবে পূর্ণ হইল যে, সে বেদুইন বীরদের সর্দ্দার। তাহার আদেশে এই একশত বেদুইন বীর প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারে।

ডিক্ মাথা উচু করিয়া দাঁড়াইল। শূন্যে তড়িদ্বেগে তরোয়ালখানা একবার ঘুরাইয়া লইয়া মরুভূমির বালির মধ্যে খাড়া করিয়া রাখিয়া ডান হাতখানি তুলিয়া সে জামিল এবং একশত বেদুইনদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল—হাঁ, আজ থেকে আমি তোমাদের সর্দ্দার। যদি প্রাণ দিতে হয়, তোমাদের জন্য আমি প্রাণ দেব। আমি তোমাদের এক মুহূর্ত্তের জন্যও পরিত্যাগ কর্‌বোনা।

জামিল এবং তাহার অনুচরেরাও সমস্বরে বলিয়া উঠিল: আমরা যদি তোমার আদেশ অমান্য করি তাহলে এই মাটি যেন দু'ভাগ হয়ে আমাদের গ্রাস করে।

যখন কোনও মানুষের উপর কোনও গুরুতর ভার আসে, তখন বিধাতাই যেন তাহাকে সেই ভার বহনের শক্তি ও ক্ষমতা দেন। সময় আসিয়াছে যখন ডিকের পক্ষে আর চুপ্ করিয়া থাকা চলে না। সে যে সর্দ্দার, আদেশ তাঁহাকে দিতেই হইবে।

ডিক্ জামিলের দিকে চাহিয়া বলিল :—আমরা এল-হাজ্জার এ সৈন্যদিগকে বাধা দিতে অগ্রসর হবো। সন্ধ্যার আগেই কি তারা তুর্কীদের ঘাঁটিতে গিয়ে পৌঁছবে ?

জামিল বলিল :—তুর্কীদের সব চেয়ে কাছে যে ঘাঁটি আছে সেটাও এখান থেকে দু'দিনের পথ হবে। আমার মনে হয় আজ এরা সব এলদার্বের মরুদ্যানে বিশ্রাম করবে।

ডিক্ বলিল জামিল, তাহলে আমরা তাদের অনুসরণ করবো। তারা যেন জানতে না পারে আমরা তাদের অনুসরণ করছি।

জামিল হাসিয়া উত্তর করিল ঃ—সাবাস্।

অল্প সময়ের মধ্যে তাঁবুর ভিতরের যা কিছু জিনিষপত্র ছিল সে সব গুছানো হইয়া গেল এবং সকলে নিজ নিজ উটের উপর যাইয়া আরোহণ করিল। ডিক্‌কে সবচেয়ে ভাল দ্রুতগামী উটটী দেওয়া হইল। জামিল তাহার পাশে একটী উটের উপর চড়িয়া চলিল। ডিকের বিশ্বাসী অনুচর কাশিম তাহার পিছনে চলিল। মরুভূমির রৌদ্রের তেজে বালুকণাগুলি আগুনের মত জ্বলিতেছিল। সেই মরুভূমির পথে নির্ভীক একশত বেদুইনের নেতৃরূপে ডিক্ চলিল সকলের আগে আগে।

সূর্য্যের তেজ ক্রমে বাড়িয়া যাইতেছিল এবং তাহা অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। এমন কি, মরুভূমির সন্তান বেদুইনেরা পর্য্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল। তরু-গুল্ম-বিহীন ভীষণ মরুভূমির দিনগুলিও যেন ফুরাইতে চাহে না। কিন্তু বিধাতার এমনই সৃষ্টি-কৌশল যে সূর্য্যকে অস্ত যাইতেই হইবে।

দিন ক্রমে ফুরাইয়া আসিল—আকাশের দূর সীমানায় আর ধূলির মেঘ দেখা যাইতেছিল না। ক্রমে সন্ধ্যা হইল এবং রাত্রিও আসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। সূর্য্যের শেষ কিরণ-রেখা মরুভূমির দূর-দিগন্তে মিলাইয়া গেল।

ধীরে ধীরে আলো মিলাইয়া গেল—একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র আকাশের গায়ে জ্বল্ জ্বল্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। দূরে কোনও একটা বালিয়াড়ির আড়াল হইতে শৃগালের রব শোনা যাইতেছিল।

এখন প্রকৃতি ক্রমশঃই শীতল ভাব ধারণ করিতেছিল, কোনও শব্দ নাই, চারিদিকে অসীম নীরবতা—শুধু উটের পায়ের থপ্ থপ্ শব্দ শোনা যাইতে লাগিল।

একটি স্থানে আসিয়া জামিল সঙ্গিগণকে থামিতে বলিল। এই স্থানটীর দুই দিকে দুইটি বালিয়াড়ি—কতকগুলি খেজুরের গাছ---একপাশে একটি ছোট ঝর্ণার ধারা ঝির্ ঝির্ করিয়া বহিয়া যাইতেছে। এখানে সকলে নিজ নিজ তাঁবু খাটাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল।

জামিল এবং ডিক্ দুইজনের দুইটী তাঁবু পাশাপাশি পড়িয়াছিল। তারা পাশাপাশি বসিয়া গল্প করিতে আরম্ভ করিল। খানিকক্ষণ বিশ্রামের পর জামিল বলিলঃ—

ঐ দেখ, এলদার্বের মরুদ্যান দেখা যাচ্ছে। ডিক্ কোনও কথার উত্তর দিল না— সে কৌতূহলপূর্ণ-নেত্রে দূরে জামিলের নির্দ্দিষ্ট এলদার্বের মরুদ্যানের দিকে চাহিয়া রহিল।

জামিল বলিল :—এখন আমাদের কি করতে হবে বল সর্দ্দার। তুমি যা বল্‌বে তাই আমরা মেনে নেবো। তুমি যদি বল এল-হাজ্জার লোকদের আক্রমণ করতে, তা হলে এখনই আমরা তাদের আক্রমণ করতে ছুটবো।

ডিক্ মাথা নাড়িয়া বলিল :—না, এখন যদি আমরা এদের আক্রমণ করতে যাই তাহলে আমাদের আপনা হতে মরণের কোলে ঝাঁপ দেওয়া হবে—সে যে আত্মহত্যা। আমি তার চেয়ে অন্য কথা বলছি। একটা ভাল উপায় বলছি।

জামিল একটু সন্দিগ্ধ ভাবে বলিল—সর্দ্দার, এ-কথা ভুললে চলবে না যে, তারা কাল সন্ধ্যার মধ্যে তুর্কীদের ঘাঁটিতে গিয়ে পৌঁছবে।

ডিক্ বেশ গম্ভীর ভাবে বলিল—না, না, আমরা তাদের সঙ্গে লড়াই করতে পারি না। জান, তাদের অস্ত্র-শস্ত্র যেমন ভাল তেমনই লোকসংখ্যায়ও তারা আমাদের চেয়ে অনেক বেশী। হাজার লোকের সঙ্গে যদি আমরা একশো লোক লড়াই করতে যাই তবে যে আমাদের মরণকে ডেকে আনা হবে জামিল—সে হয় না, সে হয় না—আমাদের ভাবতে হবে একটা নূতন ফন্দি!

শেখ্ অবাক্ হইয়া রহিল—সে ডিকের কথা বুঝিতে পারিতেছিল না। ডিক্ কি এমন নূতন ফন্দি করিবে যাহাতে তাহারা জয়ী হইতে পারিবে—

ডিক্ বলিল :—আমরা জোরে পারবোনা—কিন্তু কৌশলে পারবো। তুমি জান জামিল, চুপি, চুপি, চোরের মতন এই শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের অগ্রসর হতে হবে।

"ওয়া, ওয়া" আনন্দে চীৎকার করিয়া জামিল বলিল, "ওয়া, ওয়া, এ সম্ভব সর্দ্দার। এ অসম্ভব নয়—এ হতে পারে, এ হতে পারে। আমার দলে এমন লোক আছে।

ডিক্ বলিল :—আমি নিজে যাব, আমি নিজে যাব। আমার কথা—

তুমি ? জামিল বিস্মিত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিল "আবিল্লা, আবিল্লা, তুমি পারবেনা—তোমাকে এ-কাজ করতে দেবনা—তোমাকে অন্যায় ভাবে মরতে দেব না।

ডিক্ বলিল—একবার দেখা যাক্ না! জান জামিল, আমাকে আমীর বিশ্বাস করে তার নক্সা দিয়েছিলেন, আমি পণ করেছিলাম, নিরাপদে সেই নক্সা নিয়ে ফিরে যাবো। জান, আমি তা হারিয়েছি? যদি আমীরের সঙ্গে দেখা হয়, তাহলে বিশ্বাস-ঘাতকতার জন্য আমায় প্রাণ দিতেই হবে। তার চেয়ে আমি এক কাজ করি, আমি হামাগুড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে সৈন্যদলের অধিনায়কের তাঁবুতে যাব। গভীর রাত্রে নিশ্চয় তিনি ঘুমিয়ে থাকবেন। আমি এই পিস্তল তার মুখের সাম্নে ধরে আমার কাজ আদায় করবো। আমি যেমন করেই হোক্, আমার নক্সা ফিরিয়ে আনবো। আসুক না বিপদ, যদি আসে ক্ষতি কি?

জামিল কম্পিত কণ্ঠে কহিল :—তাই তো।

ডিক্ কহিল :—পরে যুদ্ধের কথা হবে। আমি আগে ফিরে আসি—তারপর—

শেখ উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল তারপর—এ তোমার পাগলামি মাত্র। দুই হাতে সে ডিক্কে তাহার বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিল—আমি তোমাকে যেতে দেবো না।

ডিক্ও উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল :—জান জামিল, আমি তোমাদের সর্দ্দার, আমি যা বলবো তা মেনে নিতে হবে। আমি যাব-ই।

আমি তোমায় যেতে দেবো না—আমি বলছি, আমি তোমায় যেতে দেবো না। জামিল আরও জোরে ডিক্কে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—না, না, সে হবে না, আমি তোমাকে বারণ করছি।

ডিক্ তাহার আলিঙ্গন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—জামিল, তুমি ভুলে যাচ্ছ, আমি তোমাদের সর্দ্দার।

এ-সময়ে কাশিম সেখানে আসিল।

কাশিম বলিল—মাষ্টার ডিক্ আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

ডিক্ মাথা নাড়িয়া বলিল—না—না, আমি একাই যাব।

ডিক্ কি করিতেছে, কোথায় যাইবে, কেন এই উত্তেজনার সৃষ্টি, কেন জামিল উত্তেজিত ভাবে কথা বলিতেছে তাহা সঙ্গের লোকেরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছিলনা।

ডিক্ জামিলকে বলিল্ :—তুমি স্বীকার করবে যে আমাদের পক্ষে কৌশল ছাড়া অন্য কোনও উপায় নাই, আক্রমণ করা অর্থে সকলের মৃত্যু।

জামিল একটী কথাও বলিল না—সে উদাস-দৃষ্টিতে ডিকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ডিক্ শুধু একটি কথা বলিল—তোমরা আমার কথা শোন, খবরদার যদি গুলির আওয়াজ না শোন, তাহলে শত্রুদের আক্রমণ করতে যেওনা।—তারপর সে যে কখন অন্ধকারের মধ্যে বালিয়াড়ির আড়াল দিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল তাহা কেহ লক্ষ্য করিতে পারিল না।

ডিক্ দূর হইতে শুনিল জামিলের করুণ-কাতর-কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে—খোদা, তোমার মঙ্গল করুন—খোদা তোমায় শক্তি দিন।

* * * * *

ডিক্ অন্ধকারে চুপি-চুপি চলিতে লাগিল। ক্রমে তাহাদের তাঁবুর আলো আড়ালে পড়িয়া গেল। সে অল্প সময়ের মধ্যে এই সত্যটাকে অনুভব করিয়াছিল যে, এই দুর্দ্দান্ত বেদুইনেরা সাহসী ও নির্ভীক। তারা যা শপথ করে তা কখনও ভঙ্গ করে না। প্রয়োজন হলে তার জন্য তারা যে প্রাণ দিতে পণ করেছে তা কখনও মিথ্যা হবে না।

অন্ধকার। অন্ধকারের রাজ্যে কিছুই দেখা যায় না। অতি দূরে দুই একটী আলো দেখা যাইতেছিল—কোথাকার আলো কে জানে? সে চলিতে লাগিল, দুই একটা মরুভূমির হিংস্র নেকড়ে বাঘ অতি দ্রুত শিকারের সন্ধানে ছুটিয়া যাইতেছিল।

নবম অধ্যায়

আজি নিশীথিনী কাঁদে-আঁধারে হারায়ে চাঁদে

অন্ধকার রাত্রি, আকাশে চন্দ্র নাই, দূরে শিবির দেখা যাইতেছিল। ডিক্ ক্রমশঃ সেখানে আসিয়া পৌঁছিল। শিবিরের কাছে আসিয়া সে সাপের মতন আঁকিয়া বাঁকিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে অগ্রসর হইল। ডিক্ বাহির হইতে দেখিতে পাইতেছিল তাবুর ভিতরে কোথাও কোথাও শীত নিবারণের জন্য অগ্নি জ্বলিতেছে। মরুভূমির দেশে দিনের বেলা যেমন প্রখর সূর্য্যের তেজ প্রকাশ পায়, রাত্রিবেলা আবার তেমনই প্রচণ্ড শীতও পড়ে। সে দেখিল লোকগুলি শিবিরের মধ্যে শুধু বালুকাশয্যায় গায়ে কম্বল ঢাকা দিয়া শুইয়া আছে—ঠিক যেন যুদ্ধে মৃত সৈন্যগণ। একটা লোক নিদ্রালু চোখে পাহারা দিতেছিল, একবার এদিকে, একবার—

ওদিকে এইভাবে সে পায়চারী করিতে করিতে মাঝে মাঝে হঠাৎ অন্ধকারে অদৃশ্য হইতেছিল।

ডিক্ হামাগুড়ি দিতে দিতে ক্রমশঃ কাছে আসিল, তাহার সাম্নের সেই প্রহরীটা হঠাৎ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল :—কে যায় ?

ডিক্ চুপ করিয়া রহিল, তাহার আর অগ্রসর হইতে সাহস হইল না। তাহার সম্মুখে একটা কাঁটার ঝোপওয়ালা গাছ ছিল, সেজন্য তাহাকে বোধ হয় প্রহরী দেখিতে পায় নাই, নতুবা তাহার হাতের বন্দুকটা হইতে যে একটা গুলি ছুটিয়া আসিত না তাহা সম্ভবপর নহে। আবার ডিকের এমন সুযোগ ছিল, যে সে অনায়াসে এই প্রহরীটাকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিতে পারিত। তাহা হইলে জামিল এবং তাহার দলের লোকেরা গুলির শব্দ শুনিয়া অবশ্যই এই দিকে ছুটিয়া আসিত। লাভের মধ্যে এই হইত যে, হারানো নক্সাখানা ফিরিয়া পাইবার যেটুকু আশা এখনও তাহার আছে তাহা আর কোনও মতেই থাকিত না।

ডিক্ কোনরূপে আপনাকে একেবারে দম বন্ধ করিয়া নীরব রাখিয়াছিল, তারপর আবার সে হামাগুড়ি দিয়া অগ্রসর হইল। কয়েক মিনিট পরে সে শত্রুর শিবিরে যাইয়া প্রবেশ করিল।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত অদৃষ্ট তাহার প্রতি সুপ্রসন্ন ছিল। কে জানে, কতক্ষণ পর্য্যন্ত এমনই নিরাপদ সৌভাগ্যের ভিতর দিয়া তাহার সময় কাটিবে। দুই দিকে আরবেরা সব শুইয়া আছে মাঝখানে পথ—সে-পথ দিয়া অতি সন্তর্পণে সে অগ্রসর হইতে ছিল—যে কোনও মুহূর্ত্তে তাহার বিপদ ঘটিতে পারে। তাহার প্রত্যেকটি শিরায় শিরায় একটা আতঙ্ক, একটা ভয়ের ভাব প্রবাহিত হইতেছিল। নিমেষের ভুলে একেবারে সর্ব্বনাশ হইতে পারে।

দূরে যেখানে মরুভূমির জীবন এই মরুদ্যানের একমাত্র অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ সেই উৎস-ধারাটীর কাছে সে লক্ষ্য করিল একটা তাঁবু মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহারই পাশে একটা অগ্নিকুণ্ড, সেই কুণ্ডের আগুন হইতে লোহিত শিখা সাপের জিহ্বার মত লক্ লক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। এই একটী মাত্র তাঁবু স্পষ্ট

ভাবে বুঝাইয়া দিতেছিল যে, এল-হাজ্জার সুলতান এখানেই অবস্থান করিতেছেন। যে পথটি ধরিয়া সে অগ্রসর হইতেছিল তাহার দুই সারিতেই লোকগুলি ঘুমাইয়া-ছিল। সাপ যেমন আঁকিয়া বাঁকিয়া চলে সেও তেমনি বালির উপর শুইয়া পড়িয়া সাপেরই মত বক্রগতিতে দুই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হইতেছিল। কোনও শব্দ ছিল না—শুধু অগ্নিকুণ্ডগুলি হইতে জ্বালানী কাঠের ফট্ ফট্ শব্দ হইতেছিল। লোকগুলি কেহ উপুর হইয়া, কেহ চিৎ হইয়া শুইয়াছিল, কাহারও মুখ হাঁ করা, কেহ বা স্বপ্নের মধ্যে চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল। একটা লোক হঠাৎ উঠিয়া বসিল, আবার আপনা হইতেই শুইয়া পড়িল। সে ঘুমের ঘোরেই উঠিয়া বসিয়া-ছিল। ডিক্ কিন্তু একটু ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার মনে হইতেছিল বুঝি এই লোকটা তাহাকে লক্ষ্য করিয়াছে।

অবশেষে ডিক্ নিরাপদে সুলতানের তাঁবুর কাছে পৌঁছিল। দুইজন প্রহরী বন্দুক হাতে করিয়া সেখানে পায়চারী করিতেছিল। সে পথে তাঁবুর ভিতরে যাওয়া অসম্ভব। ডিকের সঙ্গে ছয়নালা একটা পিস্তল আর খুব ধারালো একখানা ছুরি ছিল, কিন্তু কি যে করিবে? যদি কোনও রকমে সে তাঁবুর পিছনে যাইতে পারে তাহা হইলে সে-পক্ষে অনেকটা নিরাপদ। সে তাহাই করিল। অনেকখানি পিছু হটিয়া ঘুরিয়া তাঁবুর কাছে যাইতে পারে সেইরূপ চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রহরী-দের নজর এড়াইয়া এক পাশ দিয়া যেমন সে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে, এমনি সময়ে হঠাৎ গুড়ুম্ করিয়া একটা বন্দুকের আওয়াজ হইল। ডিক্ চমকিয়া উঠিল। সে মনে মনে ভাবিল—বোকা জামিলটা দেখ্‌ছি সব নষ্ট করলো। হতভাগাটার সঙ্গে একবার দেখা হ'লে হয়, আমি তাকে কোন রকমেই মার্জ্জনা কর্‌বো না। লোকগুলি বন্দুকের আওয়াজে জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাহারা কোথায় কি হইতেছে জানিবার জন্য একেবারে ব্যস্তভাবে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। খানিক পরে সব আবার চুপচাপ হইল, আর বন্দুকের গুলির কোনও আওয়াজ শোনা গেল না। ইতিমধ্যে সে নিরাপদে একেবারে তাঁবুর পিছনে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল।

ডিক্ তাহার ছুরি দিয়া শিবিরের পেছনের কাপড়টা কাটিয়া একটি ছোট-

রকমের ছিদ্র করিল। সেই ছিদ্রের ভিতর দিয়া সে সবিস্ময়ে দেখিল খাকির পোষাক পরা দুইজন লোক তাঁবুর ভিতরে প্রবেশ করিল। লোক দুইটীর সঙ্গে অনেকগুলি আরব ছিল। ডিক্ একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। সে যে আশঙ্কা করিয়াছিল এতো তাহা নয়—জামিলকে সে ইহাদের সহিত না দেখিয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইল। একজনকে দেখিয়াই মনে হইল সে আর কেহই নহে একজন তুর্কীদের সেনাপতি রশিদ-বে—আর একজন তাহারই পরিচিত এল-হাজ্জার সুলতান। ডিকের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, রশিদ-বে কোনরূপে মুক্ত হইয়া এখানে আসিয়াছে।

দুইজনের ভিতর কথা আরম্ভ হইল। প্রথমে এল-হাজ্জার সুলতান কহিলেন: আমি ভেবেছিলাম, হয়তো কেউ আমাদের শত্রুপক্ষীয় হ'বে, কিন্তু এখন আপনাকে দেখে নিশ্চিন্ত হলাম।

রশিদ-বে কহিল:—তুমি নিশ্চিন্ত হতে পার, কিন্তু আমি নিশ্চিন্ত নই, সুলতান। এই মরুভূমির চারিদিকে নানা জাতির বাস—তারা সকলেই যে তোমার হুকুম মেনে চল্‌বে এমন ত মনে হয় না। আমার ধারণা হয় তারা অনেকে বিদ্রোহী আরবদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

সুলতান কহিলেন: আপনি বিশ্বাস কর্‌বেন রশিদ-বে নাস্‌রীরা বিশ্বাসঘাতক নয়, তারা নিশ্চয়ই তুর্কীর মহামান্য সুলতানের জন্য প্রাণ দেবে।

রশিদ-বে এল-হাজ্জার সুলতানের দিকে কটাক্ষ করিয়া বলিলেন: তারা যুদ্ধের কি জানে? কতকগুলি মরুভূমির চোর-ডাকাতকে নিয়ে যুদ্ধ করা চলেনা। তুমি জান, আরবেরা যে কৃতকার্য্য হচ্ছে তার মূলে রয়েছে ইংরাজের সহায়তা। ইংরাজের অর্থ এবং রণতরী দুর্দ্দান্ত আরবদের যুদ্ধের প্রধান সহায়। পশ্চিম দিকে আমাদের মিত্রশক্তি দিন দিনই জয়লাভ কর্‌ছে। আমরা আশা করি পবিত্র রমজান মাসের আগেই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

আল্লা তাই করুন, আমি এই প্রার্থনা করি আমাদের শত্রুদের ধ্বংস করুন। তবে শুনুন রশিদ-বে, আমার কাছে একটা অমূল্য সম্পদ রয়েছে।

ব্যগ্রভাবে রশিদ-বে জিজ্ঞাসা করিলেন: কি সে সম্পদ?

এল-হাজ্জার শেরিফ্ মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন: বিদ্রোহীরা ভবিষ্যতে কোন্ দিকে অগ্রসর হবে তার নক্সা আমি পেয়েছি।

রশিদ-বে অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন: কোথায়, কি ভাবে পেলে তুমি ?

সুলতান গর্ব্ব করিয়া কহিলেন: আমি একজন গোয়েন্দার কাছ থেকে পেয়েছি। সে বয়সে বালক মাত্র। আমার মনে হয় শত্রুপক্ষীয়েরাও বালকদের গোয়েন্দাগিরিতে নিযুক্ত করেছে।

রশিদ-বে একটু চমকিয়া উঠিলেন, তারপর উত্তেজিত স্বরে বলিলেন: বালক ?--কে সে বালক ?

রশিদ-বের মুখ যেন হঠাৎ কালো হইয়া গেল। একদিনের রাত্রির কথা তাহার মনে পড়িল—বল আমার কাছে, সে বালক দেখতে কেমন ?

এল-হাজ্জার সুলতান মাথা নত করিয়া বিনীত ভাবে বলিলেন: হুজুরের কাছে আমি সব কথাই বল্‌বো। একটা কথা আপনি বোধ হয় বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছেন যে আমি কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। আমি বিশ্বস্তভাবে কাজ করে আস্‌ছি।

ডিক্ ইহাদের কথা শুনিতেছিল। এমন সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে পড়িয়াও সে হাসি সম্বরণ করিতে পারে নাই।

রশিদ-বে ও এল-হাজ্জার শেরিফের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হইতেছিল তাহার মধ্যে যে তাহার কথাই বেশী ইহাতে তাহার কৌতূহলও হইতেছিল খুবই।

রশিদ-বের ভাবান্তর দেখিয়া এল-হাজ্জার সুলতান গর্ব্বভাবে বলিয়া যাইতেছিলেন কেমন করিয়া তিনি জামিল এবং তাহার দলকে একেবারে সমূলে ধ্বংস করিয়াছেন।

রশিদ-বে বলিলেন: তুমি জামিল ও তার দলকে ধ্বংস করলে বটে, কিন্তু সেই বালকটীর কি করলে ? এই কথা বলিয়া তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন: আমাকে সেই কাগজখানা দেখাও।

সুলতান বলিলেন: সে কাগজখানা আপনার কাছে নিশ্চয়ই খুব মূল্যবান বোধ

হবে।" তাহার কথায় স্পষ্ট বোঝা যাইতেছিল যে, সহজে কাগজখানা রশিদবের হাতে দেওয়ার তাহার বড় ইচ্ছা নাই।

রশিদ-বে গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন:—তোমার সঙ্গে কি আমি দর কষাকষি করতে এসেছি। আমি তোমাকে অনেক টাকা দিয়েছি।

—তা হতে পারে, কিন্তু এই যে নক্সা এ অনেক মূল্যবান, কাজেই—

রশিদ-বে ক্রূর দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া কহিলেন: আমি তোমায় গলা টিপে মেরে ফেলবো। অকৃতজ্ঞ! বেইমান! আমরা কাল জিবার সহর আক্রমণ করবো। আমাদের সঙ্গে কতকগুলি আরব সৈন্য চাই, তা না হলে লোকে মনে করবে যে, তুর্কীরা সহর লুট্‌তে আস্‌ছে।

সুলতান কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন: আমি বুড়ো হয়েছি, আমার জীবনের বাকী দিন কয়টা শান্তিতে কাটাতে চাই। আপনি যদি চল্লিশ হাজার—

- বেশ, দেবো, দেখি তোমার নক্সা। কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই রশিদ-বে তুর্কী সরকারের তরফ হইতে একখানি চেক্ সুলতানের হাতে অর্পণ করিলেন। সুলতান তাড়াতাড়ি রশিদ-বের হাত হইতে চেকখানি গ্রহণ করিলেন, তাহার পর সুলতান তাঁবুর পাশের একটা বড় লোহার সিন্দুক খুলিয়া উহার ভিতর চেকখানি সযত্নে রাখিয়া দিলেন।

ডিক্ বাহির হইতে এ-সমুদয় ঘটনা দেখিতেছিল। সে এই ব্যাপারে এতদূর তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিল যে, বাহিরে কি হইতেছে সে-দিকে তাহার একেবারেই লক্ষ্য ছিল না। সহসা সে অনুভব করিল কে যেন তাহার পিঠের উপর জোরে আঘাত করিতেছে। প্রথমটায় ডিক্ বুঝিতেই পারে নাই কে তাহাকে আঘাত করিল। পরে চাহিয়া দেখিল চারিজন লোক তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। একটা লোক আসিয়া তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসিল, আর একটী লোক তাহার হাত দু'খানি ধরিয়া পিছনের দিকে টানিয়া লইয়া গিয়া শক্ত করিয়া দড়ি দিয়া বাঁধিল। আর দুইজন লোক তাহার পা দুইখানা জোড়ে বাঁধিয়া ফেলিল। উন্মত্তের মত ডিক্ বালির উপরে এই অবস্থায়ও যতদূর সম্ভব ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতে ছাড়ে নাই। কিন্তু এইরূপ অবস্থায় মুক্তি যে

অসম্ভব তাহা সে বুঝিয়াও মুক্তির চেষ্টা করিতেছিল। লোকগুলি তাহার পিস্তলটী এবং ছুরিখানা কাড়িয়া লইল এবং সকলে মিলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল :—চোর চোর, গোয়েন্দা, গোয়েন্দা, চল, চল শেরিফের কাছে নিয়ে যাই।

এইরূপ অবস্থায় কাশিম কি করিত? সে হাত-পা ছাড়িয়া অদৃষ্টের দোহাই দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিত। অজানা অন্ধকারে অন্ধ উট যেমন বাহিরে বিচরণ করে তেমনি অন্ধ অদৃষ্ট অন্ধ উটেরই মত মানুষকে জীবনের পথে পরিচালিত করে। জামিল ডিকের মত অবস্থায় পড়িলে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে শত্রুর দিকে তাকাইয়া থাকিত। তাহার সেই দৃষ্টি ধারালো তরোয়ালের মত জ্বল্ জ্বল্ করিয়া উঠিত।

ডিক্ কিন্তু এ-সবের কিছুই করিল না। সে অদৃষ্টের দোহাই দিয়া নিশ্চিন্ত হইল না, এই দুর্দ্দান্ত রক্ষিগণের হাতে পড়িয়াও সে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিল না। তাহার তরুণ মনের ভিতর তখন একটি পরিচিত সঙ্গীতের কলি গুঞ্জরিয়া উঠিতেছিল "A long way to Tipperary."

প্রহরীগুলি তাহাকে লইয়া তাঁবুর ভিতর আসিল। রশিদ-বে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া প্রহরীদিগের প্রতি আদেশ করিলেন—বন্দীর পায়ের বাঁধন খুলে দাও।

এইবার ডিক্ সোজা হইয়া দাঁড়াইল। শেরিফ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—এই সেই বালক!

রশিদও চীৎকার করিয়া কহিলেন—এই সেই বালক, এই সেই বালক!

ডিক্ হাসিয়া বলিল: চমৎকার অভ্যর্থনা! আশ্চর্য্য মিলন। রশিদ বে, এই দুনিয়াটা বড় ছোট, এত ছোট যে তোমার আমার দু'জনের একসঙ্গে থাকবার স্থান সঙ্কুলান হবে না।

রশিদ-বে ক্রূর হাস্য করিয়া কহিলেন: বালক, ভাবছো কি? মুহূর্ত্তের মধ্যেই তোমার মুখের হাসি মিলিয়ে যাবে। তাহার পর এল-হাজ্জার সুলতান এবং রশিদ-বে দুইজনে একসঙ্গে প্রহরীদের জিজ্ঞাসা করিলেন—একে তোমরা কোথায় পেলে? প্রহরীরা যেভাবে তাঁবুর পিছনে ডিক্‌কে পাইয়াছিল সে-কথা বলিল।

শেরিফ বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন: কি হে ছোক্‌রা, তোমার বন্ধু জামিল কোথায়?

—জানি না।

দুইজনে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল—জান না।

ডিক্ কহিল—জানি না, মরুভূমির লোক সে, মরুভূমির বেদুইন সে, মরুভূমির কোথাও আছে। তারপর আবার প্রহরীদিগকে লক্ষ্য করিয়া রশিদ বলিলেন—এই বালকের হাতের বাঁধন খুলে দাও। প্রহরীরা তাঁহার আদেশ পালন করিল।

রশিদ-বে স্থলতানের দিকে চাহিয়া বলিলেন—কাল আমাদের জিবার সহর দখল করতে হবে। আজ এই বালকের কথা শুনবার অবসর আমার নেই। জামিলের খোঁজ—সে আমি করবো, স্থলতান!

শেরিফ বলিলেন: ঠিক বলেছেন। আমাদের এ-সামান্য বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। আমাদের এখন অনেক গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করতে হবে। তারপর তিনি প্রহরীদের দিকে চাহিয়া কহিলেন, একে নিয়ে যাও এখান থেকে। খুব সতর্কভাবে পাহারা দেবে। সাবধান, যেন পালাতে না পারে। যদি পালায় তাহলে তোমরা এই দুনিয়াতে বেঁচে থাকবে সে আশা করোনা।

ডিক্‌কে লইয়া প্রহরীরা চলিয়া গেল। এদিকে রশিদ-বে বারবার শেরিফের নিকট সেই নক্সাখানা পাইবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একবার যদি সে নক্সাখানি হাতে আসে তাহা হইলে আরবদের স্বাধীনতার স্বপ্ন চিরদিনের জন্য বিনষ্ট হইবে।

ডিক্ প্রহরীদের সঙ্গে যাইবার সময়ে ভাবিতেছিল কেমন করিয়া সে এই দ্বিতীয় বার মুক্তি পাইবে? কেমন করিয়া সে তুর্কীদের ভীষণ আক্রমণের হাত হইতে স্বাধীনতার সংগ্রামে মত্ত আরবদের রক্ষা করিবে? নক্সা যে তাহার হাত ছাড়া হইয়া গিয়াছে? মরুভূমির আকাশে তারাগুলিও যেন আজ তেমন উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতেছিল না; তাহারা যেন মিট্ মিট্ করিয়া হাসিয়া বলিতেছিল—অসম্ভব!

দশম অধ্যায়

জিবার অভিযান

ওয়াদী নামে একটী নদীর পারে জিবার সহর অবস্থিত। ওয়াদী নামে মাত্র নদী। তাহার বুকে এক ফোঁটাও জল নাই। জিবার সহরটী মরুভূমির কতকগুলি উষর পাহাড়ের উপত্যকায় অবস্থিত। অতি দ্রুত জিবার আক্রমণ করিতে যাইতে হইবে এজন্য বন্দী ডিক্‌ও একটী উট পাইয়াছিল। দূর হইতে সহরের যে রূপটী ডিকের চোখের উপর ফুটিয়া উঠিল তাহা হইতে সে কিছুতেই মনে করিতে পারিল না এইরূপ একটী অজানা ছোট সহরের উপর গুলি-গোলা ফেলিয়া কি লাভ!

জামিলের কথা তাহার মাঝে মাঝে মনে হইতেছিল। না জানি, সেই ক্ষুদ্র দলের লোকগুলি এখন কি করিতেছে। সম্ভবতঃ তাহারা এল-হাজ্জার সুলতানের পিছু লইয়াছে।

ক্ষুধার্ত্ত অল্প কয়েকটা নেকড়ে বাঘ যেমন মরু-যাত্রী বিরাট বণিকদলের পিছু পিছু ছোটে কিন্তু আক্রমণ করিবার সাহস তাহাদের কোনরূপেই হয় না এ-ও ঠিক তেমনি। অল্প সংখ্যক লোক লইয়া জামিল কি করিতে পারে? ডিকের মনে এই বলিয়া একটা দুঃখ উপস্থিত হইল সে হয়তো জীবনে আর কখনও জামিলকে দেখিতে পাইবে না।

জিবার সহরের চারিদিকে প্রায় তিন মাইল স্থান জুড়িয়া উচু বালির পাহাড়। যে নদীর কথা বলিয়াছি—সে নদীর বুকে শত শতাব্দীর মধ্যে বোধ হয় তিন বারের বেশী বন্যা আসে নাই। যখন বন্যা আসিয়াছে তখন ইহার বুকে মাত্র দুই তিন বৎসরের জন্য জল দাঁড়াইয়াছে। তারপর আবার সেই বিশীর্ণ, বিশুষ্ক মরু-শয্যা। এমন দিন গিয়াছে যখন এই নদীর বুকের জলোচ্ছ্বাসে সহরের লোকেরা আনন্দে মত্ত হইয়া উৎসব ও ভোজের আয়োজন করিয়াছে, কিন্তু সেই সব দিনের কথা আজ বর্ত্তমান অধিবাসীদের নিকট একটা অতীতের ইতিহাস ও স্বপ্ন মাত্র। সহরটী ছোট, লোকসংখ্যাও অল্প, শুধু খেজুর গাছগুলি এদিকে ওদিকে বিক্ষিপ্ত ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। সামান্য কৃষিদ্রব্যাদি ফল-মূল ও শস্য যাহা জন্মে তাহা লইয়া প্রতিদিন একটী ছোট বাজার বসে। সেই বাজারে কেনা-বেচা করিতে আসে শুধু আশেপাশের মরুভূমির অধিবাসীরা।

জিবারের অধিবাসীরা আরবদের সঙ্গে বিদ্রোহে মিলিত হইবে এ যেন একটা অসম্ভব ব্যাপার। এই পথে তুর্কীরা চলাফেরা করে। আরবেরা এদিকে আসিয়াছে এবং এই সহরের অধিবাসীদের সাহায্য চাহে এমন কথাও প্রচারিত হয় নাই। এ সময়ে জিবার সহরে যোদ্ধা বা সাহসী লোক একরূপ ছিল না বলিলেই চলে।

রশিদ পণ করিলেন এই সহর আক্রমণ করিতেই হইবে। কে যেন তাঁহাকে জানাইয়াছিল জিবারের লোকেরা বিদ্রোহী আরবদের সহিত মিলিত হইয়াছে। রশিদ তাই মনে করিয়াছিলেন, যদি তিনি জিবারের লোকদের কঠোর সাজা দিতে পারেন, তাহা হইলে মরুভূমির গ্রাম ও সহরের অন্যান্য জাতীয় লোকেরা কোনও রকমেই তুর্কীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে সাহসী হইবে না। সাজা অর্থে এই সহরের সকলকে নির্ব্বিচারে হত্যা করা। ডিক্ রশিদের এই দুরভিসন্ধি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল। তুর্কীদের প্রতি

তাহার একটা শ্রদ্ধা ছিল যে ইহারা বীরের জাতি এবং বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিতে জানে, আজ সেই বিশ্বাসের মূল শিথিল হইয়া পড়িল। রশিদের সঙ্গে মাত্র পাঁচশত তুর্কী সৈন্য ছিল। ইহারা সকলেই ছিল শিক্ষিত যোদ্ধা। এই সৈনিকেরা এল-হাজ্জার সুলতানের সৈন্যদলের কোনরূপ সাহায্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল। যাহারা যুদ্ধ-বিগ্রহের কোন সংবাদই রাখে না, সেই সমুদয় অশিক্ষিত লোক লইয়া যুদ্ধ করা কখনই তাহাদের পক্ষে সঙ্গত নহে।

তুর্কীরা যে জিবার আক্রমণ করিবে সে-বিষয়ে কোনরূপ গোপনতা ছিল না। তাহারা নিশ্চিন্ত ছিল যে জিবার সহরের লোকেরা তাহাদের আক্রমণে বাধা দিতে পারিবে না। জিবার সহরের অধিবাসীরা নিশ্চিন্ত মনে চলাফেরা করিতে-ছিল। দূর হইতে তাহারা তুর্কী সৈন্যদিগের গতিবিধি লক্ষ্য করিলেও তাহারাই যে আক্রান্ত হইবে এইরূপ কোনও আশঙ্কা তাহারা ক'রে নাই।

বেলা শেষ হইয়া আসিয়াছিল, চারিদিক বেড়িয়া অপরাহ্নের ধূসর সূর্য্যালোক ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। মনে হইতেছিল খেজুর গাছগুলিও যেন সারাদিন রৌদ্রে পুড়িয়া —বিকালের দিকে এ উহার গায়ে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তুর্কীসৈন্যদল রশিদ-বের সহিত একটু দূরে উচু একটা পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়া সহরের দিকে লক্ষ্য করিতেছিল। ডিক্ও সেই উচ্চস্থান হইতে নিম্নের উপত্যকা ভূমিতে অবস্থিত সহরটীর দিকে হতাশ নয়নে চাহিয়াছিল।

তুর্কীসৈন্যদল সহরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। জিবার সহরটা প্রাণ-হীন মৃতের মতন পড়িয়াছিল। পথে লোকজন বড় একটা চলাফেরা করিতেছিল না, কেন-না মরুভূমির লোকেরা প্রচণ্ড রৌদ্রের তেজে সাধারণতঃ পথে বাহির হয় না। হঠাৎ দ্রুম্ করিয়া বন্দুকের আওয়াজ হইল। বন্দুকের নল দিয়া সাদা ধোঁয়া আকাশের দিকে উড়িতে লাগিল। একটীর পর একটী করিয়া—বন্দুকের আওয়াজ হইতে লাগিল, সেই শব্দ পাহাড়ের গায়ে গায়ে ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

এই আকস্মিক আক্রমণে সহরের লোকেরা কি যে করিবে তাহাই যেন ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। কেহ ছুটিয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছিল, কেহ বা

নিজ নিজ বাড়ীর দরজা বন্ধ করিতেছিল, কেহ বা করুণ চীৎকারে চারিদিক প্রতি-ধ্বনিত করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিতেছিল।

ডিক্ এই ভীষণ দৃশ্য যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতন হইয়া দেখিতেছিল। সে যেন তাহার চক্ষু ফিরাইতে পারিতেছিল না। নিরুপায় জিবারের লোকেরা কেহ ছাদের উপর হইতে, কেহ ঘরের জানালা হইতে, যাহার কাছে বন্দুক, ছোরা ইত্যাদি ছিল তাহা লইয়া উন্মত্তের মত ছুটিতে আরম্ভ করিল। রাস্তার উপর দিয়া নগরের লোকেরা আত্মরক্ষার জন্য এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। কিন্তু তুর্কীদের হাত হইতে কেহ বড় একটা রক্ষা পাইল না। ডিক্ ভাবিতেছিল—এ যুদ্ধ না হত্যা? ডিক্ এ নিরপরাধী অধিবাসীদের প্রতি এইরূপ অত্যাচার দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতেছিল। সৈন্যেরা বাড়ীঘর জ্বালাইয়া দিয়াছিল, লক্ লক্ করিয়া অগ্নিশিখা আকাশ স্পর্শ করিতেছিল রক্তপিপাসু সৈনিকেরা রাজপথ দিয়া উন্মত্তের মত ছুটিতেছিল এবং লুণ্ঠন করিতেছিল।

এমন সময়ে ডিক্ দেখিতে পাইল ওয়াদী নদীর বালুকারাশি উড়াইয়া প্রায় একশত উষ্ট্রারোহী আরব সহরের দিকে বেগে ছুটিয়া আসিতেছে। তাহাদের হাতের বর্শা ও তরবারি রৌদ্রতেজে ঝলমল করিতেছে—তাহাদের নেতা তাহার উটের পিঠে একরূপ দাঁড়াইয়া তাহার সঙ্গীদিগকে পরিচালনা করিতেছে। ডিকের মুখ দিয়া অস্ফুট ভাবে বাহির হইল—"জামিল।"

হ্যাঁ, জামিল! তাইতো! জামিল কি করিবে? কি সে করিতে পারে? পাঁচশত শিক্ষিত সৈনিকের সঙ্গে ক্ষুদ্র একশো জন মাত্র—অশিক্ষিত আরব যুদ্ধ করিয়া জিতিবে? এ কি সম্ভব? যদি জামিল ব্যর্থ হয় তবে কি হইবে কে জানে! আরবের স্বাধীনতা স্বপ্ন হ'য়তো লুপ্ত হইবে। ডিক্ চিন্তিত হইল। এ কি! এ যে আগ্নেয়গিরির গহ্বরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মরণকে বরণ করা। এই একশো জন আরবকে লইয়া তুর্কীসৈন্যদের সহিত লড়িতে আসা ঠিক আগ্নেয়গিরির মুখে ঝাঁপাইয়া পড়ার মতন নয় কি?

তারপর আসিবে তাহারই পালা।—জামিলের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও

মৃত্যু যে সুনিশ্চিত এই নৃশংস হত্যাকারী সৈনিকেরা জামিলের সৈন্যগণকে ছিঁড়িয়া কাটিয়া ফেলিয়া যে তাহার প্রতি প্রতিশোধ লইবে তাহা সে বুঝিতে পারিতেছিল। ডিক্ কি কেবল তাহার নিজের প্রাণের কথাই ভাবিতেছিল? সে মনে করিতেছিল ফয়সাল এবং লরেন্স জানিতেও পারেন নাই এদিকে কি বিপদ ঘটিতেছে। নিমজ্জমান ব্যক্তি যেমন তৃণখণ্ড অবলম্বন করিয়া বাঁচিতে চাহে ডিক্ও তেমনি জামিল ও তাহার সঙ্গিগণকে ওয়াদি নদী অতিক্রম করিয়া বেগে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া মনে করিতেছিল হয়তো এই নররাক্ষসদের হস্ত হইতে সে উদ্ধার পাইতে পারে—সে বাঁচিতে পারে!—

সৈনিকেরা রাজপথ দিয়া উন্মত্তের মত ছুটিতেছিল

একাদশ অধ্যায়

বিজয়ী আরব

শোন, নাছুরির লোকেরা সব !

বজ্রকণ্ঠে কে যেন সমবেত আরবগণকে সম্বোধন করিয়া এই কথা কয়টী বলিল। জামিল লড়াইএর পরিবর্ত্তে আরবদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছিল—তোমরা চোখের সামে দেখ্তে পেলে এই দুর্দ্দান্ত তুর্কীরা কি ভাবে তোমাদের সর্ব্বনাশ করছে। তোমাদের শান্তিপূর্ণ জীবনের মধ্যে অশান্তির বীজ ছড়িয়ে দিচ্ছে। শ্যামল শস্যক্ষেত্র উষর মরুভূমিতে পরিণত করেছে। কেন ? জিজ্ঞাসা করি, কেন ?

জামিল কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিল। আবার বলিতে লাগিল :—কেন তাদের এই অত্যাচার আমি তোমাদের কাছে সে কথা বল্‌ছি—তারা চায় তোমাদের পায়ের

তলায় দলে ফেল্‌তে। তোমরা স্বাধীন, তারা চায় তোমাদের পদানত ক্রীতদাস করতে।

আরব সৈন্যেরা সন্দিগ্ধচিত্তে জামিলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ওয়াদী নদীর মাঝখানে দাঁড়াইয়া জামিল বজ্রকণ্ঠে যে কয়টি কথা বলিয়াছিল তাহার উদ্দেশ্য কি তাহা আরবেরা যেন ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিতেছিল না। আর এদিকে তুর্কীরা রক্তলোলুপ ব্যাঘ্রের মত সহরের পথে পথে লুণ্ঠন এবং নিরীহ সহরবাসীদিগকে নানারূপে নির্য্যাতন করিতেছিল।

জামিল বলিতে লাগিল :—আমি তোমাদের নিকট এক বর্ণও মিথ্যা বল্‌ছি না। তোমরা কি নিজের চোখে এই অন্যায় দেখ্‌তে পাচ্ছ না? জিবারের লোকেরাও তোমাদের ভাই, আর হে বন্ধু আরবগণ! তোমরাও আমার ভাই, স্বাধীনতার সংগ্রামে যদি বিজয়লাভ করতে হয়, তা হলে আমাদের দলাদলি ও সঙ্কীর্ণতা সব ভুলে যেতে হবে। আমরা এক হবো, এক মন-প্রাণ ও একজাতি হয়ে দেশের জন্য সংগ্রাম কর্‌বো।

দূর হইতে এল-হাজ্জার সুলতান জামিলকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। রাগে তাহার মুখ লাল হইয়া গিয়াছিল। তিনি তাঁহার দলের আরবদের কাছে তাড়াতাড়ি উটে চড়িয়া চলিয়া আসিলেন এবং তাহাদের সম্বোধন করিয়া কহিলেন :—তোমরা এই দুষমণের কথায় চুপ করে কি দেখছো? তরোয়াল ধর, বন্দুক ধর, এই লোকটাকে মেরে ফেল—এই আমার হুকুম।

এল-হাজ্জার আরব সৈনিকেরা নিশ্চল হইয়া রহিল। উটগুলি যেমন ছিল, তেমনই দাঁড়াইয়া রহিল। কেহ কোন কথা বলিতেছিল না। জামিলের কথা তাহাদের মনের মধ্যে বোধ হয় একটা ভাবান্তর আনিয়াছিল। জামিল বলিতে লাগিল :—এই যে জিবারের শোচনীয় পতন, সে পতন একা জিবার সহরের নয়, জিবারের অধিবাসীদের নয়, সমগ্র আরবজাতির। আমরা যদি নীরবে দাঁড়িয়ে দেখি তুর্কীরা আমাদের দেশ, আমাদের গ্রাম, আমাদের সহর জ্বালিয়ে দিচ্ছে সে কি আমাদের গৌরবের হবে?

চুপ কর,—চুপ কর—সুলতান কর্কশ কণ্ঠে বলিলেন তোমরা কি দেখছো ? এই বিশ্বাসঘাতকের মাথা কেটে ফেল—

—সুলতানের কথা শেষ হইতে না হইতেই জামিল গর্জ্জিয়া উঠিল- -শোন বন্ধুগণ, তোমরা এই শেরিফের কথায় কান দিও না। রশিদ-বের অর্থ গ্রহণ করে সে তার জাতিকে শত্রুর হাতে তুলে দিচ্ছে। যদি তোমরা মানুষ হও, তবে আপনার জাতি ও আপনার দেশের গৌরব ভুলোনা। লুণ্ঠনের সামান্য অর্থ দিয়ে কি তোমরা করবে? পূর্ব্বেও যেমন আপনাদের স্বার্থ না বুঝে পদদলিত হয়েছো তেমনি যদি এখনও সতর্ক না হও তবে কোনদিন তোমাদের দুর্দ্দশা ঘুচবে না।

সুলতান দুই হাত মাথার উপর তুলিয়া বলিলেন---ঈশ্বর! এই হতভাগা বিদ্রোহীর মাথায় তোমার বজ্র নিক্ষেপ কর।

ডিক্ দূর হইতে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া চমকিত হইতেছিল। দূর হইতেও সে সুলতানের সঙ্গীয় আরবদের নিশ্চল ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল জামিলের কথায় তাহাদের প্রাণে এক নূতন ভাবের উদয় হইয়াছে, কিন্তু কে জানে, আরবদের মনের পরিবর্ত্তন আবার কখন হয়।

সুলতান বলিতে লাগিলেন, শোন আমার সৈন্যগণ, তুর্কীরা এখানেই আছে। সাবধান, যদি আমার কথা না শোন তা হলে সকলেরই সর্ব্বনাশ হবে। জামিল! তোমার শির সকলের আগে তারা নেবে।

কি যেন এক নূতন উন্মাদনা জামিলের শিরায় শিরায় সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিল। জামিল এতটুকু বিচলিত হইল না। সে উচ্চৈস্বরে বলিয়া উঠিল---তুর্কীরা আমাকে মারতে পারে, কিন্তু আমি যে সত্যকথা বলেছি, সে সত্যকে বিনাশ করবার শক্তি তাদের নেই। কাপুরুষ! লজ্জা করে না তোমার এ-কথা বলতে? তোমার যদি আমার মরণ দেখে আনন্দ হয়, তা হলে তুমি দাঁড়িয়ে আমার মরণ দেখ। আমরা আরব, এক রক্ত আমাদের সকলের শিরায় শিরায় বয়ে যাচ্ছে। তুর্কীরা কে? কেন আমরা তাদের পদানত হয়ে রইব? আমরা কি কোনদিন শিশুদের হত্যা করি, আমরা কি দেশের পর দেশ, গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে বিনষ্ট

করি। যারা এমন অত্যাচার করে তাদের, কে এমন আরব আছে, শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পার?

সুলতান কোনও কথা বলিতে পারিতেছিলেন না। তাহার দলের আরবেরা ক্রমশঃই উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল। বারুদের গায়ে বিন্দুমাত্র অগ্নি স্পর্শ হইলে যেমন ভীষণ বিস্ফোরণ হয়, উত্তেজিত ক্রুদ্ধ আরবেরাও তেমনই জামিলের বাক্যে জ্বলিয়া উঠিল। এই যে বিদ্রোহের আগুন, তাহা ভীষণ ভাবে জ্বলিবার সুযোগও ঘটিয়া গেল, এবং তুর্কীরাই তাহার মূল কারণ হইল। একজন তুর্কী সৈন্যাধ্যক্ষ দূর হইতে জামিল এবং দণ্ডায়মান আরবগণকে দেখিতে পাইয়া সেইদিকে গুলি চালাইতে আদেশ দিলেন। প্রথমবারকার গুলি নিক্ষেপ ব্যর্থ হইল। পরের বার অত্যন্ত বেগে নাছুরির আরবদের প্রতি গুলির পর গুলি ছুটিয়া আসিতে লাগিল। আরবেরা একবার মনে করিল তুর্কীরা ইচ্ছা করিয়াই তাহাদের উপর গুলি চালনা করিতেছে। দেখিতে দেখিতে পনেরো ষোল জন আরব গুলির আঘাতে ধরাশায়ী হইল। তখন আরবদের প্রাণে ভয়ানক উত্তেজনা ও ক্রোধের সঞ্চার হইল—এমনই সময়ে জামিল বজ্রকণ্ঠে তাহাদের সম্বোধন করিয়া কহিল---আমাদের মাতৃভূমির নামে শপথ কর তোমরা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে। নির্জীব প্রস্তর পর্য্যন্ত এমন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা নিতে ব্যাকুল হয়। আর তোমরা মানুষ, তোমরা আরব---তোমাদের কি কর্ত্তব্য নয় এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ান?

প্রতিহিংসা!

আরবদের কণ্ঠে কণ্ঠে 'প্রতিহিংসা' 'প্রতিহিংসা' রব ধ্বনিত হইয়া উঠিল। আরবেরা একসঙ্গে বর্শা তুলিয়া লইয়া এবং তরোয়াল উত্তোলন করিয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রস্তুত হইল। আরবেরা জামিলকে লক্ষ্য করিয়া কহিল:—তুমি আমাদের চালাও, আমরা তোমার হুকুম মেনে চলবো।

জামিল বুঝিল তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে। তাহার তেজোময়ী বাণী আরবদিগকে প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। জামিল যাহা

চাহিয়াছিল, তাহাই হইল—সে আরবদের নেতা হইয়া সগর্ব্বে তাহাদের সম্বোধন করিয়া কহিল—বন্ধুগণ! আমার অনুসরণ কর।

আরবেরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াও এতক্ষণ পর্যাস্ত কিভাবে অগ্রসর হইবে তাহা ঠিক করিতে পারিতেছিল না, এইবার জামিলের নেতৃত্বে তাহাদের সমুদয় ভাবনা দূর হইল। জামিলের আদেশে একসঙ্গে 'আল্লা'! 'আল্লা'! 'আল্লা'! উচ্চারণ করিতে করিতে তুর্কীদিগকে আক্রমণ করিতে ছুটিয়া গেল।

দূর হইতে তুর্কীরা আরবদের দেখিতে পাইয়াছিল। কিন্তু কিসের জন্য ইহারা বেগে ছুটিয়া আসিতেছে তাহা প্রথমটায় বুঝিতে পারে নাই।

আরবেরা উটের পিঠে চড়িয়া শত্রুদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য বর্শা হাতে ছুটিয়া আসিল। তাহারা এত বেগে আসিয়াছিল যে তুর্কীরা কিরূপে এই আক্রমণের গতি প্রতিরোধ করিবে তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। পিস্তল এবং তরোয়ালের সাহায্য ব্যতীত এ সময়ে তুর্কীদের আত্মরক্ষা করিবার অন্য কোনরূপ উপায় ছিল না। আর একটা অসুবিধা এই ছিল যে, তুর্কীরা সকলেই মাটিতে ছিল আর আরবেরা উটের উপরে চড়িয়া আসিয়াছিল। জিবারের অধিবাসীদের প্রতি তুর্কীরা যেরূপ ভাবে আক্রমণ করিয়াছিল এই আক্রমণ যেন তাহার চেয়েও অনেক বেশী অতর্কিত এবং ভয়ঙ্কর!

ডিক্ একজন আরবের পশ্চাতে একটী উটের উপর বসিয়াছিল! সেই আরবটী ডিকের কথা একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিল। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই ডিক্ ও তাহার সঙ্গী আরব যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল। সৌভাগ্যক্রমে ডিকের হাত মুক্ত ছিল। শত্রুপক্ষের একটা পিস্তলের গুলি উটটীর পায়ে লাগায় উটটী একেবারে উল্টিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। তাহার ফলে ডিক্ও মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল। সে যেমন মাটিতে গড়াইয়া পড়িল সেই মুহূর্ত্তেই একটা তরোয়াল তাহার মাথার উপর দিয়া ঘুরাইয়া কে একজন তাহার পাশ দিয়া চলিয়া গেল। ডিক্ উঠিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল মাটির কাছে একখানা তরোয়াল ও একটী বর্শা পড়িয়া আছে। সে তরোয়াল ও বর্শা উঠাইয়া লইল।

দুই পক্ষে ভীষণভাবে লড়াই চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে তুর্কীরা পরাজিত হইয়া—বেগে পলাইতে আরম্ভ করিল। ডিক্ একবার দুইজন তুর্কীর আক্রমণ হইতে কোনরূপে রক্ষা পাইয়াছিল। সে কোথায় কোন্ দিকে জামিল যুদ্ধ করিতেছে তাহাই লক্ষ্য করিতেছিল। এমন সময়ে সে দেখিল যে তাহার নিকট হইতে একটু দূরে একটা উটের পিঠে চড়িয়া জামিল আরবদিগকে পরিচালিত করিতেছে। জামিল ও ডিক্‌কে দেখিতে পাইয়াছিল। সে ডিক্‌কে কহিল—আমাদের জয় নিশ্চিত, তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনি আস্‌ছি।

এই সময়ে দূরে দূরে দুই একজন তুর্কীর সহিত দুই একজন আরবের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ হইতেছিল। এখানে সেখানে চষা ক্ষেতের উপর নদীর বুকের বালুকা-শয্যায় তুর্কী ও আরবের রক্তাক্ত মৃতদেহ গড়াগড়ি যাইতেছিল। তুর্কীরা সহরের পল্লীতে পল্লীতে যে আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছিল তাহার ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া অদূরবর্ত্তী পাহাড়গুলিকেও ভীষণতর রক্তাভায় রঞ্জিত করিয়াছিল।

তুর্কীরা পরাজিত হইয়া আরবদের নিকট কৃপা-ভিক্ষা করিল। ইহাতে সমবেত আরবগণ এমনভাবে বিজয়োল্লাস জ্ঞাপন করিল যে তাহাদের সেই রণ-বিজয়ের আনন্দধ্বনিতে মনে হইল বুঝি শত বজ্ররবও তাহার কাছে হার মানে।

যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। রক্তাক্ত কলেবরে বিজয়ী আরবেরা জামিলকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের সারা শরীরে আঘাত ও রক্তের চিহ্ন, আর স্রোতের মত ঘাম ঝর ঝর্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। নাছুরির অধিবাসী আরবগণ জামিলকে এক-বাক্যে অনুরোধ করিল—তুমি আমাদের সকলের সর্দ্দার হও।

জামিল অবিচলিত কণ্ঠে ডিক্‌কে দেখাইয়া বলিল,—এই তোমাদের সর্দ্দার। আমি তোমাদেরই একজন।

ডিক্ বলিল—সুলতান কোথায়? উত্তর হইল—মৃত।

—রশিদ—বে?

উত্তর আসিল তাঁহারও একই অবস্থা।

রণক্ষেত্রে অসংখ্য তরবারি এবং যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্র সব পড়িয়াছিল। জামিল

বলিল এই সব অস্ত্র-শস্ত্র আরবের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য আরববাসী গৌরবের সঙ্গে ধারণ কর্‌বে। শোন ডিক্! তুমি আমাদের সর্দ্দার। আমাদের এই যুদ্ধে তুমি হবে আমাদের অধিনায়ক।

ডিক্ চুপ করিয়াছিল, সে একটী কথাও বলিল না। তাহার হাতে তখনও একখানি রক্ত মাখানো তরোয়াল শোভা পাইতেছিল। আরবদের স্বাধীনতাকামী লরেন্সের সহায় হইবে সে, এই আনন্দে তাহার চিত্ত ভরিয়া উঠিয়াছিল।

দ্বাদশ অধ্যায়

একটা বড় দুঃসংবাদ সর্দ্দার

সে রাত্রিতে তাহারা ধ্বংসপ্রায় নগরীর একদিকে একটী পাহাড়ের নীচে তাঁবু ফেলিল। কেমন করিয়া যে তাহারা জিবারে জয়ী হইতে পারিল তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া বোধ হইতেছিল। তুর্কীরা সহরে আগুন ধরাইয়া দেওয়ার ফলে সহরটি একেবারে ভস্মস্তূপে পরিণত হইতে চলিতেছিল।

ডিক্ তাঁবুর ভিতরে একখানি গালিচার উপর বসিয়াছিল। তাহার পাশে জামিল, কাশিম এবং নাছুরীদের একজন প্রধান সর্দ্দার, নাম তার ইব্‌নাহল। তাহাদের পশ্চাতে হাতে একটা রূপার প্রদীপ লইয়া একজন ক্রীতদাস দাঁড়াইয়াছিল। আর সম্মুখে মাটীর উপরে কতকগুলি দলিলপত্র ও মানচিত্র

পড়িয়াছিল। ডিক্ কেবল যে তাহার হারানো নক্সাখানি ফিরিয়া পাইয়াছিল তাহা নহে, সেই সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক দরকারী কাগজপত্র ও তাহাদের হাতে পড়িয়াছিল। কি ভাবে তুর্কী সৈন্যেরা তাহাদের অভিযান চালাইবে এবং কি ভাবে মালপত্র ও রসদ ইত্যাদি সরবরাহ হইবে এ-সমস্তই ঐ সকল কাগজ পত্রের ভিতর পাওয়া গিয়াছিল।

ডিক্ একখানা মানচিত্র দেখিয়া বলিতেছিল মদিনা-শরীফ এখনও শত্রুদের হাতে-হেজাজের রেলপথও অনেকটা তাহারাই দখল করিয়া আছে। মদিনার একশো মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ইয়েংবো বন্দর ইংরেজের হাতে। লরেন্স এখন বিল্লি প্রদেশের ওরেজ সামুদ্রিক বন্দরের দিকে এগোচ্ছেন। সেখান থেকে প্রায় চার পাঁচশো মাইল পথ ঘুরে আকাবাতে আসবেন। যদি তিনি সিরিয়ার মরুভূমি নিরাপদে অতিক্রম করতে পারেন তাহলে ডামাস্কাসে এসে পৌঁছাবেন।

জামিল কহিল—তাহলে আমাদের খুব তাড়াতাড়ি চল্লেও কুড়ি দিনের আগে লরেন্সের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হবেনা।

ডিক্ কহিল—আমি ঠিকভাবে গুণে কিছু দেখিনি। তবে আমার মনে হয় আমাদের এখন সোজাসুজি লরেন্সের কাছে যাওয়া ঠিক্ হবে না।

জামিল বাধা দিয়া বলিল - কেন, বল তো ?

ডিক্ বলিল তোমার যদি ইচ্ছে হয় তুমি যেতে পার। আমি তুর্কীদের হাতে যে রেলপথ রয়েছে সেটা দখল করতে চাই। যদি একশো লোক পাই অবশ্য যারা বেশ সাহসী এবং যুদ্ধ করতে দড়। তবেই আমার এই সঙ্কল্প সফল করতে পারি। কথাটা এই যে, যদি আমি রেলপথটা হাতে নিতে পারি তবে তুর্কীদের সৈন্য, রসদ এ-সব উত্তর দিক থেকে আর এদিকে আস্তে পারবেনা।

জামিল ভীতভাবে বলিয়া উঠিল—আমি কিন্তু, সর্দ্দার, তোমার সঙ্গে থাকবো।
—আমিও কিন্তু, কাশিম কহিল।

ডিক্ বলিল—যেমন তোমাদের ইচ্ছা। আমার বন্ধু ইবনাহাল নাসুরীদের নেতা হয়ে যাবেন আর আমি চাই বাছাই করা একশো জন যোদ্ধা। তুর্কীদের সঙ্গে অনেক কামান-বন্দুক, বিস্ফোরক আর অনেক শিক্ষিত সৈন্য আছে।

জামিল কহিল—তুমি আমাদের দলের ভেতর থেকে একশো জন বেশ বাছাই সৈন্য পাবে। কখন রওনা হতে চাও?

ডিক্ বলিল—কাল খুব সকালে আমরা যাব রেলপথ দখল করতে। আমার এই ব্যবস্থায় তোমাদের কোনও অমত নাই তো?

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাহাদের সলা পরামর্শ চলিল। শেষটায় পরের দিন সকাল বেলা যখন তাহারা নিজেদের লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইবে, এমন সময়ে জামিল বলিল—একটা দুঃসংবাদ, সর্দ্দার, ডিক্ ব্যগ্রভাবে কহিল—কি সে দুঃসংবাদ?

জামিল বলিল এই মাত্র জানতে পারলাম মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে রশিদ-বে নাই।

ডিক্ হাসিয়া বলিল—তবে সে পালিয়েছে।

জামিল ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল—বাছাধনের বেশী দূর যেতে হবে না। তাকে এই মরুভূমির পথেই কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই নাগাল পাব।

সূর্য্যের কিরণে ঝলসিত রেলপথকে দেখা যাইতেছিল যেন একটি বিরাট সাপ কুণ্ডলী পাকাইয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। সেই পথের দুইদিকে পর্ব্বতশ্রেণী—সেই পাহাড়ে গাছ-পালা কিছুই নাই। মরুভূমির প্রকৃতি তাহার পাহাড় পর্ব্বতগুলিকেও অনুর্ব্বর এবং বিভীষিকাময় করিয়া তুলিয়াছে। ডিক্ একস্থানে উট হইতে নামিল। নামিয়া সেই স্থানটী বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিতে লাগিল।

ডিক্ কহিল এই জায়গাটী বেশ। জামিল বিস্ময়ের সহিত তাহার মুখের দিকে চাহিল। সে যেন কথাটী ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছিল না। আজকালকার দিনে যুদ্ধ হইতেছে বৈজ্ঞানিক ব্যাপার। সেকালের মত হাতাহাতি যুদ্ধের রীতি নাই। মরুভূমির অধিবাসী জামিল যে চিরকাল আরবের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তেজে দীপ্ত মরুভূমির বুকেই জন্মাবধি জীবন কাটাইয়া আসিয়াছে, সে আরবের বাহিরে যে একটা পৃথিবী আছে, মানুষ আছে, বিজ্ঞান আছে এবং বিজ্ঞান কত নূতন নূতন সৃষ্টি করিতেছে অভিজ্ঞতা ছিল না। পশ্চিমের যুদ্ধের রীতি বোমা মারিয়া গাড়ী চলাচলের পথ বিনষ্ট করার কথা সে জানিত না।

সঙ্গী বেদুইনেরা যাহারা একজনের পর একজন এমনি করিয়া উটের পিঠে চড়িয়া

পিছনে আসিতেছিল, তাহারা সূর্য্যের প্রখর আলো হইতে চক্ষু বাঁচাইবার জন্য হাত দিয়া চক্ষু ঢাকিয়া লইয়া—দূর হইতে বুঝিতে পারিতেছিল না কেন ডিক্ এইস্থানে অবতরণ করিল। বেদুইনেরা এই বালক ডিক্‌কে ভাবিতেছিল বয়সে ছোট হইলেও সে যেন একটা যাদুকর।

কতদিন হইল তাহারা জিবার ছাড়িয়া আসিয়াছে—কতদিন হইল নাসুরীর অধিবাসী বেদুইনেরা তাহাদের সঙ্গ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে—হয়তো এতদিনে ইবনাহালের সহিত লরেন্সের দেখা হইয়া থাকিবে। ডিক্ খুব তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইতেছিল না—সে ভাবিতেছিল এই বুদ্ধিমান, সাহসী এবং বলবান বেদুইনদিগকে কি ভাবে মেসিনগান ইত্যাদি চালনা করিতে শিক্ষা দিবে।

নিশীথ-অভিযান

এতদিনে মনের ভিতর সে যে গোপন আকাঙ্ক্ষা পুষিতেছিল তাহা পূর্ণ হইবার সুযোগ ঘটিল। আরবের এই অঞ্চলের নাম এজেবা। এই জায়গাটী বেশ। এখানে তাহারা অনায়াসে বিস্ফোরক মাটীর নীচে পুতিয়া রাখিতে পারিবে আর চারিদিকে ছোট বড় সব পাহাড় থাকায় সহসা শত্রুপক্ষীয় লোকের দৃষ্টিপথে পড়িবাব কোনও সম্ভাবনা থাকিবে না। ডিক্ জামিলকে কহিল—এই পাহাড়ের চারিদিকে লোকদের থাকবার ব্যবস্থা করতে হবে। আর পাহাড়ের গায়ে গায়ে মেসিনগান সাজিয়ে রাখ্‌তে হবে এমন ভাবে, যেন আগু পিছু যেদিক থেকেই শত্রু আসে না কেন তাদের গতিরোধ করা যেতে পারে।

জামিল বাধা দিয়া কহিল—শত্রু! এখানে শত্রু আসবে কোথা থেকে? তুমি এই মেসিনগান গুলো আকাশে ছুড়বে নাকি? এই বলিয়া সে দুই হাত আকাশের দিকে তুলিয়া দেখাইল।

ডিক্ হাসিয়া বলিল—তুমি ব্যাপারটাকে যত বড় অসম্ভব বলে হেসে উড়িয়ে দিচ্ছ, দেখবে ব্যাপারটা দাঁড়াবে অন্য রকম।

এইবার জামিল তাহাদের সর্দ্দার ডিকের আদেশ পালন করিতে উদ্যোগী হইল। কাশিম এবং আরও কয়েকজন বেদুইন্ তাহার সঙ্গী হইল। এখন তাহারা সত্যকার কাজ আরম্ভ করিয়া দিল। কাজটী গুরুতর। এমন ভাবে মাটীর ভিতর গর্ত্ত করিয়া বিস্ফোরক রাখিতে হইবে যেন বাহির হইতে দেখিয়া কোন সন্দেহ কাহারও মনে না আসে। যে মাটীর উপরে রেলপথ পাতা তাহা যেমন কঠিন তেমনই ছিল শিলাপূর্ণ—এজন্য বিস্ফোরক গুলি গোপনভাবে মাটীর ভিতর পুতিয়া রাখিতে দীর্ঘ সময় লাগিল। বিস্ফোরকের সহিত সংযুক্ত তারগুলি পাহাড়ের একটী গোপনীয় স্থানে লুকাইয়া রাখিয়া তাহার উপর মাটী চাপা দেওয়া হইল। এইভাবে রেলপথের উপর বিস্ফোরক সম্পূর্ণ নিরাপদে স্থাপন করিয়া সকলে পাহাড়ের গায়ে যেখানে তাহারা তাঁবু ফেলিয়াছিল সেখানে যাইয়া রেলগাড়ী সে পথে আসিলে তাহার কি অবস্থা হয় দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

রাত্রি আসিল। কিন্তু রেলগাড়ী আসিবার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। তাহারা তাঁবুর ভিতরে কোনও আগুন জ্বালিল না এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে ঘাঁটীতে উপযুক্ত সাহসী প্রহরী রাখিয়া দিল যাহাতে কোনরূপ বিপদের সম্ভাবনা দেখিলেই তাহাদের সংবাদ দেওয়া হয়। সে রাত্রিতে ডিক্ বেশ আরামে ঘুমাইল। পরের দিন সকালে উঠিয়া তাহার মনে হইল কি যেন একটা ভুল সে করিয়াছে।

কি ভীষণ স্থান—মরুভূমির এই অঞ্চলটী। কোথাও জীবনের চিহ্ন নাই। রেলপথ দেখিয়া তাহার মনে হইতেছিল বুঝি বা এই পথে রেলগাড়ী চলাচল করে না। তবে কি এ-পথে গাড়ী আসিবে না?

ধীরে ধীরে বেলা বাড়িতে লাগিল। অসহ্য উত্তাপ, দুর্দ্দান্ত বেদুইনেরা নিষ্কর্ম্মা ভাবে চুপচাপ বসিয়া থাকায় কিছু একটা করিবার জন্য অতি মাত্রায় ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল।

তারপর সত্যই দূরে চুক্ চুয়াং ভোস্ ভোস্ শব্দ করিতে করিতে একটা এঞ্জিন আসিতেছে বোঝা গেল। একজন প্রহরী এই শব্দ শুনিয়া নিশানা করিয়াছিল। ডিক্ দাঁড়াইয়া উঠিল এবং উৎসুক ভাবে গাড়ীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। পাহাড়ের আড়াল দিয়া সে দেখিতে পাইল এঞ্জিন অতি দ্রুত বেগে উচু হইতে নীচের দিকে নামিতেছে। সে যেখানে দাঁড়াইয়াছিল তাহার অল্প দূরেই রেলপথের একটা বাঁক। কিছুক্ষণের জন্য এঞ্জিনটা তাহাদের দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেল।

ডিক্ ব্যস্তভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিল। তাহার মনে হইতেছিল যদি তাহার অনুমান মিথ্যা হয় তবে— ?

এই চিন্তা সে জোর করিয়া মন হইতে তাড়াইয়া দিল। সে যে ভাবে বিস্ফোরক কয়টী রেলপথে নিহিত করিয়া রাখিবার উপদেশ দিয়াছিল যদি সেই ভাবে রাখা হইয়া থাকে তবে তাহা ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। তাহার দলের লোকেরা এমন ভাবে লুকাইয়াছিল যে, গাড়ীর যাত্রীদের মধ্য হইতে কাহারও তাহাদের দেখিবার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। সহসা এঞ্জিনের বাঁশির কর্কশ স্বর চারিদিকের পাহাড়গুলির নিস্তব্ধ বুকে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

এইবার এঞ্জিনখানি ডিকের দৃষ্টিপথে পড়িল। নেহাৎ সেকেলে ধরণের গাড়ী। এঞ্জিন চালকের ঘরে তিনজন সৈনিককে দেখা যাইতেছিল আর বন্ধ গাড়ীর ফুকর হইতে বন্দুকের নল বেশ পরিষ্কার ভাবে দেখিতে পাইয়া ডিক্ বুঝিতে পারিল যে ইহা একখানা সৈনিক বোঝাই গাড়ী। এখন গাড়ীখানা তাহারা যে স্থানে বিস্ফোরক পুতিয়া রাখিয়াছিল সেখানে আসিল। ডিক্ তাড়াতাড়ি বৈদ্যুতিক বিদীর্ণক যন্ত্রটী টানিবামাত্র ভীষণ শব্দে বিস্ফোরক বেগে ছুটিয়া আসিল। এঞ্জিনখানা মাটী হইতে শূন্যে ছুটিয়া গেল। বালি ও পাথর চারিদিকে নক্ষত্র বেগে ছিট্‌কাইয়া পড়িতে লাগিল। এঞ্জিনের গায়ের লোহার পাত ও চাকাগুলি ছুটিয়া নানাদিকে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

আবার বজ্র নিনাদ! আর একটী বিস্ফোরক গর্জ্জিয়া উঠিল। কিছুক্ষণের জন্য ধোঁয়া ছাড়া আর কিছুই দেখা যাইতেছিল না। ধোঁয়া অনেকটা সরিয়া গেলে দেখা গেল এঞ্জিনটা একপাশে পড়িয়া আছে। এঞ্জিনের পিছনে সার বাধা, শিকলি

বাঁধা গাড়ীগুলো ভাঙ্গিয়া চুরিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে। এরূপ বিদীর্ণ গাড়ীর ভিতর হইতে লোকেরা বাহির হইবার জন্য পাগলের মত চীৎকার করিতেছিল। কিন্তু কে বাহির হইবে, কাহারও বুকের ভিতর দিয়া লোহার শলাকা ঢুকিয়া গিয়াছে, কাহারও হাত কাটিয়াছে, আর অনেকে বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গেই ছিটকাইয়া পড়িয়া মাটী চাপা পড়িয়াছে।

একখানা গাড়ী শুধু খাড়া ছিল। সে গাড়ীর লোকেরা ভাঙ্গা দরজার ভিতর দিয়া বাহির হইতেছিল। তাহারা বন্দুক হাতে উন্মত্তের মত মরুভূমির পথে ছুটিতে যাইতেছিল। এমনি সময়ে জামিল তাহার দলের লোকদের কি যেন কি ইঙ্গিত করিল।

পলক মধ্যে দুইটি মেসিন গান গর্জ্জিয়া উঠিল আর সঙ্গে সঙ্গে নিরুপায় সৈন্যগণ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া চিরদিনের জন্য বালুকা-শয্যায় আশ্রয় লইল।

কি বীভৎস এই দৃশ্য! কিন্তু ইহাই হইতেছে যুদ্ধ। তুর্কীদের সঙ্গে দুর্ব্বল আরবেরা কি করিয়া যুঝিতে পারে? শুধু কৌশলেই তাহারা এইবার বিজয়ী হইল।

আরবেরা এইরূপ বিজয়ের আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা নিজ নিজ বাসস্থান হইতে বাহির হইয়া পড়িল—বন্দুক ও কামান পড়িয়া রহিল। তরোয়াল হাতে তাহারা গাড়ীর দিকে ছুটিয়া চলিল। তাহারা ভাবিয়াছিল এই গাড়ীতে যেমন বন্দুক কামান এবং যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম রহিয়াছে বুঝি-বা তেমনই টাকাকড়িও রহিয়াছে।

জামিল ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—আমরা কি নীচে নাববো?

ডিক্ আপত্তি করিল। দুর্দ্দান্ত বেদুইনেরা বেগে ঘটনাস্থলে চলিয়া গেল। তাহারা লুঠতরাজ আরম্ভ করিয়া দিল। তাহারা আনন্দে চীৎকার করিতে লাগিল। বোধ হয় দশ বারো জনের বেশী লোকের জীবন এই দুর্ঘটনায় রক্ষা পায় নাই। তাহারা মরুভূমির দিকে ছুটিতেছিল, কিন্তু রক্তপিপাসু দুর্দ্দান্ত বেদুইনেরা এই বিজয়োল্লাসে এমনই উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল যে তাহারা কাহাকেও বাঁচিতে দেয় নাই।

জামিল প্রসন্ন-দৃষ্টিতে ডিকের দিকে চাহিল। আনন্দে তাহার চোখ দুইটী জ্বলিতেছিল। সে কহিল—আল্লা! আমাদের সহায়! আমরা এমন ভাবে জয়ী হবো তা ভাবতেও পারি নাই। আমাদের সঙ্গে তো বিস্ফোরক এখনও প্রচুর রয়েছে।

ডিক্ বেদুইনদের লুঠতরাজ দেখিতেছিল। লোকগুলি উটের পিঠে বোঝার উপর বোঝা চাপাইতেছিল। ডিক্ কহিল—কি অন্যায়, এই সব বস্তা কোথায় যাবে, কি করে নেবে? আমাদের সঙ্গে তো নেবার সুবিধা হবে না।

জামিল হাসিয়া বলিল—বেচারাদের একটু আনন্দ করতে দাও সর্দ্দার। এমন সময়ে তাহারা দেখিতে পাইল কাশিম এবং আর দুইজন বেদুইন একটী ভারী বাক্স লইয়া টানাটানি করিতেছে। কাশিমের মাথায় একটী তুর্কী টুপী। সে 'ওয়া' 'ওয়া' করিয়া চীৎকার করিতেছিল। জামিল কহিল—এ কি ব্যাপার?

কাশিম আনন্দে হাত পা ছুড়িয়া জামিলের দিকে চাহিয়া কহিল—শেখ্, সোনা, সোনা, সোনা, দেখেছ কেমন ভারী?

কাশিমের অনুমান মিথ্যা নয়। বাক্সটা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে পর দেখা গেল সীসের পাতের নীচে থলি ভরা স্বর্ণ মুদ্রা—এত অর্থ যে ইহা দ্বারা আরবের অন্যান্য অধিবাসীদেরও নিজ পক্ষে আনা যাইতে পারে।

ডিক্ একটী কথাও বলিতেছিল না। সে গম্ভীর ভাবে বেদুইনদের কার্য্যাবলী দেখিতেছিল—সে স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছিল—এ কি আশ্চর্য্য!

এমন সময় দূর হইতে আবার শোনা গেল এঞ্জিনের বংশী-ধ্বনি। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল বেগে একখানা গাড়ি ছুটিয়া আসিতেছে।

ডিক্ দুই হাত পিছু হটিয়া গেল। সে কম্পিত কণ্ঠে বলিল—আবার গাড়ী আস্‌ছে। যদি এই গাড়ীতে সৈন্য থাকে।

জামিল মাথা নাড়িল। সে তাড়াতাড়ি তাহার তরোয়ালের বাটে হাত দিল। বেদুইনেরা সব ইতস্ততঃ নানাদিকে বিক্ষিপ্ত ভাবে অবস্থান করিতেছিল। মেসিন গান গুলির কাছে কোনও লোক ছিল না। উটগুলি ভয়ে চীৎকার করিয়া ছুটিতেছিল। যদি সত্য সত্যই এই দ্বিতীয় গাড়ীখানার ভিতরে সৈন্য থাকে তাহা হইলে কি হইবে?

পর মুহূর্ত্তে গাড়ী বাঁক ঘুরিয়া আসিয়া একস্থানে থামিয়া পড়িল। এঞ্জিনের পিছনে বড় বড় গাড়ী। আর গাড়ীর জানালা দিয়া বন্দুকের সঙ্গীন গুলি রৌদ্র কিরণে ঝলমল করিতে লাগিল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ঝড়ের মুখে

যে গাড়ীখানা দাঁড়াইয়াছিল সেই গাড়ী হইতে একদল সৈন্য বাহিরে আসিল। তাহাদের বন্দুকের শব্দ নিস্তব্ধ মরুভূমির বুকে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

ডিক্ হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল—কি যে করিবে তাহা সহসা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। সে দেখিতেছিল আরবেরা এখানে-সেখানে বিচ্ছিন্ন ভাবে বিচরণ করিতেছে। এখন যদি শত্রুসৈন্য তাহাদিগকে আসিয়া আক্রমণ করে তাহা হইলে কিভাবে এই আক্রমণের গতি প্রতিরোধ করিবে!

জামিল ডিক্‌কে কহিল—এখন আমরা কি কর্‌তে পারি? ডিক্ গম্ভীরভাবে কহিল—যদি আমরা আমাদের দলের লোকদের একসঙ্গে জড় কর্‌তে পারি আর মেসিন

গান ছুঁড়্‌তে পারি তবে নিশ্চয়ই পূর্ব্বের ন্যায় এ গাড়ীখানার অধিকারীদেরও পরাজয় করা অসম্ভব নয়। কিন্তু তোমার লোকেরা যদি না আসে তবে কি হবে কে জানে!

শেখ্ জামিল উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল—তুমি নিশ্চয় জেন ডিক্, তারা পালাবেনা—তারা এসে মিলিত হবে।

তাহার কথাই সত্য হইল। ডিক্ ও জামিল একটা উচু বালিয়াড়ীর উপর দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছিল, তাহারা দেখিতে পাইল কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে আরবেরা ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের মত লুণ্ঠনের দ্রব্যাদি লইয়া মারামারি কাটাকাটি করিতেছিল—তাহারাই বন্দুকের শব্দ শুনিবা মাত্র ছুটিয়া আসিয়া একসঙ্গে মিলিত হইল—শুধু মুহূর্ত্তের মধ্যে আপনাদের লুণ্ঠিত দ্রব্যগুলি বালির ভিতর লুকাইয়া ফেলিয়াছিল। এইবার তাহারা সকলে শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

ট্রেনখানি একটা পাহাড়ের নীচে স্থির ভাবে দাঁড়াইয়াছিল। এখন কথা হইতেছে গাড়ীর ভিতরে যে-সব তুর্কীসৈন্য ছিল তাহারা যদি খুব বেগে ছুটিয়া আসিয়া আক্রমণ করে তবে তাহারা কোনরূপেই বাঁচিতে পারে না। এদিকে তুর্কীরা খেয়াল মত লক্ষ্যহীন ভাবে গুলি ছুঁড়িতেছিল। এখন যদি ডিক্, জামিল ও তাহার দলের লোকেরা একটা উচু পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়া শত্রুদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িতে পারে তবে কোনরূপেই শত্রুরা তাহাদের বিধ্বস্ত করিতে পারিবে না। এইরূপ মনে করিয়া ডিক্ তাড়াতাড়ি একটা পাহাড়ের উপর যাইয়া উপস্থিত হইল। একটি পাহাড়ের উপর ডিক্ ও জামিল পঞ্চাশ জন বেদুইন লইয়া শত্রুদের আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল আর অন্য একটি পাহাড়ের উপর রহিল অপর একদল বেদুইন।

এইভাবে সমুদয় ব্যবস্থা হইয়া গেলে পর জামিলের দিকে চাহিয়া ডিক্ বলিল—তোমার লোকেরা আমার হুকুম মেনে চল্‌বে ত? জামিল গর্ব্বিতভাবে বলিল—বেদুইনেরা প্রাণ দিতে জানে কিন্তু মিথ্যা কাকে বলে তারা জানে না। ডিক্ হাসিয়া বলিল—তবে তুমি তাদের শুধু এই কথাটা জানিয়ে দাও আমি যখন হুকুম করবো তখন যেন তারা শত্রুদের লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে।

এমন সময় দেখা গেল, একদল খাকী পোষাক পরা তুর্কীসৈন্য সঙ্গীন খাড়া করিয়া

দ্রুতবেগে তুইটি পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী সমতলভূমির ভিতর দিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। তাহারা দলে খুব বেশী ছিল না। বোধ হয় ঐ তুর্কীরা ভাবিয়াছিল যে এখানে বেতুইনেরা সংখ্যায় বেশী নাই। এইজন্য প্রায় একশতের উপর তুর্কীসৈন্য গাড়ী পাহারা দিতে ছিল।

কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য সবই স্তব্ধভাব ধারণ করিয়াছিল—কোনদিকে কোন শব্দ ছিল না। শুধু মরুভূমির দিগন্ত প্রসারিত বুকের উপর দিয়া কি যেন কাহার একটা করুণ রাগিণী ভাসিয়া আসিতেছিল।

সঙ্গীন খাড়া করিয়া তুর্কী সৈন্যরা বেগে ছুটিয়া আসিতেছে

তুর্কীরা বেশ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ছুটিয়া আসিতেছিল। তাহারা পূর্ব্বে বোধ হয় ভাবিতেও পারে নাই যে এই মরুভূমির মধ্যে একদল শত্রু তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে।

ডিক্ ও জামিল তাহাদের দলবল লইয়া এমন একটি সুরক্ষিত পাহাড়ের উপর

অবস্থান করিতেছিল যে তাহারা নীচের দিক্‌কার সব কিছুই দেখিতে পাইতেছিল কিন্তু নীচের লোকদের পক্ষে তাহাদের দেখিবার কোন সুযোগ ছিল না। ডিক্ যেমন দেখিতে পাইল যে শত্রু সৈন্য তাহাদের নাগালের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তখন সে জামিলের দিকে চাহিয়া বেদুইনদিগকে উদ্দেশ করিয়া কহিল---Fire!

যেমন বলা,—অমনি বেদুইন দলের প্রায় একশত বন্দুক গর্জ্জন করিয়া উঠিল। তুর্কী সৈন্যেরা এমন একটা আক্রমণের আশঙ্কা করে নাই সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কাজেই তাহারা এইরূপ আক্রমণে কি যে করিবে তাহা কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। কতক সৈন্য গুলির আঘাতে প্রাণ হারাইল, কতক সৈন্য আবার প্রাণরক্ষার জন্য অতি দ্রুত গাড়ীর দিকে ছুটিয়া চলিল--এক কথায় তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল।

ডিক্ পূর্ব্বেই আরবদের সতর্ক করিয়া দিয়াছিল তাহারা যেন বিজয়ের উল্লাসে বিচলিত হইয়া নীচে নামিয়া দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হয়! যদি সেইরূপ কিছু করে তবে তাহাদের পক্ষে বিজয়ী হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িবে। এই জন্য সে কড়া হুকুম দিয়াছিল যেন তাহারা নিজ নিজ স্থান পরিত্যাগ না করে। তুর্কিদের ছত্রভঙ্গ হইতে দেখিয়া বেদুইনেরা পূর্ব্ববারের ন্যায় লুন্ঠতরাজ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িল এবং তাহারা কোনরূপেই নিজ নিজ স্থানে স্থিরভাবে থাকিতে চাহিতেছিল না।

ডিক্ তাহাদের মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছিল তাহার--হাতের কাছে যে মেসিনগান্ যেমন ছিল তেমনি রহিল সে উহা ছাড়িতে ব্যগ্র হয় নাই। সে জানিত যে এই সৈন্যবাহী ট্রেণখানি এমন ভাবে গড়া যে কোনরূপেই গুলি ছুঁড়িলে তাহা বিদ্ধ হইতে পারিবে না। কাজেই তাহারা যদি সম্বলহীন হইয়া পড়ে তবে এই মরু-ক্ষেত্রে সকলেরই—বালুকাশয্যায় চিরনিদ্রিত থাকিতে হইবে। তখন কি হইবে কে জানে! ডিক্ যখন এইরূপ ভাবে ভবিষ্যতের চিন্তা করিতেছিল সেই সময়ে একজন বেদুইন হামাগুড়ি দিতে দিতে তাহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং উত্তেজিত ভাবে কহিল,—শোন সর্দ্দার, আমাদের দলের লোকেরা ক্ষেপে উঠেছে তারা বল্‌ছে তুমি তাদের লড়াই জিতবার গৌরব থেকে বঞ্চিত কর্‌তে চাইছো।

ডিক্ গর্জ্জিয়া কহিল,—সে বেয়াকুবদের বুঝিয়ে বল তারা ভুল বুঝেছে এখন

আমাদের লড়াই করতে গেলে হটে আসতে হবে। যে করেই হোক্ রাত পর্য্যন্ত সবাইকে চুপ করে থাকতেই হবে।

—তারা দলে যে খুবই কম, আমরা—ডিক্ তাহার কথা শেষ হইতে না দিয়া কহিল,—ভুলে যেওনা যে আমি তোমাদের সর্দ্দার। কি জানি কেন ডিকের ভৎর্সনায় লোকটা বিচলিত হইয়া পড়িল এবং আস্তে আস্তে সে ফিরিয়া গেল। ডিক্ও বিস্ময়ের সহিত দেখিল যে তাহার দলের লোকেরা তাহার আদেশ মানিয়া লইল এবং কেহই শত্রুদের অনুসরণ করিবার জন্য নীচে নামিয়া গেল না।

ডিক্ উৎসুক নেত্রে সৈন্যবাহী গাড়ীখানার দিকে চাহিয়াছিল। এঞ্জিন হইতে কুণ্ডলী পাকাইয়া প্রচুর ধোঁয়া আকাশের গায়ে মেঘের মত ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। অনেকগুলি গাড়ী-ভর্ত্তি যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম ও রসদ—যদি কোনরূপে এই গাড়ীখানা দখল করা যায় তবে তাহারা যে অনেক কিছুই লাভ করিতে পারে! কি অস্ত্র-শস্ত্র, কি খাদ্য-সামগ্রী কিছুরই তাহাদের অভাব হয় না। তবে ইহা কি সম্ভব!

ডিক্ দেখিল মরুভূমির দূর-দিগন্তে পশ্চিম দিকের আকাশে রক্তেরই মত লাল আভা ছড়াইয়া পড়িয়াছে—প্রকাণ্ড গোলাকার সূর্য্য ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাইতেছে। অস্তগামী সূর্য্যের শেষ লোহিত-রশ্মি গুলি পাহাড়ের গায়ে গায়ে একটা গোলাপী-আভা ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

শীঘ্রই রাত্রি হইবে। রাত্রির প্রথম দিকেই কিভাবে এই গাড়ীখানা দখল করা যায় তাহারই একটা উপায় স্থির করিতে হইবে। সে চঞ্চল ও ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। কি করিবে, কি ভাবে কেমন করিয়া জীবন বিপন্ন করিয়া দুঃসাহসিকতার সহিত এই গাড়ীখানা আক্রমণ করা যায়!

কেন পারবো না—যদি গাড়ীখানা দখল করতে পারি তা'হলে যুদ্ধের ইতিহাসে আমার নাম অমর হয়ে থাকবে। তুর্কী সৈন্যেরা সংখ্যায় তিন চার শতের কম হবে বলে মনে হচ্ছে না—তাদের সঙ্গে সাম্‌না-সাম্‌নি যুদ্ধ করা চলে না! তবে উপায়! সে উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—জামিল! জামিল তাহার নিকট আসিয়া কহিল—কি আদেশ সর্দ্দার?

ডিক্ কহিল—অমি তোমার পরামর্শ চাই। তুমি তোমার দলের ভিতর থেকে বাছা বাছা বারোজন জোয়ান দিতে পার?

জামিল কঠোর দৃষ্টিতে একবার ডিকের দিকে চাহিল। তাহার পর গম্ভীরভাবে কহিল—তুমি কি এই গাড়ীখানাও উড়িয়ে দিতে চাও নাকি?

—হাঁ তাই।

কিন্তু জান কাজটা বড় গুরুতর। আর অতি দ্রুত কাজ সেরে ফেল্‌তে হবে। তাই তোমার কাছে বুদ্ধিমান চতুর বারোজনের কথা বল্‌ছি।

জামিল একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—দেখ, আমি তোমাকে লোক দেবো। বাছা বারোজন লোকই পাবে কিন্তু তাদের কাছে কিছু বলা হবেনা কি কাজের জন্য তাদের তুমি নিচ্ছ। আমি জানি আমার হুকুম তারা মেনে নিতে দোষ গুণ কিছুরই বিচার করে না। তোমার উদ্দেশ্যটা কি—কিভাবে কাজ করবে এবার আমায় বল।

ডিক্ হাসিয়া কহিল—তবে শোন।—

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

বিস্মৃতির বুকে

ডিক্ বলিল,—আমি কি চাই শোন,—যখন চারিদিক অন্ধকারে ছেয়ে ফেল্‌বে আমরা হামাগুড়ি দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই গাড়ী গুলির নীচে বিস্ফোরক এমনভাবে রেখে দেব যে আমরা লড়াই করে এদের যতটুকু না ক্ষতি করতে পারবো তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতি আপনা হতেই হবে।

—কিন্তু কাজটা তো বড় সোজা নয় সর্দ্দার—শত্রুরা আমাদের দিকে নিশ্চয়ই নজর রাখ্‌বে।

ডিক্ বলিল,—সে ভাব্‌না তোমায় ভাব্‌তে হবে না আমিই নিজে এ-কাজের ভার নিচ্ছি।

—তুমি! সে অসম্ভব!

ডিক্ বলিল—হ্যাঁ আমি; শুধু একটি লোক চাই যে আমার সঙ্গী হবে।

জামিল্ নির্ভীকভাবে বলিল—আমি তোমার সঙ্গী হব।

—না, না, কাশিম আমার সঙ্গে যাবে। এ-কথায় তুমি এটা মনে করোনা যে, তোমার এমন গুরুতর কাজ কর্‌বার সাহস নেই। —তুমি জান, বুঝ্‌তেই পার যদি আমাদের কোন বিপদ হয় তবে কে তোমার এই দলের লোকদের চালিয়ে নেবে? — আমি জানি, তুমি মরুভূমির বেদুইন যে মরণকে ডরায় না। তুমি শেক্ যাকে সকলে মানে—যার আদেশ মেনে চল্‌তে আরবেরা এতটুক্ ইতস্ততঃ করবে না।

জামিল্ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল, তারপর ডিকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—খোদার যা মর্জ্জি তাই হবে।

কাজটা ত সোজা ছিলনা। মরুভূমির সে অঞ্চলের বালু ছিল পাথরে ভরা। পাথর ও বালুতে মিশানো মাটী খুঁড়িতে গেলেই একটা শব্দ হওয়া স্বাভাবিক। অথচ এ-কাজটা এমনভাবে করা দরকার যাতে কোনরকমে শব্দ না হয়। ডিক্ সাজসরঞ্জাম অর্থাৎ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সব সংগ্রহ করিয়া লইল। আর সে আরবদের আদেশ দিল তাহারা যেন পাহাড়ের ঢালু যায়গায় বেশ সতর্কভাবে প্রস্তুত থাকে। কেন-না এবারকার বিস্ফোরণটা বড় সোজা রকমের হবে না।

ডিক্ চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার মনে এখন শুধু একমাত্র চিন্তা হইল কি ভাবে কেমন করিয়া সে এত বড় একটা কাজ করিবে। সে-দিন ছিল অন্ধকার রাত্রি, আকাশে চাঁদ ছিল না আর কেমন একটা ধূসর ছায়া আকাশের গায় তারাগুলিকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। —বুঝি এমনি অবস্থার মধ্যে সুদূর উত্তরের—বালুকাময় মরুভূমির মধ্য দিয়া লরেন্স ডামাস্কাসের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। আজ এই রাত্রিতে যদি সে তুর্কীদের গাড়ী ধ্বংস করিতে পারে তবে তাহার এই জয় জিবার জয় অপেক্ষা কোনরূপেই কম হইবে না। এ-সময়ে তারের কুণ্ডলী

পাকানো বোঝাটী লইয়া লোকগুলি আসিয়া পড়িয়াছিল সে ঐ বোঝাটি কাশিমকে তুলিয়া লইবার জন্য ইঙ্গিত করিল।

ডিক্ বলিতে লাগিল—আমার সঙ্গে কয়েকজন লোক ও নিতে হবে। কি জানি যদি আমাদের কাজ কর্‌বার আগেই কোনও বিপদ ঘটে—তুর্কীরা আমাদের আক্রমণ করে!

জামিল্ বলিল—আমরা গুলি ছুড়্‌বো না।

ডিক্ কহিল—না, না, সে ঠিক হ'বেনা। তোমরা কোনদিকে নিশানা না করে আকাশের দিকে লক্ষ্য করে গুলী ছুড়্‌তে থেকো।

ভীষণ অন্ধকার চারিদিক ঘিরিয়া এমন ভাবে অন্ধকার ঘিরিয়াছিল যে কাছের জিনিষ পর্য্যন্ত দেখা যায় না। দুইজনে বাহির হইয়া পড়িল। ডিক্ আর কাশিম। অন্ধকারের মধ্যে পরিচিত মুখগুলি তাহাদের কাছ হইতে অদৃশ্য হইল।

দুইজনে অতি সন্তর্পণে পাহাড় হইতে নামিতে লাগিল। ঢালু জায়গা দিয়া এমন সতর্ক ভাবে তাহাদের নামিতে হইতেছিল যদি একটু পদস্খলন হয় তবে বিপদ নিশ্চিত। অন্ধকারের মধ্যে মাঝে মাঝে কি যেন কি ভাবে আলোর রেখা ফুটিয়া উঠিতেছিল।

অতি ধীরে ধীরে তাহারা অনেকটা পথ চলিয়া আসিল। ডিক্ দেখিল অন্ধকারের মধ্য দিয়াও দূরবর্ত্তী গাড়ীগুলি দেখা যাইতেছে। মাঝে মাঝে তুর্কীরা বন্দুক ছুঁড়িতেছিল—যদি কোনরূপে শত্রুরা তাহাদের দেখিতে পায় তবে মৃত্যু সুনিশ্চিত। ডিক্ খানিকক্ষণ প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। কাশিম তাহার পশ্চাতে ছিল! ডিক্ মাথা নত করিয়া একেবারে পাহাড়ের কাছাকাছি যাইয়া পৌঁছিল। তারপর সে আস্তে আস্তে কাশিমকে বলিল—সব ঠিক ত?

কাশিমও তেমনি চুপি চুপি কহিল—হ্যাঁ।—তা'হলে—ডিক্ বলিল—এইবার সব ঠিক্ কর। কাশিম আর কথা বলিল না—সে হাঁটু গাড়িয়া অতি সন্তর্পণের সঙ্গে বিস্ফোরক যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিল। তারপর কি হইল?

এঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। তুর্কীরা ভাবিয়াছিল

এই মরুভূমির মধ্যে বেদুইনের পিছু পিছু ছুটিয়া যুদ্ধ করা অপেক্ষা তাহাদের মূল্যবান রসদ ও অস্ত্রশস্ত্রের গাড়ী লইয়া ফিরিয়া যাওয়াই ভাল। সেখানে যাইয়া সংবাদ দিলে এই বিপদের হাত হইতে মুক্তি পাইবার একটা নিশ্চিত উপায় হইবে। এইজন্যই তুর্কীরা গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

ডিক্ নিরাশার সুরে কাশিমকে কহিল—কাশিম, গাড়ী চলে যাচ্ছে যদি এখনও কিছু করা যায় কিনা দেখ। কিন্তু কাশিম কি করিল তাহা সে লক্ষ্য করিতে পারিল না। অন্ধকারের মধ্যে কাশিম কোথায় চলিয়া গেল তাহা তাহার নজরে পড়িল না।

কাশিম নির্ভীক ভাবে অতি দ্রুত জীবনকে মৃত্যুর বুকে বিসর্জ্জন দিবারই জন্য যেন বিস্ফোরক যাহাতে কার্য্যকরী হয় সেজন্য অদৃশ্য হইয়া গেল।

ডিক্ অন্ধকারের মধ্যে চুপ করিয়া ভাবিতেছিল কাশিম কোথায় গেল? এমন সময়—

এমন সময়—আকাশ, বাতাস প্রতিধ্বনিত করিয়া ভীষণ শব্দে ডিকের কান বধির হইয়া গেল। সেদিনকার সেই শোচনীয় দৃশ্য দূর হইতে পাহাড়ের অধিত্যকায় দাঁড়াইয়া আরবেরা দেখিয়াছিল। শত শত পাহাড় বিদীর্ণ হইয়া গেলে যেমন শব্দ হয় তেমনি ভীষণ শব্দে মরুভূমির নিভৃত প্রান্তর ধ্বংসের বজ্রনিনাদে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

এই ভাবে যুদ্ধ শেষ হইল। ডিক্ যুদ্ধ জিতিল কিন্তু কি ভাবে কেমন করিয়া এমন একটা ভীষণ ব্যাপার ঘটিয়া গেল তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না—তাহার এমন শক্তি ছিলনা যে একটী শব্দও উচ্চারণ করিতে পারে। ডিক্ অসীম নির্ভীকতার সহিত তাহার কর্ত্তব্য শেষ করিল।

ডিক্ অনুভব করিল জামিল্ তাহার বুকের উপর ঝুঁকিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে আর সে দেখিতে পাইল সূর্য্যাস্তের মত একটা লোহিত-আভা আকাশের গায়ে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ধীরে ধীরে কোন্ এক বিস্মৃতির আবরণে তাহার নয়ন দুইটী আপনা হইতে নিমীলিত হইল।

পঞ্চদশ অধ্যায়

উড়োজাহাজের আক্রমণ

পনেরো দিন পরের কথা।

দেখা গেল জামিলের দলে মাত্র ষাটজন লোক বাঁচিয়া আছে। তুর্কীদের রসদের গাড়ী ধ্বংস করিতে যাইবার ফলে এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিলেও তাহাদের দিকে লাভ ছাড়া ক্ষতি হয় নাই। এই জয়ে আরবেরা অনেক টাকাকড়ি ও খাদ্য দ্রব্যাদি রসদও অনেক পাইয়াছিল।

ডিক্ বুঝিতে পারিল যে এইরূপ জয়ে তাহারা সাময়িক ভাবে লাভবান হইলেও পরিণামে কিরূপ অবস্থা দাঁড়াইবে তাহা এখন ঠিক করিয়া বলা কঠিন। রণজয়ের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় তাহাদের মনে ও প্রাণে যেইরূপ আনন্দ ও উৎসাহের সৃষ্টি করিয়াছিল

তেমনি তাহারা এইরূপ ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে কিছুদিন বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। একপক্ষ কাল সকলে মিলিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকায় তাহাদের শরীর ও মনে বিশ্রামের মধ্য দিয়াও একটা অবসাদ আসিয়া পড়িয়াছিল। ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়াগুলির যেমন দৌড়াইয়াই অভ্যাস তাহাদের বন্দী করিয়া রাখিলে তাহাদের গতিশীল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল হইয়া আসে তেমনি লড়াইয়ের সিপাহী যাহারা তাহারা চুপচাপ বসিয়া থাকিতে চাহেনা—দীর্ঘ বিশ্রামের ফলে তাহাদের শরীর ও মন দুই-ই অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে। জামিলের দলের লোকগুলিরও অবস্থা কতকটা সেইরূপ হইয়া পড়িয়াছিল।

ডিক্ ভাবিতেছিল এখন কিভাবে কোন্ পথে তাহারা অগ্রসর হইবে। মরুভূমির বিজন প্রান্তরেও এই সংবাদ আসিয়া পৌঁছিয়াছিল যে এ-সময়ে মরুভূমির উত্তরদিকের অধিবাসীদের সঙ্গে তুর্কীদের লড়াই চলিতেছে। আকাবা নামে আরবের উত্তর প্রান্তরস্থিত সামুদ্রিক বন্দরটি তখনও শত্রুদের হাতে ছিল। একদিন বিকাল বেলা জামিল, ডিক্ এবং তাহাদের দলের আরও দুই একজন বিশ্বস্ত লোকের মধ্যে কথা হইতেছিল। যেখানে তাঁহারা কথা বলিতেছিল সেই স্থানের একদিক দিয়া একটি গুপ্ত উৎস মুখ হইতে ঝির্ ঝির্ করিয়া জল উপরের দিকে উৎসারিত হইতেছিল। উহার চারিদিক ঘিরিয়া পাহাড় ততটা গরম ছিল না। জামিল ও ডিক্ কফি পান করিতে করিতে কথা বলিতেছিল। জামিল বলিল—তুর্কীদের প্রধান সেনাপতি ফক্‌রী পাশা (Fakhre Pasha) সম্বন্ধে নানারূপ অদ্ভুত গুজব শোনা যাচ্ছে।

ডিক্ কহিল—শোনা কথা সব সময়ে মেনে নেওয়া চলেনা জামিল—আমরা অন্ততঃ আমার কথা বল্‌ছি দ্বিতীয়বার গাড়ী লুঠ্‌তে বড় বেশী ইচ্ছুক ছিলাম না কিন্তু বাধ্য হয়েই তা' কর্‌তে হয়েছিল। জয়ী হব তা' ভাবিনি—তবে আমাদের পক্ষে খাওয়ার জিনিষ-পত্রের অভাব নেই বলে, এবং অনেক টাকা পেয়েছি বলে চুপচাপ বসে থাকা পোষায় না সকলেরই ত শেষ আছে। আর একথা ভুল্‌লে চল্‌বেনা যে আমাদের লুণ্ঠনের কথা তুর্কীদের কাছে গিয়ে পৌঁছায় নাই। আমাদের এখন উচিত আরবের প্রধান সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যোগ দেওয়া। আমরা যদি এল্‌ক্রিমে গিয়ে পৌঁছতে পারি তবে আমরা বেশী

কাজে আস্‌বো আর যাবার পথে যদি অন্যান্য মরুভূমির অধিবাসীদের আমাদের দলে টেনে আন্‌তে পারি তবে জয়ের সম্ভাবনা অনেকটা এগিয়ে আস্‌বে।

জামিল বলিল—আমার মনে হয় আমার দলের লোকেরা লুঠের এসকল জিনিষ-পত্র ফেলে যেতে চাইবে না—এ-একটা মস্ত বিপদের কথা।

ডিক্ হাসিয়া বলিল—টাকাকড়ি!—সেইজন্য তাদের কোন ভাবনার কারণ নেই, আমার প্রচুর ধনরত্ন আছে, আমি মরুভূমির এক অজানা জায়গায় সে-সব লুকিয়ে রেখেছি। যদি যুদ্ধজয়ী হই তবে আমি সে ধন-দৌলত তাদের মধ্যে বিলিয়ে দেব—আমার কোন দরকার হবেনা সে-সব দিয়ে।

জামিল যেন একটা বিপদের হাত হইতে মুক্তি পাইল এমনি ভাবে একটা আনন্দ প্রকাশ করিল।

ডিক্ বলিতে লাগিল—আমি জানি তোমার দলের লোকেরা তোমায় যেমন বিশ্বাস করে তেমনি ভক্তিও করে। তোমার হুকুম তারা কখনও অমান্য কর্‌বে না। তুমি আদেশ দাও, এদের বুঝিয়ে বল কাল আমরা উত্তর দিকে যাত্রা সুরু করি। আমার মনে হয় আমাদের এই যাত্রার সঙ্গে সঙ্গেই আবার আমাদের দলপুষ্টি হবে, অনেক লোক আমাদের দলে এসে মিল্‌বে। আমরা একশোর বেশী লোক চাইনা—একশো লোকই আমাদের যথেষ্ট হবে।

জামিল হাসিয়া বলিল—তাই হবে—কিন্তু সর্দ্দার, একটা কথা মনে রেখো দলের ভেতর যেনো নেকড়েবাঘ এসে হানা দেয় না।

ডিক্ কহিল—তুমি কি বল্‌তে চাও গোয়েন্দার কথা?

জামিল মাথা নাড়িল। ডিক্‌ও একটু চিন্তান্বিত হইল। জামিল বলিল—দুনিয়ায় এমন অনেক লোক আছে যারা অর্থের জন্য আপনাদের মান, মর্য্যাদা এবং দেশকেও বিসর্জ্জন দিতে কোনরূপ ইতস্ততঃ করে না।

ডিক্ কহিল—সৌভাগ্যের কথা এই আমাদের দলে এমন দুষ্ট লোক এ-পর্য্যন্ত একটিও নেই। তবে তুমি কি একথা বল্‌তে পার জামিল, যে আমাদের দলে একজনও গোয়েন্দা নেই?

জামিল মাথা নাড়িয়া কহিল—তা' আমি বল্‌তে পারি না। আমার লোকেরা সিংহবিক্রমে লড়াই করেছে এখন তারা বিশ্রাম কর্চ্ছে আবার লড়াই কর্‌বার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। তবে কাল পর্য্যন্ত দেখ্‌বো তাদের উত্তরমুখো রণযাত্রার ব্যবস্থা কর্ত্তে পারি কিনা। একথা বলিয়া জামিল হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল।

সে রাত্রিতে তাহারা সকলে সেই উৎসধারার কাছেই রহিল। উটগুলি ভিজা ঘাস খাইয়া তাহাদের তৃষ্ণা দূর করিল। বেদুইনেরা তাহাদের বন্দুক, বর্শা এবং তরোয়াল পরিস্কার করিল। আর রাত্রিতে প্রচুর ভোজন করিল। চারিদিকে আগুন জ্বালিয়া রাখিল। সন্ধ্যার পর কয়েকজন প্রহরী গরম কাপড় জড়াইয়া শুইয়া পড়িল।

কি যেন কেন সে রাত্রিতে ডিকের ঘুম আসিতেছিল না। তাহার চোখের সামনে নানারূপ ভয়াবহ চিত্র ফুটিয়া উঠিতেছিল। কখনও বা একটু তন্দ্রার মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া চমকিয়া উঠিতেছিল। একবার সে জাগিয়া শুনিতে পাইল কোথায় যেন একটা বড় পাখীর পাখার ঝাপটের শব্দ—খানিক পরে অজগর সাপের ফোঁস ফোঁসানির মত কি যেন একটা ভীষণ ভাবে ভোঁস ভাঁস শব্দ করিতেছে।

ডিক্ উঠিয়া বসিল। কোথা হইতে ঐরূপ পাখার ঝাপট্ শুনা যাইতেছে তাহা লক্ষ্য করিতে লাগিল। কিন্তু সে আশ্চর্য্য হইল যে সেই শব্দ কাছে, আরও কাছে যেন হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এমন সময় কিসের যেন একটা ছায়া মাটির উপর পড়িল। দেখিতে দেখিতে একটা উজ্জ্বল লাল আলো আকাশের একটা দিক আলোকিত করিল, সেই আলো মরুভূমির আকাশের গায়ে এবং নীচের দিকে পড়িয়া অন্ধকার রাত্রিকেও উজ্জ্বল করিয়া তুলিল।

ডিক্ দাঁড়াইয়া উঠিল এবং জামিল ও অন্যান্য সকলকে সম্বোধন করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল—প্রহরীরাও তাহা দেখিতে পাইয়াছিল এবং ডিকের মত তাহারাও সকলকে জাগাইবার জন্য চীৎকার করিতে লাগিল। যাহারা নিদ্রিত ছিল তাহারাও জাগিয়া উঠিল—দুই হাতে চক্ষু রগ্‌ড়াইয়া অতি তাড়াতাড়ি নিজ নিজ বন্দুক ও হাতিয়ার ধরিল। জামিল তাড়াতাড়ি সেইখানে ছুটিয়া আসিয়া বলিল—কেন এত গোলমাল—কি হয়েছে সর্দ্দার ?

ডিক্ তাহার হাত ধরিয়া বলিল—শুন্‌ছো কিসের শব্দ—বল্‌তে পারো ?

লক্ষ লক্ষ মৌমাছির গুঞ্জণের মত একটা শব্দ চারিদিক হইতেই শুনা যাইতেছিল।

জামিল ডিকের কথা শুনিয়া বলিল—আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

ডিক্ বলিল—কিসের শব্দ বুঝতে পারলে না ? উড়োজাহাজ আমাদের আক্রমণ করবার জন্য ছুটে আস্‌ছে, নিশ্চয় জেনো আমাদের দলের কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তুর্কীরা আমাদের আক্রমণ করবার জন্য উড়োজাহাজ পাঠিয়েছে। জাহাজগুলি আমাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে আস্‌ছে। এ কি জান ?—এ হচ্ছে ফক্‌রী পাশার প্রতিশোধ। আমরা যেমন রসদের গাড়ী লুঠেছিলাম তেমনি ফক্‌রী পাশাও আমাদের ধ্বংস কর্‌বার জন্য উড়োজাহাজ পাঠিয়েছেন।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

মরণের মুখে

বিশ্বাসঘাতকতা ... ... উড়োজাহাজ।

জামিল উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল—ডিক্ তবে কি আমরা সত্যসত্যই শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হ'লাম।

সেদিন আকাশে চন্দ্র ছিল না, কালির মত কালো আকাশের গায়ে একটিও তারা দেখা যাইতে ছিল না—শুধু আকাশে উড়োজাহাজের শক্তিশালী এঞ্জিনের ঘর্ ঘর্ শব্দ রাত্রির স্তব্ধতাকে ভীষণ ভাবে দূর করিয়া দিতেছিল।

ডিক্ হঠাৎ চীৎকার করিয়া বলিল—আগুন ... ... এখনি আমাদের তাঁবুর সব আগুন নিবিয়ে ফেলো—সব আলো নিবিয়ে দাও।

জামিলও সঙ্গে সঙ্গে বলিতে লাগিল—আগুন ··· আগুন ··· সব আগুন নিবিয়ে ফেল।

জামিলের সঙ্গে সঙ্গে মুখে মুখে 'আগুন নিবিয়ে ফেলো,' 'আগুন নিবিয়ে ফেলো কথা কয়টি' বেদুইনদের তাঁবুর মধ্যে প্রচারিত হইয়া পড়িল। আরবেরা কোন দিন আকাশের যুদ্ধের সহিত পরিচিত ছিল না, উড়োজাহাজের শব্দ তাহাদিগকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারা লড়াই করিবার জন্য বাহিরে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ছুটিয়া আসিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল—তাহারা আকাশের গায়ে দ্রুত গমনশীল উড়োজাহাজগুলি দেখিয়া কোন একটা ভৌতিক ব্যাপার বলিয়া মনে করিতেছিল। জামিলের হুকুমে তাঁবুর সব আলো নিবাইয়া ফেলা হইয়াছিল।

জামিল কহিল—হুকুম করো সর্দ্দার, এখন আমরা কি করবো ?

—পালানো ছাড়া আর কিছু উপায় নেই। তাঁবুর সব লোককে একে একে নিজ নিজ উটের কাছে যেতে বলো—জানো আমাদের পালানো ছাড়া উপায় নেই। আকাশ থেকে যে গুলি ছুটে আস্‌বে তার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোন উপায় নেই।

—আমরা কি এদের সঙ্গে কোন রকমেই যুদ্ধ কর্‌তে পার্‌বো না ?

ডিক্ চমকিত ভাবে বলিল—না, না, কোন উপায় নেই। আমাদের কাছে এমন কোন বন্দুক নেই যার গুলি অতদূর উপরে ছুটে গিয়ে উড়োজাহাজের অনিষ্ট কর্‌তে পারে। আমাদের এক মিনিটও এখানে থাকা চল্‌বে না। যদি অল্প খানিক সময়ের জন্যও বিলম্ব করি তবে আমাদের সকলের মৃত্যু সুনিশ্চিত।

জামিল একটা শব্দবর্দ্ধক যন্ত্র লইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—যাও, যাও যার যার উটের কাছে যাও। তারপর উটে চড়ে উত্তরমুখো পালাও, কোনও জিনিষপত্র নেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়োনা—ঈশ্বরের শপথ এক মুহূর্ত্ত কালও অবহেলা করোনা।

সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! গভীর অন্ধকার রাত্রিতে একমাত্র উড়োজাহাজের আলো মাঝে মাঝে খানিক সময়ের জন্য চারিদিকে একটা আলোর রেখা ফুটাইয়া

তুলিতেছিল মাত্র। সেই সময়ে লোকেরা সব উন্মত্তের মত ছুটাছুটি করিয়া উটের উপর চড়িয়া উট-গুলিকে ছুটাইয়া দিতেছিল। কোনও শৃঙ্খলা ছিল না—যে যেদিকে পারিতেছিল ছুটিয়া পালাইতেছিল। এমন সময় ... ...

ড্রুম্!

আকাশ হইতে একটা বোমা পড়িল—ডিক্ যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, তাহার অতি অল্প দূরেই বোমাটা ভীষণ শব্দে বালির উপর পড়িল—চারিদিকে বালুগুলি তীরের মত ছুটিতে লাগিল।—জামিল ও ডিক্ দুইজনেই মাটির উপর শুইয়া পড়িল। ডিকের একটু অল্প দূরেই জামিল শুইয়াছিল।

ডিক্ বলিল—জামিল, একটু ও নড়াচড়া করোনা—চুপচাপ শুয়ে থাক।

ড্রুম্! ড্রুম্! ড্রুম্! ড্রুম্!

এই ভাবে অতি দ্রুত ঘন ঘন আকাশ হইতে বোমা পড়িতে লাগিল। ক্ষণিকের জন্য নিবৃত্ত ছিল। অনেক বেদুইন পলাইতে পারিয়াছিল। যাহারা পারে নাই তাহারা কি যে করিবে ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। করুণ চীৎকারে আকাশও বাতাস যেন কাঁদিয়া উঠিল।

ড্রুম্! ড্রুম্! ড্রুম্!

ডিক্ দেখিল—ছয়টি লোক পাষাণের মত নীরবে দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের হাত আকাশের দিকে তোলা অবস্থায় রহিয়াছে, আর তাহাদের ঘিরিয়া ধূলির ঝড় মেঘেরই মত অন্ধকার করিয়া চারিদিক আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে।

ড্রুম্! ড্রুম্! ড্রুম্!

জামিল অনুভব করিল কি যেন একটা ভারী জিনিষ তাহার গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে—হাত দিয়া সরাইতে যাইয়া দেখিল সারা মুখে তাহার রক্ত।

—ওয়া ওয়া সর্দ্দার—। সে হাত দিয়া রক্ত মুছিতে মুছিতে কহিল—সর্দ্দার আমরা কি এই ভাবে এ খানেই পড়ে থাক্‌বো? ডিক্ কহিল। —না, না, চল আমরা পালাই।

—এ মানুষের কাজ নয় সর্দ্দার—শয়তানের কাজ!

ঘন ঘন আকাশ হইতে বোমা পড়িতে লাগিল। তাহাদের দলের লোকেরা কেহ বা পলাইয়া বাঁচিল, কেহ বোমার আঘাতে মরিল—কেহ বা বোমার আঘাতে মরিতেছিল। ডিকের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, সে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিল। সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে কি ভয়ানক বিপদই না তাহাদিগকে আসিয়া ঘিরিয়া ফেলিয়াছে।

উড়োজাহাজগুলি আকাশের উপর ঘুরিয়া ঘুরিয়া নীচের দিকে বোমা ফেলিতেছিল। তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য যেন জামিল ও ডিকের এই দলটি সমূলে নিৰ্ম্মূল করা।

হঠাৎ জামিলের দৃষ্টি সন্মুখ দিকে পড়িতেই সে দেখিতে পাইল, কি যেন একটা কালো রকমের বৃহদাকার বস্তু অচল ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। সে একটু লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিল যে একটি উট ভীষণ বোমার শব্দে সন্ত্রস্ত হইয়া ভয়ে নড়িতে পারিতেছিল না। এমন সময় জামিলের চীৎকার শোনা গেল! সে উচ্চকণ্ঠে ডিক্‌কে লক্ষ্য করিয়া কহিল—তাড়াতাড়ি চলে এসো। আমার অনুসরণ কর।

জামিল যে খানিক পূর্ব্বে আহত হইয়াছিল সে বাতাসের মত বেগে উটটিকে ধরিবার জন্য ছুটিয়া চলিল। এমন সময় আর একটা বোমা ভীষণ গর্জ্জন করিয়া পড়ায় উটটা প্রাণভয়ে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। জামিল খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া উটটা কোন্‌দিকে ছুটিয়া চলে তাহা লক্ষ্য করিয়া তাহার পিছু পিছু অতি দ্রুত ছুটিতে আরম্ভ করিল।

অন্ধকার রাত্রি—সে-কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সে অন্ধকারের মধ্য দিয়া উটের পশ্চাৎ পশ্চাৎ জামিল দৌড়াইতে দৌড়াইতে কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া গেল ভীষণ অন্ধকারের ভিতর তাহা ডিকের পক্ষে লক্ষ্য করা অসম্ভব। সে ক্ষণিকের জন্য নিরাশ হইয়া পড়িল। তখনও ভীষণ বেগে বোমা পড়িতেছিল। উড়ো জাহাজগুলি হইতে বোমা বর্ষণের নিবৃত্তি ছিল না।

যদি সে জামিলের সাক্ষাৎ না পায়, তবে তাহার আর বাঁচিবার কোনও ভরসাই থাকিবে না। এদিকে উড়ো জাহাজগুলি ও যেন ক্রমশঃই নামিয়া আসিতেছিল।

—আর এঞ্জিনের কি ভীষণ ঘড় ঘড় শব্দ—তাহার এতটুকু ও বিরাম ছিল না। ডিক্ বুঝিতে পারিল যে, এইবার জাহাজগুলি নীচে নামিয়া যাহারা এখনও বাঁচিয়া আছে, তাহাদিগকে একেবারে সমূলে বিনাশ করিবে। এমন সময়—

এমন সময় কে যেন পরিচিত কণ্ঠে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—আল্লা! সর্দ্দার আমার হাত ধর!

পর মুহূর্ত্তেই মরুভূমির সেই ভয়াল প্রান্তর একটা উজ্জ্বল আলোকে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। দেখা গেল যে ঘুরিতে ঘুরিতে উড়োজাহাজগুলি নীচের দিকে নামিয়া আসিতেছে।

জামিল তাহার হাত বাড়াইয়া দিল, ডিক্ অতি শক্ত করিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল, তারপর একটা ডিক্‌বাজী খাইয়া কোন প্রকারে সে জামিলের পিছনে উটের উপর চড়িয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।—ওদিকে তখন যুদ্ধের এই উড়োজাহাজ-গুলির চালক-চক্র (Propellor) হইতে ভীষণ শব্দ হইতেছিল। অল্প দূরেই একটা উট ও তাহার আরোহী মাটিতে গড়াইয়া পড়িল।

তাহাদের দুইজনের মধ্যে আর কোনও কথা হইতেছিল না। এমন কোন উপায়ই তাহাদের মাথায় আসিতেছিল না, যাহার সাহায্যে তাহারা এই বিপদের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে।—শুধু যত তাড়াতাড়ি তাহারা পলাইতে পারে, যত তাড়াতাড়ি এস্থান হইতে দূরে যাইতে পারে তাহাই তাহাদের পরম লাভ।

মুক্ত প্রান্তর। বিস্তীর্ণ এই মরুভূমি, কি ভাবে কেমন করিয়া কত দূরে পলায়ন করিয়া তাহারা আত্মরক্ষা করিবে? কোথায় কতদূরে তাহাদের নিরাপদ স্থান। ডিক্ ভাবিতে লাগিল, কি আশ্চর্য্য! —কে এই দলের মধ্যে গোয়েন্দা, কে শত্রুকে তাহাদের সন্ধান বলিয়া দিল?

আবার একটা উজ্জল আলো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল; দেখা গেল একটা এরোপ্লান অতি বেগে নীচে নামিয়া আসিতেছে, এদিকে—ওদিকে একটা ঘুরপাক খাইয়া উড়োজাহাজটি ভীষণ শব্দে মাটীতে পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল বিজয়োল্লাসের একটা বিকট চীৎকার!

আরও কয়েকটি উড়োজাহাজ এক সঙ্গে নীচের দিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিল।

উটটি তাহাদিগকে লইয়া বেগে ছুটিতেছিল, এমন সময়ে তাহাদেরই কাছে একটা বোমা পড়িয়া চারিদিকে ছিট্‌কাইয়া পড়িল। উট্‌টার গায়েও আঘাত লাগিয়াছিল; করুণ আর্ত্তনাদ করিয়া উট্‌টা মাটীতে পড়িয়া গেল।—সঙ্গে সঙ্গে আরোহী দুইজনও ভূপতিত হইল। ডিক্ আর মাথা তুলিতেই পারিতেছিল না।

সে চক্ষু বুজিয়া ভাবিতেছিল—এইবার! তাহাদের শেষ!—কিন্তু আমরা যতটুকু সাধ্য যা করবার তা করেছি।

কি ভয়ঙ্কর অবস্থা!—শক্রর হাতে যুদ্ধ করে মরা তাতে মহত্ব আছে, কিন্তু এমন ভাবে মরা বাস্তবিক বাঞ্ছনীয় নয়!

ডিক্ মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িল

ডিক্ একটু সামলাইয়া লইয়া কহিল,—কিছু না জাগিল; শক্ররাইত ভয়ে পালাচ্ছে। এমন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পড়িয়াও ডিক্ তাহার মনের বল হারায়

নাই। সে বলিতে লাগিল, জান জামিল, শত্রুরা আমাদের বীরত্বে ভয় পেয়েছে বলেইত আমাদের আক্রমণ করবার জন্য ছুটে এসেছে। আমরাত আর যে সে নই! কি বল জামিল!

জামিল কথা বলিল না। ঘাড় নাড়িল মাত্র। ডিক্ বুঝিতে পারিতেছিল—কি মর্ম্ম-বেদনা জামিলের অন্তরকে ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে! সে নিজের সম্মুখে দেখিতে পাইল তাহার সাহসীদলের শোচনীয় মৃত্যু, তাহার শক্তি, তাহার সম্বল, তাহার আশা-ভরসা এক একজন বেদুইন বীরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হইতেছিল।

ডিক্ তাহাকে কি কথা বলিয়া কি ভাবে সান্ত্বনা দিবে তাহাই ভাবিতেছিল। বেদুইনদের অপূর্ব্ব সাহস ও বীরত্বের কথা বলিয়া তাহাকে প্রবোধ দেওয়া ছাড়া, আর কি-ই বা সে বলিতে পারে! কিন্তু কে কথা বলিবে? তাহার আহত স্থান হইতে প্রবল বেগে রক্তপাত হইতেছিল—ডিক্ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

সপ্তদশ অধ্যায়

আবার মরু-পথে

ডিকের যখন জ্ঞান হইল, তখন সে দেখিল চারিদিক হইতে একটা ভীষণ বালির ঝড় অতি বেগে বহিয়া আসিতেছে। আকাশের রং তামাটে, সারা আকাশ জুড়িয়া সেই তাম্রের মত রংটা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ডিক্ পায়ের কাছে যে দুঃসহ বেদনা অনুভব করিতেছিল এইবার তাহা পরীক্ষা করিতে যাইয়া দেখিল একটা গুলি তার পায়ের কাছে গোড়ালির উপরে প্রবেশ করিয়াছে। হাড়ের ভিতর ঢোকে নাই। যদি হাড়ের মধ্যে উহা ঢুকিয়া পড়িত তাহা হইলে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা হইয়া দাঁড়াইত।

ডিকের ক্ষত হইতে অধিক পরিমাণে রক্তপাত হওয়ায় সে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া

পড়িয়াছিল। সে এখন ক্ষতস্থানের উপর যে বালি এবং নোংরা জমিয়াছিল সেই সমুদয় পরিষ্কার করিয়া ক্ষতস্থানটি বেশ ভাল ভাবে বাঁধিয়া ফেলিল। তারপর সে জামিলের দিকে চাহিয়া বলিল,—উঃ, বড় বাঁচা, বাঁচা গেল জামিল, আর একটু হলে মারা যেতাম।

জামিল কোন কথা বলিল না, সে গম্ভীর ভাবে ডিকের দিকে চাহিল। জামিলের সারা শরীর মরুভূমির ধূলি ও কাঁকড়ে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল, আর তাহার প্রাণে যে গভীর অশান্তি বাসা বাঁধিয়াছিল তাহা তাহার বিষণ্ণ ও মলিন মুখ দেখিয়াই বুঝা যাইতেছিল। খানিক পরে জামিল উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ধীরে ধীরে মরুভূমির পথে হাঁটিয়া চলিল। খানিক দূর যাইয়া সে দেখিল, তাহার দলের প্রায় কুড়িজন লোক চিরদিনের জন্য বালুকা-শয্যায় চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে। তাহার দু'চক্ষু বহিয়া অশ্রু-ধারা ঝরিয়া পড়িতেছিল। তাহার দলের এই সব মৃত ব্যক্তির শিরায় শিরায় তাহারই পিতৃপুরুষের রক্ত-ধারা প্রবাহিত। একই বংশে তাহাদের জন্ম। এক সঙ্গে তাহারা বাড়িয়া উঠিয়াছে, খেলাধূলা করিয়াছে আবার প্রয়োজন মত দেশের শত্রুর বিরুদ্ধে হাতিয়ারও ধরিয়াছে। আজ তাহাদের এই শোচনীয় দুর্দ্দশা দেখিয়া তাহার চিত্ত ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছিল। জামিল খানিক পরে ডিকের কাছে ফিরিয়া আসিল, তারপর ডিক্‌কে কহিল—জান সর্দ্দার, আমার দলের বড় জোর পনের জন মাত্র এখন বেঁচে আছে; তারা সকলেই সিংহের মত সাহসী এবং ব্যাঘ্রের মত বলশালী, কিন্তু আকাশের সঙ্গে লড়াই করবে কে? পাখীর মত আমরা-ত আর উড়্‌তে জানিনা, আমি তাদের বলেছি, তোমরা তোমাদের কর্ত্তব্য করেছ। মানুষের যতটুকু শক্তি, যতটুকু ক্ষমতা তাই তারা করেছে; মাটি থেকে আকাশের সঙ্গে লড়াই করা চলে না। আমি তাদের কি বলেছি জান সর্দ্দার? ডিক্‌ উত্তর করিল, কি?

—আমি তাদের মুক্তি দিয়েছি, আমি তাদের বলেছি, তোমরা চলে যাও নিজ নিজ পল্লীতে আপনার স্ত্রী-পুত্রের সহিত গিয়ে মিলিত হও। তোমাদের আমি সম্পূর্ণ আনন্দের সঙ্গে এই অনুমতি দিচ্ছি। আমি একথা বলেছি যাদের

ইচ্ছা আমার সঙ্গে থাকতে পার, আর যাদের ইচ্ছা নেই তারা ফিরে যেতে পার।

ডিক্ জামিলের দিকে চাহিয়া বলিল, তারা কি উত্তর দিলে?

—তারা এক সঙ্গে বলে উঠ্‌ল, সর্দ্দার আমরা তোমায় ছেড়ে কোথাও যাব না। বাঁচতে হয় তোমার সঙ্গেই বাঁচ্‌ব, আর মর্‌তে হয় সকলে এক সঙ্গেই মর্‌ব।

ডিক্ বলিল,—আমি তোমার সঙ্গিগণের বিশ্বাস ও ভক্তিতে মুগ্ধ হয়েছি, এইবার চল আমরা কাছাকাছি কোথাও যাই।

জামিল বলিল,—তবে চল হাজাবের দিকে যাই। আরবেরা জামিলের প্রস্তাবে সম্মত হইল এবং সেই রাত্রিতেই হাজাবের দিকে রওনা হইবার আয়োজন করিল।

অষ্টাদশ অধ্যায়

বন্দী কর

হাজাব সে স্থান হইতে কয়েক শত মাইল দূরে অবস্থিত। মরুভূমির ভীষণ পথে দুই সপ্তাহ চলিবার পর অবশেষে দূরে হাজাব সহর তাহাদের নজরে পড়িল। এই শ্রান্ত এবং ক্লান্ত যাত্রীর দল শেষ যে একশ' মাইল পথ চলিয়াছিল সেই পথে ক্লেশের অবধি ছিল না; যেমন বিস্তৃত ভীষণ প্রান্তর তেমনি এত অসমতল এবং মরুদ্যান বিহীন পথের ভিতর দিয়া তাহাদের চলিতে হইয়াছিল যে মরুভূমির শেখ্‌দের পক্ষেও বড় শান্তিময় ছিল না। কিন্তু তাহারা দূর হইতে যখন হাজাব সহরটি দেখিতে পাইল, তখন তাহাদের মন আনন্দে বিভোর হইয়া গিয়াছিল। মরুভূমির বালুকাময় সাগরের মধ্যে হাজাব সহর যেন একটি শ্যামল কুঞ্জ। সহরের

চারিদিক ঘিরিয়া খেজুরের গাছ, তাহারা এত ঘন ঘন এবং গায়ে গায়ে লাগা যে মরুভূমির আকাশের প্রখর সূর্য্য কিরণও সেই সহরের মধ্যে বড় সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। এ সহরের চারিদিক ঘিরিয়া রোদে-পোড়া ইটের প্রাচীর রহিয়াছে।

ডিক্ ভাবিতেছিল না জানি এই সহরের লোকেরা তাহাদের কিরূপ ভাবে অভ্যর্থনা করিবে। এমন সময় দেখা গেল একদল অশ্বারোহী সহরের দিক হইতে তাহাদের দিকে আসিতেছে। ডিক্ কহিল,—এরা সব কি আমাদের তাড়িয়ে দিতে আস্‌ছে?

জামিল মাথা নাড়িল—না, না, এদের হাতে আমাদের কোন ভয় নেই। আমাদের ভালই হবে। হাজাব সহরের সুলতানের সঙ্গে জামিলের পরিচয় ছিল। একবার জামিল তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছিল।

সুলতানের নাম 'ইবু-বেন সালিয়া'। জামিলের কথা মিথ্যা হইল না, ঐ অশ্বারোহী সৈন্যেরা তাহাদের সকলের সঙ্গে খুব ভদ্র ব্যবহার করিল; এবং বেশ সমাদরের সহিত সহরের ভিতর লইয়া গেল। মরুভূমির সহর এমন সবুজ-শ্রীমণ্ডিত এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয় তাগা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। বেশ চওড়া পথ, পথের দুই দিকে খেজুর গাছের সারি এবং ফলে-ফুলে-ভরা সুন্দর বাগান। পথের মাটিও উর্ব্বর ও সুজলা, সুফলা দেশের মত। মরুভূমির বালু ও কাঁকড়ের চিহ্ন কোথাও নাই। আর সহরের সর্ব্বত্রই একটা শ্রী ও সম্পদের চিহ্ন বিদ্যমান।

সুলতান নিজে তাহাদের অভ্যর্থনা করিয়া তাহার বাড়ীতে লইয়া গেলেন। আর অনেক কাল পরে খুব ধূম-ধামের সহিত একটা ভোজ দিয়া অতিথিদের অভ্যর্থনা করিলেন।

ডিকের কাছে এই সুলতানকে বেশ ভাল লাগিল। সুলতানের বয়স বেশী নয়। তিনি মরুভূমির বাহিরে বহুস্থান পর্য্যটন করিয়াছেন। ইউরোপের প্রায় সব দেশের খবরাখবরই রাখেন। নানাদেশের শাসন-প্রণালীর খবরও তাহার অজানা নাই। ডিকের সঙ্গে তাহার নানা বিষয়ে আলাপ হইল। ডিক্ সুলতানের কথা বলিবার

ক্ষমতা এবং সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছিল। জামিল বলিল,—আমাদের কিছুকাল এখানে বিশ্রাম করে কর্ত্তব্য ঠিক করা যাবে। কিন্তু মানুষ যাহা ভাবে অনেক সময়েই তাহা সত্য হয় না। হাজাবের সুলতান কোনরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে পড়িয়া রাজ্যের শান্তি নষ্ট হয় তাহার পক্ষপাতী ছিলেন না।

কিন্তু তুর্কী ও আরবদের মধ্যে যে সংঘর্ষ চলিতেছিল তাহাও তাহার কাছে খুব ভাল লাগিতেছিল না, কিন্তু নিরুপায় এবং দুর্ব্বল আরবদের বিরুদ্ধে তুরস্কের আক্রমণ যে কত বড় ভয়াবহ তাহা ভাবিয়াও তিনি শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

এদিকে তাঁহার মন চাহিতেছিল যাহাতে উভয়ের মধ্যে একটা শান্তি হয় তাহাই। কিন্তু তাহার পথ কোথায়?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হাজাব একটি দ্বীপের মত—বাহিরের পৃথিবীর সহিত তাহাদের সংবাদের আদান-প্রদান বড় বেশী চলিত না। বাহিরে শত্রুর দল কোথায় কি করিতেছে সে সংবাদ ও তাহারা জানিত না। কিন্তু যাহারা জানিবার তাহারা ইহাদের সকল সংবাদই জানিতে পারিয়াছিল।

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

'রসিদ-এ' পণ করিয়াছিল যেরূপেই পারে সে জামিল ও তাহার দলের লোকদের ধ্বংস করিবে। সে এই পণ করিয়া নানাদিকে নানাভাবে লোকজন প্রেরণ করিয়া সংবাদ লইতেছিল। একদিন সে সংবাদ পাইল যে উড়োজাহাজের মারফতে জামিল ও ডিক্ হাজাবে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। তখন চারিদিক হইতে হাজাবের দিকে সৈন্য প্রেরিত হইল। উড়োজাহাজ হইতে বোমা পড়িতে লাগিল। এমন একটা আকস্মিক ভাবে আক্রমণ ঘটিবে কেহই তাহা ভাবিতে পারে নাই। কাজেই সুলতান ও নগরের লোকেরা আত্মরক্ষার কোনরূপ সুব্যবস্থা করিতে পারিলেন না। নগরের লোকেরা শত্রুসৈন্যের ভয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া রহিল। এ-দিকে দলে দলে সৈন্যেরা সব আসিয়া সুলতানের বাড়ী ঘেরাও করিয়া ফেলিল। সুলতান, জামিল এবং ডিক্ তিনজনে বারান্দায় দাঁড়াইয়া এই বিপদের হাত হইতে কি ভাবে উদ্ধার পাওয়া যায় তাহাই ভাবিতেছিল। এমন সময় একজন দীর্ঘকায় ব্যক্তি, সারাগায়ে তার এক অদ্ভুত পোষাক,

মাথা ও মুখ ঢাকা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পশ্চাতে একদল সশস্ত্র সৈন্য সঙ্গীন মুক্ত করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেই লোকটি ধীর ও গম্ভীর স্বরে জামিল ও ডিক্‌কে সম্বোধন করিয়া কহিল—তোমাদের শান্তি হোক্। তাহার সেই স্বরের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ লুকাইয়াছিল। জামিল ও ডিক্ দুইজনে পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিল এবং দুই পা পিছু হটিয়া গেল।

লোকটি হাস্য করিয়া কহিল—আমায় চিন্‌তে পারো? তোমরা ভেবেছিলে জিবারের রণক্ষেত্রে আমার মৃত্যু হয়েছে কেমন? আমি মরি নাই জামিল! আরবের ছদ্মবেশে আমি তোমাদের পোষাক পরে তোমাদের দলেই ছিলাম। তোমরা যখন গাড়ী উড়িয়ে দিলে তখন ও আমি সেখানেই ছিলাম। সাবাস্! ডিক্, সাবাস্ জামিল! তোমাদের বাহাদুরী আছে বটে। সে জন্যে ধন্যবাদ দিচ্ছি। জান উড়োজাহাজ কোথা থেকে এলো? আমি-ই সংবাদ দিয়েছিলাম। অদ্ভুত তোমাদের প্রাণ! সেই দুর্দ্ধর্ষ আক্রমণের হাত থেকেও তোমরা রক্ষা পেয়েছ কিন্তু এবার তোমাদের শেষ দিন ঘনিয়ে এসেছে।

ডিক্ মৃদুস্বরে কহিল—তবে তুমি-ই সেই গোয়েন্দা?

জামিল ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া রসিদ-বে'র দিকে বেগে ছুটিয়া চলিল তাহাকে আক্রমণ করিবার জন্য। কিন্তু কে কাহাকে আক্রমণ করিবে? ইঙ্গিত মাত্র রসিদ-বের দলের লোকেরা আসিয়া জামিলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া হাত-পা বাঁধিয়া ফেলিল।

রসিদ-বে' উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল—জিবারের মত হাজাবকেও ধ্বংস করে ফেল্‌বো। দেখ্‌বো কার সাধ্য রক্ষা করে!

ডিকের ঠোঁট শুকাইয়া গিয়াছিল। সে কোন কথা বলিল না। রসিদ-বে তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল—ইহাকে বন্দী কর।

ঊনবিংশ অধ্যায়

পথের-সন্ধানে

হাজাবের সুলতানের প্রাসাদের কাছে যে মস্ত বড় মাঠ ছিল, সেখানে একটি বধ-মঞ্চ প্রস্তুত হইল—উদ্দেশ্য এই হতভাগ্য বন্দীদের হত্যা করা।

রসিদ-বে ভাবিয়াছিলেন সহরের লোকেরা ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিবে কিন্তু নগরের লোকেরা এইদিকে কোনও কৌতূহল প্রদর্শন করিল না। তাহারা পথে-ঘাটে কেহই বাহির হইল না। নিজ নিজ বাড়ীতে চুপ্‌চাপ্‌ রহিয়া গেল। আরবেরা এইরূপ ভাবে তুর্কীদের আক্রমণ ও অপ্রত্যাশিত অত্যাচারের আশঙ্কা করে নাই। রসিদ ভাবিয়াছিল সহরের লোকেরা দলে দলে এই বীভৎস হত্যাকাণ্ড দেখিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িবে। কিন্তু তাহার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। রাজবাড়ীর চত্বরের চারিদিকে

সৈন্মেরা ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, পথঘাটেও তাহারাই পাহারা দিতেছিল এবং বধ-মঞ্চের চারিদিক ঘিরিয়া কয়েকজন সৈন্য অত্যন্ত সতর্কতার সহিত পাহারা দিতেছিল। রশিদ-বে সকলের আগে সুলতানকে হত্যা করিবার জন্য সঙ্কল্প করিল এবং আদেশ দিল যেন তরবারীর শত শত আঘাতে তাহার দেহ ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ফেলা হয়। ডিক্ সেখানে দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল—মানুষ মানুষের উপর এমন অত্যাচার কর্তে পারে না।

রসিদ-বে গম্ভীর ভাবে কহিল; শত্রুকে সাজা দিতে ন্যায়-অন্যায় বিচার চলে না। আরবেরা ভুল পথে চলে এই উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে--ক্ষুদ্র আরবেরা, অশিক্ষিত আরবেরা কি করতে পারে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে? কিন্তু তারা আপনাদের শক্তি না বুঝে এই বিদ্রোহের সৃষ্টি করেছে—তার ফল পেতেই হবে।

রশিদ-বের আদেশে সুলতানকে বধ্য-মঞ্চে নেওয়া হইল। সুন্দর বলিষ্ঠ দেহ, মুক্ত বক্ষ, তাহার চোখে ও মুখে কোনও ভীতির চিহ্ন নাই; মৃত্যুকে নির্ভীক ভাবে বরণ করিয়া লইবার মত সাহস তাঁহার আছে।

এমন সময় সহরের ভিতর হইতে ভয়ানক গোলমাল শোনা গেল। চারিদিক হইতে জনস্রোত বেগে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। সৈন্যদল বিচলিত হইয়া পড়িল। তাহারা এইরূপ কোনও জনতার আশা করে নাই। কাজেই সকলে কি যে করিবে তাহাই ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

বন্দীদিগের প্রতি তখন কাহারও একটা লক্ষ্য ছিল না। সৈনিকদল বিদ্রোহী জনতাকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য সেই দিকে ছুটিতে লাগিল। আর এদিকে বন্দীরা মুক্তি পাইয়া একটা সঙ্কীর্ণ পথে ছুটিয়া চলিল। এই দলে কাশিম ছিল। কি ভাবে কেমন করিয়া জনতার মধ্যে এমন একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হইল কে জামিলকে বন্ধন মুক্ত করিল, তাহা জামিল ও তাহার সঙ্গী ডিক্ ও সুলতান বুঝিতে পারিতেছিল না।

রশিদ-বে কি ভাবে কেমন করিয়া এই উত্তেজিত জনতাকে দমন করা যায় সে-জন্য সৈন্যদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। আর এদিকে ডিক্, জামিল এবং কাশিম সৈন্যদের পরিত্যক্ত বন্দুক ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া লইল। তারপর গোপনে সহরের বিপরীত দিকে যেদিকে বিদ্রোহী জনতার কোনও চিহ্ন ছিল না

সেইদিকে ছুটিতে লাগিল। তাহাদের অদৃষ্ট ভাল বলিতে হইবে! সকলে নিরাপদে সহরের বাহিরে মরুভূমির বুকে আসিয়া পৌঁছিল। ডিক্ কহিল—সুলতান কোথায়? এমন সময় কে একজন দেয়ালের পাশ হইতে উত্তর করিল—এই যে আমি। ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে আরবেরা যে কয়টি ঘোড়া বাহিরে ছিল তাহা সংগ্রহ করিয়া ঘোড়া ও উটের পিঠে চড়িয়া আবার মরুভূমির পথে অগ্রসর হইল। জামিল হঠাৎ অট্টহাস্য করিয়া কহিল—দেখেছ সর্দ্দার, কোথাও আমাদের শান্তি নেই! বিপদ যেন আমাদের সঙ্গ ছাড়া হয়ে থাকতেই চায় না। রশিদ-বের হাত থেকেও মুক্ত হব এমন আশা ত করিনি!

তখন অন্ধকার ক্রমশঃই ঘনাইয়া আসিতেছিল। করুণ আর্ত্তনাদে হাজাবের সুলতান কহিল—ঐ দেখ!—সকলে দেখিতে পাইল—হাজাব সহরের এক প্রান্ত আলোকিত করিয়া অগ্নিশিখা লক্ লক্ করিয়া জ্বলিতেছে।

ত্রিংশ অধ্যায়

মরণ-যাত্রী—বিমানবীর

জামিল, সুলতান ও কাশিম এবং তাহাদের দলের অল্প যে কয়জন লোক বাঁচিয়াছিল তাহারা গভীর অন্ধকারে সিরিয়ার সেই ভীষণ মরুভূমির পথে চলিতে লাগিল। মরুভূমির রাত্রি—শীতের কন্ কনে হাওয়া, মরুভূমির ধূলি তাহাদের গায়ে তীক্ষ্ণ তীরের মত আসিয়া বিদ্ধ হইতেছিল। তাহারা ডামাস্কাস যাইবার পথ ধরিয়াছিল। এই পথেই ডেরা নামক স্থান। তাহারা জানিতে পারিয়াছিল যে ডেরার কাছাকাছিই তুর্কী সৈন্যেরা ছাউনি গাড়িয়াছে।

ক্রমে চলিতে চলিতে তাহারা একটি পার্ব্বত্য প্রদেশে আসিয়া পৌঁছিল। এই জায়গাটির চারিদিক বেরিয়াই পাহাড়। এই পাহাড়গুলি চারিদিকটাকে দুর্ভেদ্য

দুর্গের মত সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছিল। জামিল ও ডিক্ সকলেই ঘোড়ায় চড়িয়া চলিতেছিল। ডিকের ঘোড়াটার গায়ের রং ছিল কয়লার মত কালো—খাটি আর্বী ঘোড়া। ঘোড়াটার চলাফেরায় বোঝা যাইতেছিল সে বেশ চতুর ও বুদ্ধিমান্।

সঙ্গে তাহাদের বেশ ভাল অস্ত্র-শস্ত্রই ছিল। সঙ্গীনগুলি এই অন্ধকারের মধ্যেও জ্বলিতেছিল। তাহাদের দলে লোক সংখ্যা অল্প হইলেও নূতন অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সকলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল।

দুই সপ্তাহ কাটিয়া গেল, তাহাদের সহিত কোন তুর্কী দলের দেখা হইল না। এই পাহাড়ে ঘেরা অঞ্চলে আসিয়া জামিল তাহার ঘোড়ার লাগামটা কসিতে কসিতে কহিল—সর্দ্দার, এ পথে আমাদের বেশ সতর্কভাবে চলাফেরা কর্‌তে হবে। কোথায় কোন্ পাহাড়ের আড়াল হইতে বা ঝোপ হইতে হঠাৎ শত্রুরা এসে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার কোনও ঠিক্ নেই।

ডিক্ গম্ভীরভাবে কহিল—আশ্চর্য্য নয়! সেই যে আমরা পেছনে গ্রামটা ফেলে এলাম, সেখানকার লোকেরা 'আক্কা আক্কা' করে কি যেন বলাবলি কর্‌ছিল। এইবার চল আমরা রেলপথের দিকে যাই।

জামিলের কাছে ডিকের এই প্রস্তাবটা বেশ ভালই মনে হইল। সে 'ওয়া' 'ওয়া' করিয়া আনন্দ জ্ঞাপন করিল। গাড়ী—একটা গাড়ী পাক্‌ড়াও কর্‌তে পার্‌লেই হয়। তাহ'লে বেশ মজাই হবে, আবার কিছু টাকা-কড়ি সাজসরঞ্জাম মিলে যাবে।

ডিক্ কোন কথা কহিল না। সে ভাবিতেছিল জামিল লড়াই না বাঁধলে শান্ত হইবে না। তাহার শিরায় শিরায় বেদুইনের রক্ত টগ্‌বগ্ করিতেছে।

পথ ক্রমেই দুর্গম হইয়া উঠিতেছিল। দুই পাহাড়ের ভিতর দিয়া সঙ্কীর্ণ পথ—বড় বড় শিলায় ঢাকা। ডিক্ কাহারও দিকে লক্ষ্য না করিয়া তাহার ঘোড়াকে অতি সতর্কভাবে সেই পথ দিয়া চালনা করিয়া লইয়া যাইতেছিল। মাঝে মাঝে ঘোড়ার পা পিছ্‌লাইয়া যাইতেছিল। যদি পাহাড়ের উপর হইতে কেহ একটি ছোট মেসিন গান চালায় তাহা হইলেই ব্যাস্ আর কাহাকেও বাঁচিতে হইবে না,

সব খতম্। তাহারা সতর্কভাবে পাহাড়ের উপরে খানিকটা উঠিয়াছে এমন সময়ে বোঁ বোঁ ভম্ ভম্ শব্দ শুনিয়া বিস্মিত হইল। আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল দূর নীল আকাশের গায়ে দুইটি উড়োজাহাজ যেন ছুটিয়া আসিতেছে। প্রথমটায় দেখা গিয়াছিল যেন দুইটী কালো দাগ—ক্রমশঃই উহার আকার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ডিক্ শিহরিয়া উঠিল। যদি একটী মাত্র বোমা উপর হইতে পড়ে, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই।

দুইটি উড়ো জাহাজ ছুটিয়া আসিতেছে

জামিল ও উহা লক্ষ্য করিয়াছিল। ডিক্ জামিলকে কহিল—জামিল, দেখছো?

—কি সর্দ্দার?

—একটা ব্রিটিশ উড়োজাহাজের পেছনে দুটো তুর্কী উড়োজাহাজ ছুটে আস্‌ছে। ইংরেজের উড়োজাহাজটিকে আক্রমণ কর্‌বার জন্য।

এ সময়ে উড়োজাহাজ তিন খানি অনেকটা নীচে নামিয়া আসিয়াছিল। সে কি ভীষণ শব্দ! গুড়ুম গুড়ুম শব্দে বোমা পড়িতেছিল। বাজ পাখীর আক্রমণে

ছোট নিরীহ পাখী যেমন আত্মরক্ষার জন্য একবার নীচে একবার উপরে চক্রাকারে ঘুরিতে থাকে ইংরাজের এই যুদ্ধের উড়োজাহাজখানিও এমনি আত্মরক্ষার জন্য আকাশের এদিকে ওদিকে নানা কৌশলে ছুটাছুটি করিতেছিল।

ঘোড়াগুলি বোমার শব্দে ও উড়োজাহাজের ঝাপ্‌টায় চিঁহি চিঁহি করিয়া আতঙ্কে চীৎকার করিতেছিল।

এমন সময় দেখা গেল নীচে ও উপরে দুইদিক হইতে তুর্কীদের উড়োজাহাজ দুই খানা এমন ভাবে ব্রিটিশ হাওয়াই জাহাজখানাকে আক্রমণ করিল যে তাহার আত্মরক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িল।

দ্রুম্! দ্রুম্! দ্রুম্!

ডিক্ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। সে ঘোড়ার পাদানের উপর দুই পা রাখিয়া একেবারে দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল। দেখা গেল, ইংরাজের উড়োজাহাজখানি ঘিরিয়া আগুনের শিখা লক্ লক্ করিয়া জ্বলিতেছে, আর চারিদিকটা ধোঁয়ায় ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

দেখা গেল একটি লোক প্যারাস্যুট ধরিয়া নীচে নামিতেছে। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া তুর্কী উড়োজাহাজ হইতে গোলা ছোঁড়া হইতেছে। সৌভাগ্যের বিষয়—প্যারাস্যুটধারী ব্যক্তির গায়ে কোন গোলাগুলি লাগে নাই।

ক্রমে মানুষটিকে বেশ সুস্পষ্টভাবে দেখা গেল। সে অতি বেগে নীচের দিকে নামিয়া আসিতেছিল। তারপর একেবারে ডিকের ঘোড়ার পায়ের নীচে আসিয়া পড়িল।

ডিক্ তাড়াতাড়ি তাহার ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া সেই আহত বিমানবীরের কাছে নতজানু হইয়া বসিয়া পড়িল।

লোকটির মুখে মৃত্যুর কালো ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছিল। তাহার চোখ বসিয়া গিয়াছিল। সে ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল—আমার জন্য ভেবোনা। এই পাহাড়ের নীচে অল্প দূরে লরেন্স সদলবলে আছেন। তাঁকে সতর্ক করা চাই। তাঁকে জানিয়ে দিতে হবে তাঁকে লক্ষ্য করে তুর্কীরা দলেদলে ছুটে আস্‌ছে।

ডিক্ উৎকন্ঠিত কণ্ঠে কহিল—তিনি কোথায়? আমরা কি ভাবে সেখানে যাবো?

—বেশী দূরে নয়, মাত্র পঞ্চাশ মাইল দূরে ডেরার বাইরে তিনি আছেন।

আর তাহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইতেছিল না। ডিক্ জামিলের দিকে চাহিয়া চীৎকার করিয়া কহিল—জল, জল। যেখান থেকে পার জল নিয়ে এস।

ডিকের মুখ হইতে কথা বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল সেই বিমানবীরের গলার ভিতর হইতে ঘড়্ ঘড়্ করিয়া শব্দ হইতেছে। ক্ষণিকমাত্র—তারপর সব শেষ! জামিল তাড়াতাড়ি প্যারাসুটের একটি অংশ দিয়া মৃতের মুখ ঢাকিয়া ফেলিল।

ডিক্ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল এবং জামিলের দিকে চাহিয়া কহিল—তুমি কিছু বুঝ্‌লে জামিল?

জামিল ঘাড় নাড়িল। তখন ডিক্ একে একে বিমানবীরের সহিত কি কথা হইয়াছিল সব বুঝাইয়া বলিল।

তাহারা আবার সেই পার্ব্বত্য-পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রায় পাঁচশত ফিট উপরে উঠিবার পর সেখান হইতে তাহারা দেখিতে পাইল পাহাড়ের নীচ দিয়া সাপের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া খাকী-পোষাক-পরা একদল তুর্কী সৈন্য মরুভূমির পথে অগ্রসর হইয়াছে।

জামিল ও ডিক্ যখন প্রায় পাহাড়ের উপরে উঠিয়াছে তখন দেখিতে পাইল দলের পর দল তুর্কী সৈন্য মরুভূমির পথে চলিয়াছে। ডিক্ বুঝিল এই মৃত বিমানবীরের কথা সত্য। এই সৈন্যদল লরেন্সকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে।

জামিল কহিল—চল, এদের আক্রমণ করি।

ডিক্ আশ্চর্য্য হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল, তারপর আস্তে আস্তে বলিল—না, না! সে সুবিধে হবে না। তার চেয়ে আমাদের কর্ত্তব্য হবে লরেন্সকে সতর্ক কর্‌বার জন্য তাঁর কাছে যাওয়া।

জামিলের কাছে ডিকের কথা বড় ভাল লাগিল না। সে একটু বিরক্ত হইয়া কহিল—আমি ত তোমায় আগেই বলেছি সর্দ্দার, এ বড় সুন্দর জায়গা। আমরা এখান থেকে নীচের ঐ শত্রুদলকে অতি সহজে বিধ্বস্ত করে দিতে পারি।

—অসম্ভব! ডিক্ ব্যস্ত ভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল—অসম্ভব! তার মুখের একদিকে একটা শঙ্কা ও অপর দিকে একটা দৃঢ়তার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে জামিলকে কহিল —একবার উপরের দিকে তাকাও!

জামিল ডিকের কথায় আকাশের দিকে চাহিল, তখন দুইজনেই দেখিতে পাইল, তুর্কী উড়োজাহাজ দুইখানা নীচের তুর্কী সৈন্যদের রক্ষীরূপে খুব নীচু দিয়া চলিয়াছে। এমন সময় দ্রুম্ করিয়া উড়োজাহাজ দুইখানি হইতে কয়েকটা বোমা পড়িয়া চারিদিকটা আগুনে ও ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

ডিক্ বলিল—আজ সারাদিন এই পাহাড়ের বুকেই আমাদের লুকিয়ে থাক্‌তে হবে। তুর্কী সৈন্যেরা অগ্রসর হলেও কোন ক্ষতি হবে না, আমরা দিন শেষে আবার যাত্রা করবো।

একবিংশ অধ্যায়

বিদায়—ছোট মাষ্টার !

সূর্য্য ক্রমে অস্ত গেল। আকাশের গায় একটা গোলাপী আভা ছড়াইয়া পড়িল। দূর পাহাড়ের গায় সেই আলোক-রেখা প্রতিফলিত হইয়াছিল—আর ধীরে ধীরে যখন অন্ধকার আসিয়া সারা মরুভূমি ঘিরিয়া ফেলিয়াছে তখন তারাগুলি ঠিক্ হীরারই মত জ্বলিতেছে।

ডিক্ কহিল—ঈশ্বর আমাদের মস্ত বড় বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। আমার তো মনে হয়, হাজার হাজার তুর্কী সৈন্য মরুভূমির দিকে ছুটে আস্ছে। জানিনা, তুর্কীদের দলে কত সৈন্য আছে।

জামিল গম্ভীরভাবে কহিল—অনেক—অনেক, হাজারে হাজার হবে। তারা অতি দ্রুত চলে আস্ছে।

ডিক্ বলিল—ইংরেজ বিমানবীর যা বলেছে সে কথা ঠিক। তুর্কীরা সব লরেন্সের পিছু নিয়েছে।

—তা হ'লে তো তাঁকে জানানো দরকার।

—কি করে জানাবে? তুর্কী—সৈন্যেরা ঝড়ের মত বেগে ছুটে চলেছে। এদের আগে ছুটে চলা কি সম্ভবপর?

—ঠিক কথা। আমরাতো জানিনা লরেন্স কোথায় আছে। যে-টুকু জানি তাও তেমন পরিষ্কার নয়।

জামিল ব্যগ্র কণ্ঠে কহিল—যে করেই হয় তাকে খুঁজে বের করতে হবে।

ডিক্ বলিল—আমার মনে হয় সকলে এক সঙ্গে মিলে একদিকে না গিয়ে যদি ছোট ছোট দল বেঁধে আমরা ভিন্ন দিকে চলি তা হলে বোধ হয় ভালো হয়।

জামিল বলিল—এক কাজ করলেই হয়। আমরা দু'জন, দু'জন করে যাত্রা সুরু করিনা কেন? সে বেশ হ'বে।

কাশিম কহিল—আমি কিন্তু মাষ্টার তোমার সঙ্গেই যাবো।

—আরে, না, না, আমি যাবো—জামিল কহিল।

—না, না, আমি যাবো।

জামিল কহিল—আমি ছায়ার মত সর্দার তোমার সঙ্গে সঙ্গে চলে আস্‌ছি। এখন আমরা কেউ কাকেও ছেড়ে থাকবো না।

কাশিম বেশ জোরে বলিয়া উঠিল—তা' হয়না; আমিই মাষ্টারের সঙ্গী হবো।

ডিক্ দেখিল মহা বিপদ—এমন ঝগড়া বা অশান্তির কোন দরকার নাই। সে বলিল—আমরা তিন জনই একসঙ্গে যাবো।

—না, না, দু'জনই যাবো—জামিল কহিল।

কাশিম হঠাৎ মাটির উপর নামিয়া তাহার পেটের দিক্‌কার কাপড় সরাইয়া ফেলিল। তখন দেখা গেল তার পেটের ভিতরে একটা গভীর ক্ষত-চিহ্ন। সেখানে

ক্ষতের মুখে একটা গোলা আটকাইয়া আছে। ডিক্ ও জামিল উভয়ে উৎকণ্ঠিত ভাবে কাশিমের সেই ক্ষতচিহ্ন দেখিল এবং উভয়েই একসঙ্গে বলিয়া উঠিল—কাশিম, তুমি তোমার পেটের ভিতর এত বড় একটা ক্ষত রেখে কি করে বেঁচে আছ?

কাশিম যেন কিছুই হয় নাই এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—ও কিছু নয়।

কিন্তু কাশিম যে অনেকটা সত্যকে গোপন করিয়াছিল তাহা আর বুঝিবার বাকী রহিল না।

কথাটা এই, কাশিম কয়েকবারই এই সব যুদ্ধে গুরুতর রূপে আহত হইয়াছিল, কিন্তু সে শত যন্ত্রণা সহিয়াও ইহাদের সঙ্গ ছাড়ে নাই। আরব জাতির স্বাভাবিক ভাবে কষ্ট সহিবার ক্ষমতা তাহাকে এই গভীর বেদনা সহ্য করিবার শক্তি দিয়াছিল। ডিক্‌কে সে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত—পাছে ডিক্ তাহাকে এইরূপ ভাবে আহত দেখিয়া আর সঙ্গে না নেয় এই জন্যই কাশিম শত যন্ত্রণা গোপন করিয়া তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছিল। কিন্তু সহসা যখন সেই আকাঙ্ক্ষায়ও বাধা পড়িবার উপক্রম হইল তখন সে আর আত্মগোপন করিতে পারিলনা। সে যে কত বড় যন্ত্রণা সহিয়াও তাহাদের সঙ্গ ছাড়িতে চাহে নাই এইবার তাহা প্রকাশ পাইল।

জামিল এবং ডিক্ বিস্মিতভাবে উভয়ে উভয়ের দিকে চাহিল—কিন্তু তাহারা কি করিতে পারে? কাশিম সাহসী ও বীর একথা সত্য, কিন্তু এ-সময়ে যখন তাহারা লরেন্সের খোঁজে যাইতেছে তখন কাশিমকে সঙ্গে নেওয়া তেমন প্রয়োজন মনে করিল না।

তাই দুঃখিত ভাবে জামিল বলিল---ভাই কাশিম, আমাদের আবার দেখা হবে।

জামিলের কথায় কাশিম কহিল—তা' হলে তোমরা আমাকে সঙ্গে নেবেনা?

জামিল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—তুমি যে পথে চলেছ সে বড় দীর্ঘ পথ বন্ধু, সে পথে সকলকেই একা যেতে হয়।

কাশিম মরণাপন্ন। সে শুধু মনের জোরে আপনার দেহের এই গভীর ক্ষত ও বেদনাকে সংযত করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু আর তাহা সম্ভব ছিল না।

ডিক্ কাশিমের এইরূপ শোচনীয় পরিণামের কথা ভাবিতে পারে নাই। আজ ডিকের মনে পড়িল এই মরুভূমির পথে কতদিন—সে, কতদিন কত বিপদের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াছে আর আজ কিনা সেই কাশিম মৃত্যু—মুখে—

কাশিম ধীরে ধীরে ডিকের দিকে তাহার হাতখানি বাড়াইয়া দিল। তারপর অতি করুণ কণ্ঠে আস্তে আস্তে কহিল—মাষ্টার ডিক্ আমার হাতখানা ধর···। আমি নিয়তির কাছে নিজেকে সঁপে দিচ্ছি। আমার চোখ বুজে আস্ছে। কোন মানুষের নিয়তির হাত থেকে রক্ষা নেই। সকলকেই চলে যেতে হয়!

ডিক্ তাহার হাতখানি ধরিল। হাতখানি প্রথম তার গরম ও জলে ভরা মনে হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমেই তাহা বরফের মত ঠাণ্ডা হইয়া আসিতে লাগিল।

কাশিম কহিল—মাষ্টার।

ডিক্ কহিল—কি কাশিম?

কাশিমের স্বর তখন ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল।

—আমি বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করিনি···?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ কাশিম!

ডিক্ কম্পিতকণ্ঠে গদ্ গদ্ স্বরে এই কথা কয়টী কহিল!

—বিদায়,—আমার ছোট মাষ্টার, বিদায়······আমার প্রিয় বন্ধু—একই রক্তের একই দেশের আমার বন্ধু জামিল······আমি যাই!

মাথার উপরে একটা বড় পাখী তাহার পাখার ঝাপটে চারিদিক আতঙ্কিত করিয়া যেখানে কাশিম পড়িয়া গিয়াছিল তাহার চারিদিকে উড়িয়া বেড়াইতেছিল। অল্প একটু দূরে ছোট একটি কালো পাহাড়ের উপর একটা শকুনি চুপ্ করিয়া বসিয়াছিল। তাহার গায়ে আসিয়া পড়িয়াছিল আকাশের তারার আলোর ক্ষীণ—রেখা।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

কে তুমি ? তোমার নাম ?

দুই জন ঘোড়-সোয়ার মরুভূমির বুক দিয়া চলিতে লাগিল। কখনও পাহাড়ের উপর দিয়া, কখনও বা পাহাড়ের নীচ দিয়া তাহারা যাইতেছিল। চারিদিকে মরুসাগর। অন্ধকার পরমানন্দে তাহার কালো বসনখানি দিয়া বিশাল মরুভূমি ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

ঘোড়া দুইটি সমতল ভূমির মত শক্ত মাটী পাইয়া ছুটিয়া যাইতেছিল। কখনও তাহারা হোঁচট্ খাইতেছে কখনও গা-ঝাড়া দিয়া উঠিতেছে। এমনি ভাবে তাহারা দুই জনে চলিতেছিল।

তাহারা কোন্ দিকে যাইতেছিল, সেই দিক্ নির্ণয় করিতে পারিতেছিল না।

ডিক্ কহিল—উত্তর।

জামিল কহিল—আকাশের তারা দেখ' আমরা উত্তর-পশ্চিম দিকে যাচ্ছি।

বালির উপর ছোট ছোট পাথরগুলি ঘোড়ার পায়ের খুরের আঘাতে এদিকে ওদিকে ছিট্‌কাইয়া পড়িতেছিল। ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া চলিতে ডিকের বেশ ভাল লাগিতেছিল। কিন্তু জামিলের মনে, ঘোড়ায় চড়িয়া চলিতে তেমন ভাল লাগিতে ছিল না। উটের পিঠে চড়িয়া মরুভূমিতে চলাফেরা করা বরাবর যাহার অভ্যাস তাহার কাছে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া চলা খুব আরামের ছিল না।

তাহারা দুইজনে মুখে কোন কথা না বলিলেও মনে মনে ভাবিতেছিল কোথায় আমরা চলিয়াছি? অন্ধকারে অজানা পথেই তাহাদের গতি, হয়ত বা তাহারা যে উদ্দেশ্য করিয়া পথ চলিয়াছে তাহা সার্থক হইতে পারে। যদি না হয় তাহা হইলে আবার কোন্ বিপদের মুখে পড়িতে হইবে কে জানে?

ডিক্ ভাবিতেছিল কাশিমের কথা। কাশিম বাঁচিয়া নাই এই কথা যেন কিছুতেই সে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। কাশিম ছিল তাহার বন্ধু, অভিভাবক এবং প্রকৃত বিপদের সঙ্গী। বিপদের সময়ে সে মৃত্যুকে ভয় না করিয়া তাহার প্রাণরক্ষার জন্য সাহসিকতার সহিত আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আহত হইয়াও একটী কথা বলে নাই। সর্ব্বদা তাহাকে আগ্‌লাইয়া রাখিয়াছে। আজ সে কাশিম নাই, এই কথা বারবার মনে করিয়া তাহার চিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল। আরবের এই যুদ্ধে আসিয়া যোগ দিবার পর সে শত শত, সহস্র, সহস্র লোকের সংস্রবে আসিয়াছে, কিন্তু তাহার কাকার মৃত্যুর পর, মৃত্যু এমন নির্ম্মম ভাবে আসিয়া আর দেখা দেয় নাই। সে অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিল—কাশিম! কাশিম!...আজ ত আর কেহ দৌড়িয়া আসিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে উত্তর দিল না—'মাষ্টার'!

এমন সময় জামিল কহিল—নিশ্চয় জেনো সর্দ্দার এল্‌-ক্রীম্ সব খবরই রাখেন। তিনি জানেন যে শত্রুরা তাঁর অনুসরণ কর্‌ছে।

ডিক্ মাথা নাড়িল—তারপর বলিল এল্‌-ক্রীম্ দেখ্‌তে কেমন তা আমি জানি না। আমি শুধু তাঁকে একবারই দেখেছি—সেও দূর থেকে, জানি না তিনি

দেখতে কেমন। সকলে বলে আরবদের সাথে তার এমনি মিল যে তাঁকে সহসা চেনা যায় না।

জামিল কহিল—তিনি মক্কাবাসীদের মত মাথায় উষ্ণীষ পরেন। জামিলের কথা শুনিয়া ডিক্ একটু হাসিল। তারপর কহিল—তিনি কি আমাদের খবর রাখেন?

জামিল বলিল—হয়তো রাখেন, না রাখাও অসম্ভব নয়। জান সর্দ্দার, এই মরুভূমি আকাশের মতই বিশাল। কত বিভিন্ন গোষ্ঠির আরবেরা তাঁর সাহায্য করবার জন্য আত্মনিয়োগ করেছে। তাঁর পক্ষে সকলের নাম জানা সম্ভবপর নয়! আমরা চাই আরবের মুক্তি! আরবের স্বাধীনতা!

এইতো মহৎ আদর্শ, ডিক্ সগৌরবে এই কথা কয়টি কহিল—আরবেরা কোনদিন, একতাবদ্ধ হয়নি, এক জাতি, এক মন্ত্র একসঙ্গে কাজ করার যে মহাশক্তি সে শক্তির সন্ধান তাদের অজ্ঞাত ছিল। এই যে রশিদ-বে নির্য্যাতন করতে সক্ষম হলো তার মূলেও সেই একতার অভাব।

জামিলের উচ্চ হাস্তে মরুভূমির বিশাল প্রান্তর প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সে হা-হা করিয়া হাসিয়া কহিল—বা সাবাস্। তবু যদি ষোলজন বেদুইনের সর্দ্দার না হতে!

ডিক্ বলিয়া যাইতে লাগিল—আমরা যদি প্রাণে প্রাণে রক্ষা পাই তবে জেনো আমাদের পুরস্কার মিল্‌বেই। মনে আছে জামিল, আমি তোমাকে বলেছিলাম সেই যে লোহার সিন্দুকের কথা,—যার ভিতর লক্ষ লক্ষ টাকা সঞ্চিত রয়েছে। জানো সে আমি খুঁজে বার্ করতে পার্‌বোই। কে আর সে টাকা দাবী কর্‌বে বলো,—সে টাকা আমাদেরই হবে।

এমনি ভাবে তাহারা দুই জনে কথা বলিতে বলিতে অশ্বারোহণে চলিতে লাগিল। রাত্রির শীতল বায়ু তাহাদের দেহের ক্লান্তি দূর করিয়া দিতেছিল। আকাশের একদিকের উজ্জল তারাটা যখন অস্ত যাইতেছিল ঠিক সেই সময়ে ডিক্ ও জামিল একটা পার্ব্বত্য—প্রদেশে আসিয়া প্রবেশ করিল

জামিল মাথা উচু করিয়া সম্মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—সাম্‌নের দিকে চেয়ে দেখ ?

ডিক্ কহিল—একটা সেতু দেখ্‌তে পাচ্ছি—ঠিক। আমরা আবার রেলপথের কাছে এসে পৌঁছেচি।

হঠাৎ জামিল তাহার অশ্বের রশি সংযত করিয়া স্থিরভাবে পাহাড়ের উপরের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর জামিল তাহার পিস্তল শক্ত করিয়া ধরিয়া উপরের দিকে লক্ষ্য করিল। ডিক্ ও তাহার দেখাদেখি ঐরূপ ভাবে পিস্তল উচু করিয়া শত্রু আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইল। জামিল চুপি চুপি বলিল—এই পাহাড়ের উপরে ও আশে-পাশে লোক আছে।

—তা' ঠিক্। কিন্তু তারা আরবও তো হ'তে পারে ?

—তাহ'লে খানিকটা অপেক্ষা করা যাক্।

তাহারা দুইজনে চুপ করিয়া রহিল, কেহ কোন কথা বলিতেছিলনা এমন সময়ে একটা আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়া গেল। তাহারা যেমন উপরের দিকে এবং আশে-পাশে নজর রাখিতেছিল এমন সময় ভীষণ শব্দে তাহাদের পায়ের নীচের শিলাখণ্ড গুলি কাঁপিয়া উঠিল ও সম্মুখে তাহারা যে সেতুটি দেখিতে পাইয়াছিল সেই সেতুটি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল। ডিক্ ও জামিল দুইজনেই বুঝিতে পারিল যে কেহ ঐ সেতুর নীচে বিস্ফোরক পুতিয়া রাখিয়াছিল এবং তাহারই ফলে ঐ সেতুটি ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং তাহাদের পায়ের তলার শিলাস্তূপ ও আশেপাশের ভূমিখণ্ড ভূমিকম্পের মত বেগে দুলিতেছিল। বিদ্যুতের মত বেগে দুইজনে অতি কৌশলে দূরে সরিয়া আসিল। ঘোড়া দুইটিও প্রাণরক্ষার জন্য সেই প্রস্তরাকীর্ণ পথেও অতি বেগে ছুটিয়া চলিল। তাহারা যেমন একটা খোলা জায়গায় আসিয়া পড়িল এমন সময় কোথা হইতে যেন সেই অন্ধকারের রাজ্য হইতে কতকগুলি সশস্ত্র ব্যক্তি তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। অন্ধকার রাত্রিতে মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত কালো পোষাকে ঢাকা এই মানুষগুলিকে মরুভূমির দৈত্য বলিয়াই ভুল হইতেছিল। সেই গভীর অন্ধকারের মধ্যেও তাহাদের হাতের তীক্ষ্ণধার ছোরা, তরোয়াল এবং বন্দুক নক্ষত্রের ক্ষীণ আলোকে ঝিক্‌মিক্ করিয়া জ্বলিতেছিল।

ডিক্ অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বলিতেছিল—আমরা বন্ধু! আমরা বন্ধু!

জামিল ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িয়াছিল সে বৃথাই—'আবিল্লা', 'আবিল্লা' বলিয়া চীৎকার করিতেছিল।

ডিক্‌কে পিছন হইতে কয়েকটি লোক ধরিয়া ফেলিয়াছিল। একজন লোক ডিকের পা ধরিয়া টানিয়া তাহাকে ঘোড়া হইতে নামাইল, আর একজন তাহার হাত হইতে পিস্তলটা কাড়িয়া লইল—আর একজন তাহার গলা শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিল। তাহারা তাহাকে এমন ভাবে আক্রমণ করিয়াছিল যে ডিক্ কোনরকমেই তাহাদের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিল না।

ডিক্ উন্মত্তের মত চীৎকার করিয়া বলিতেছিল—আমি ইংরাজ, আমি তোমাদের বন্ধু—শত্রু নই সত্যি কথা বল্‌ছি।

ঘটনাটা হয়তো আরও ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়াইত—এমন সময় ঐ দলের মধ্য হইতে একজন সম্পূর্ণ সাদা পোষাক পরা দীর্ঘকায় ব্যক্তি অন্ধকার হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহার দুই চক্ষু অন্ধকারের ভিতরও যেন জ্বলিতেছিল আর সেই দৃষ্টির ভিতর ছিল অপূর্ব্ব এক আকর্ষণী শক্তি।

পলকমধ্যে অন্যান্য লোকেরা সব অন্ধকারের মধ্যে কোথায় যেন মিলাইয়া গেল। এই নবাগত ব্যক্তিটি তরোয়ালের বাঁটের উপর হাত রাখিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ডিকের দিকে চাহিয়া গম্ভীর ভাবে বজ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—তোমার নাম?

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

অই শোন ঘন ঘন ভেরীর আওয়াজ

ডিক্ বহুকাল পরে মাতৃভাষায় প্রশ্ন শুনিয়া প্রাণের মধ্যে অপূর্ব্ব আনন্দানুভব করিল। তাহার শিরায় শিরায় যেন একটা পুলক শিহরণ জাগিয়া উঠিয়াছিল। সে মনে মনে ভাবিতেছিল—কে ইনি? তবে কি আরবের মুক্তিকামী ইনিই লরেন্স?

এইবার সেই ব্যক্তি আরব্য ভাষায় প্রশ্ন করিল—তুমি কে? তোমার নাম কি? তুমি কেন এখানে এসেছো? তোমার কি উদ্দেশ্য?

ডিক্ আরব্য ভাষায় সব কথা বুঝাইয়া বলিল এবং কহিল—আমরা এল্-ক্রীমকে সংবাদ দিতে এসেছি যে তুর্কীরা তাকে ধরবার জন্য এদিকে ছুটে আসছে। তোমার কাছে আমি আর বেশী কথা বল্‌তে চাইনা। আমি স্বয়ং এল্-ক্রীমের সঙ্গে দেখা কর্‌তে চাই।

—আমার মনে হয়না যে এল্‌ক্রীম তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌বেন। তোমার যা ব'লবার আছে তা তুমি নিঃসন্দেহে আমার কাছে ব'লতে পারো। আমিই তার প্রতিনিধি।

ডিকের মনে কেমন একটা সন্দেহ হইল। জামিলের কাছে এই লোকটির কথা একেবারেই ভাল লাগিতেছিল না।

ঐ লোকটির মুখের এক কোণে কেমন একটা কৌতুকের হাসি মিলাইয়া গেল। এইবার সে কি যেন ইঙ্গিত করিল অমনি কয়েকজন লোক সেখানে ছুটিয়া আসিল। তাহার ইঙ্গিতে ডিক্ ও জামিল দুই জনেই মুক্ত হইল। ডিক্ পূর্ব্বেরই মত বলিতে লাগিল—তুর্কীরা এল্‌ক্রীমকে আক্রমণ কর্‌বার জন্য ছু'টে আস্‌ছে। তা়দের দলে তিন চার সৈন্য-বাহিনী হবে।—আমি সেজন্য প্রস্তুত আছি।

—তাহ'লে তুমি—ডিক্ আস্তে আস্তে বলিল—এল্‌ক্রীম্।

—আমি তার ভৃত্য মাত্র। তবে আমি অন্য লোকদের চেয়ে তাঁর সম্বন্ধে অনেক বেশী কিছু জানি। আর এ-কথাও তিনি জানেন জামিলও তুমি কি করেছ? তারপর ডিকের দিকে চাহিয়া কহিল—বালক, তোমার মত সাহসী যোদ্ধা এল্‌ক্রীমের দলে একজনও নেই।

এই প্রশংসায় ডিকের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

—কিন্তু জেনো আমাদের আর বিলম্বের সময় নেই। তোমাদের বিশ্রাম করবার সুযোগ হবে না। আমাদের সম্মুখে এখন ভয়ানক বিপদ!

এমন সময়ে বন্দুকের শব্দে সেই নিস্তব্ধ মরুভূমি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সেই লোকটি চীৎকার করিয়া কহিল—আমরা শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়েছি।—এইবার সকলে উটের পিঠে চড়, আর সময় নেই।

ডিকের কাছে মনে হইতেছিল সবই যেন স্বপ্ন। কিন্তু এইবার সকলে অতি দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। ডিক্ বুঝিতে পারিল যে এই দলে এক হাজারের বেশী আরব নাই। তাহারা অনেকটা দূরে যাইয়া যখন একটি নিরাপদ স্থানে আসিয়া পৌঁছিল তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছিল। সেই ক্ষীণ আলোকে ডিক্ লোকটিকে লক্ষ্য করিল—কে এ লোকটি যে সমান ভাবে ইংরাজী ও আরব্য ভাষায় কথা বলিতে পারে। কিন্তু

তাঁহাকে আর দেখা গেল না। ডিক্ দেখিল দুইজন লোক তাহার দিকে আসিতেছে—একজন জামিল। জামিল ডিকের কাছে আসিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—আমাদের এখনি ফৈসেলের সঙ্গে দেখা কর্‌তে হবে।

ডিক্ একটু নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। তাহার ফৈসেলকে দেখিবার জন্য যতটা না আগ্রহ ছিল তাহার চেয়ে অনেক বেশী ঔৎসুক্য ছিল সেই লোকটিকে দেখিতে, যেই লোকটির সঙ্গে সম্পূর্ণ অতর্কিত ভাবে তাহাদের দেখা হইয়াছে। এই যে, যে লোকটির মাথায় আরবদিগকে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করিবার কল্পনা জাগিয়াছিল কে সে? কেমন সে লোকটি?

ফৈসেল্ তাঁবুর ভিতরে দাঁড়াইয়াছিলেন। দীর্ঘকায়, সবল দেহ বেশ হাড়ে মাসে গড়া চেহারা কিন্তু স্থূলকায় নহেন। চক্ষু দুইটি তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল। ভবিষ্যতে যিনি ইরাকের রাজা হইবেন তাঁহার চেহারার ভিতরেও সেইরূপ একটা রাজকীয় প্রতিভার প্রকাশ পাইতেছিল। তাঁহার গতিভঙ্গী এবং প্রশস্ত বক্ষ দেখিয়া অতি সহজেই তাহাকে পুরুষ-ব্যাঘ্র নামে অভিহিত করা যায়। ফৈসেল তাহাদিগকে বসিতে বলিলেন। তারপর নিজে মেজের উপর বিস্তৃত একটি গালিচার উপরে বসিলেন। ফৈসেল বেশ আনন্দ ও উৎসাহের সহিত কহিলেন—তুর্কীরা প্রায় পরাজিত। তবে এখন শেষ কিছু বলা যায় না।

তারপর জামিলের দিকে চাহিয়া বলিলেন—তুমি সেই শুভদিনের আগমন পর্য্যন্ত বেঁচে থাক্‌বে এ আমি আশা করি।

জামিল সে কথার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া কহিল—আমরা কেন দুইজনে এদিক পানে ছুটে এসেছি জানেন? শুধু আপনাদের কাছে এই সংবাদটি পৌঁছিয়ে দিতে যে শত্রুরা এদিকে আক্রমণ কর্‌বার জন্য ছুটে আস্‌ছে।

ফৈসেল এবার গম্ভীর ভাবে কহিলেন—কোন্ দিক্ থেকে বল্‌তে পারো?

জামিল কহিল—দক্ষিণ দিক্ থেকে। ফৈসেল জামিলের কথা শুনিলেন। কিন্তু তাঁহার মুখে কোনরূপ ভয়ের চিহ্ন দেখা গেল না। তিনি নির্ভীকভাবে একটু হাসিয়া বলিলেন—সে আমি জান্‌তাম। কিন্তু আমরা তিন দিনের ভিতর ডামাস্কাসে গিয়ে পৌঁছবো।

জামিল আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—আবিল্লা! এ কি করে সম্ভব হবে?

ডিক্ ও এই কথা যেন বিশ্বাস করিতে চাহিতেছিল না।

ফৈসেল তখন একে একে কি ভাবে কেমন করিয়া তুর্কীদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া তাঁহারা বিজয়ের পথে অগ্রসর হইয়াছেন তাহা প্রকাশ করিলেন। ফৈসেল আরও বলিলেন—তুর্কীরা এখন আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আকাশে, সমুদ্রে এবং স্থলপথে সর্ব্বত্রই ব্রিটিশ, অষ্ট্রেলিয়া এবং ভারতীয় সৈন্যদের আক্রমণে তুর্কীরা বিপন্ন হ'য়ে পড়েছে, কাজেই তাদের এমন সাধ্য নাই আরবের এই স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রতিরোধী হয়ে আরবদিগকে বাধা দিতে পারে।

ডিক্ কহিল—তবে আমাদের কি কিছু কর্‌বার নেই—না?

ফৈসেল বলিলেন—কিছুদিন অপেক্ষা কর্‌তে হবে। কাল আমাদের একদল সৈন্য এসে পড়্‌বে, তখন আমরা স্থির কর্‌বো কি ভাবে কোন্ পথে আমাদের অগ্রসর হ'তে হবে।

—আমরা যুদ্ধ কর্‌বো।—জামিল ও ডিক্ একসঙ্গে বলে' উঠিল।

ফৈসেল হাসিয়া বলিলেন—তোমরা সাহসী, তোমরা নির্ভীক, তোমরা বীর। আল্লা, শেষ পর্য্যন্ত আমাদের বিজয়ী দেখবার জন্য তোমাদের বাঁচিয়ে রাখুন। আমি বিশ্বাস করি আমরা আবার এক জাতি হবো। আবার আমাদের দেশ আমাদের হাতে আস্‌বে।

এমন সময় ফৈসেল তাহার হাতের তরোয়ালখানি উপরের দিকে তুলিয়া আবার নামাইয়া মাটীতে প্রোথিত করিলেন। ডিক্ এই কৌশলটুকু বুঝিলেন যে এইবার তাহাদের প্রস্থান করিবার পালা।

ফৈসেল, ডিক্ ও জামিলকে বিদায় দিবার সময় বলিলেন—বিধাতা তোমাদের শান্তি দিন!

তাহারাও একসঙ্গে বলিল—বিধাতা আপনার উপর দয়া বর্ষণ করুন!

দুইজনে বাহিরে আসিল, কোথা দিয়া, কেমন করিয়া দিন চলিয়া গেল তাহা তাহারা বুঝিল না। প্রতিদিনের মত আজও আকাশে তারাগুলি তাহাদের মাথার উপর জ্বলিতেছিল। মরুভূমির ঢেউ খেলানো বুকের উপর তাঁবুগুলি ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। শীতল বাতাস বহিতেছিল। বেদুইনেরা গায়ে কাপড় জড়াইয়া মরার মত সারি সারি বালুকা শয্যায় শুইয়া পড়িয়াছিল। আর অতি দূর হইতে তাহাদের কানে আসিয়া পৌঁছিতেছিল বন্দুকের শব্দ।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

স্বাধীন আরব

ফৈসেলের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণ ভাবে সফল হইল না। সৈন্যেরা আবার যাত্রা আরম্ভ করিল। তাহারা আগে দেরা দখল করিয়া পরে ডামাস্কাসের দিকে যাইবে ইহাই স্থির হইয়াছিল। একবার যদি তুর্কীদের সুরক্ষিত দেরা দখলে আসে তাহা হইলে অন্যদিকে অগ্রসর হইবার পক্ষে কোন বাধা হইবে না।

জামিল ও তাহার সঙ্গীরা দেরার দিকে চলিল। দূর হইতে দেখা যাইতেছিল আকাশ যেন ধোঁয়ায় ঢাকিয়া গিয়াছে। যতই তাহারা অগ্রসর হইতে লাগিল ততই যেন একটা অস্বাভাবিক দৃশ্য আসিয়া তাহাদের হৃদয় ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। এখানে আসিয়া ফৈসেলের কাছে তাহারা জানিতে পারিয়াছিল যে তুর্কীরা ক্রমশঃ

পরাজিত হইয়া হটিয়া যাইতেছে। এইবার তাহারা চলিতে চলিতে দেরাতে আসিয়া ব্রিটিশ সৈনিকদের সহিত যোগদান করিল, তাহার সঙ্গে জামিলও ছিল। ডিকের ইচ্ছা ছিল না যে তাহার পরিচয় কোনরূপে প্রকাশ পায়। এইবার তাহাদের শেষ বারের মত যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

* * * * * *

মরুভূমির বিশাল বিস্তারের মধ্যে সাপের মত আঁকিয়া-বাঁকিয়া রেলপথ চলিয়াছে। ডান দিকে ছোট ছোট পাহাড়ের সারি বহুদূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে—আর সেই পাহাড়ের সম্মুখে ও পশ্চাতে তিন হাজারের উপর সৈন্য অবস্থিত। এই সমুদয় সৈন্যেরা সকলেই তুর্কী সৈন্য। এইবার তাহারা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতেছিল।

যুদ্ধে পরাজিত হইয়া হটিয়া যাইতেছে

ডিক্ এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিতেছিল। তুর্কীদের মত সুসজ্জিত সৈনিকদলকে আরবদের মত মলিন পোষাক পরা এবং তেমন ভাবে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সৈন্য না হইয়াও কি ভাবে পরাজিত করিয়াছে তাহা সে ভাবিয়া উঠিতে পারিল না। ডিক্

জামিলের দিকে চাহিল। জামিল যুদ্ধের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। সে ভাবিতে-ছিল এই পলায়নপর তুর্কীদের কেমন করিয়া আক্রমণ করা যায়। সে তাহার উটের পিঠ হইতে বন্দুকটি আকাশের দিকে তুলিল, তারপর ডিকের দিকে চাহিয়া কহিল—আমি সত্যি বল্‌ছি সর্দ্দার, এই সেই দল—যারা আমাদের অনুসরণ কর্‌ছিল। জামিলের পশ্চাতে সারি সারি উটের দল। সেই সব উটের উপর বেদুইনেরা লম্বা লম্বা বর্শা হাতে করিয়া শত্রুকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল আর 'টাল্লা, টাল্লা' করিয়া বিকট রবে যুদ্ধের চীৎকার করিতেছিল।

তুর্কীরা হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল। যাহারা পলাইতেছিল তুর্কী সেনাপতিরা তাহা-দিগকে গুলি করিয়া মারিতেছিল।

ভয়ঙ্কর রবে তুর্কীদের পক্ষ হইতে কামান গর্জ্জন করিয়া উঠিল। আরব সৈনিকেরা কিছু কালের জন্য কি যে করিবে তাহাই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না। ডিক্ ও জামিল অসাধারণ ধৈর্য্য ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সহিত আরবদের পিছু হটিয়া যাইতে আদেশ করিল। ডিক্ যে ঘোড়ায় চড়িয়া যুদ্ধ করিয়াছিল সে ঘোড়াটি একটা গুলির ঘায়ে মাটিতে পড়িয়া গেল। ডিক্ ও সঙ্গে সঙ্গে অচৈতন্য অবস্থায় বালির মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিল। কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য নয়—প্রায় ঘণ্টাখানেক ডিক্ মাটিতে অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়াছিল।

গভীর অন্ধকার রাত্রি। আকাশের গুটিকয়েক তারা ছাড়া আর কিছুই দেখা যাইতেছিল না। চারিদিকে একটা গভীর নিস্তব্ধতা বিদ্যমান ছিল। ডিকের যখন জ্ঞান হইল তখন সে অনুভব করিল তাহার পা দুইটি যেন অচল হইয়া গিয়াছে, আর সেই পায়ের উপরে একটা মরা ঘোড়া পড়িয়া আছে। সে মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা ও বেদনা অনুভব করিতেছিল। সে লক্ষ্য করিয়া দেখিল তাহার মাথাটা একটা মরা উটের বুকের উপর রহিয়াছে। আর চারিদিকে মৃতের পর মৃত দেহ স্তূপাকৃতি হইয়া রহিয়াছে।

অন্ধকারের ভিতর মৃতের মাংসলোভী পশু পক্ষীর চোখগুলি আগুনের মত জ্বলিতে-ছিল। দুইটা শকুনি একটি মৃত দেহের কাছে পরস্পরে পাখার ঝাপটা মারিয়া ঝগড়া

করিতেছিল। আর তাহার অতি কাছে একটা শৃগাল একটা মরার হাত কড়্মড়্ করিয়া চিবাইয়া খাইতেছিল।

ডিকের হৃদয় ও মন ভয়ে এবং বিস্ময়ে শিহরিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল এই ভীষণ রণক্ষেত্রে বুঝি সে একমাত্র জীবিত প্রাণী, আর সকলই মৃত্যুর কবলে পড়িয়া কে জানে কোন্ দেশে চলিয়া গিয়াছে। ডিকের মনে হইতেছিল সে কি পৃথিবীর এ-পারে না ও-পারে ?

হঠাৎ সে কিসের যেন একটা শব্দে চমকিয়া উঠিল। পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল একজন আরব। তার পর একটু লক্ষ্য করিতেই বুঝিতে পারিল আরব নয় ! একজন তুর্কী তাহার তরোয়াল খুলিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। ডিক্ মৃত্যুর সেই কালোদেশে আপনাকে একান্ত অসহায় মনে করিয়া চাহিয়া দেখিল এই তুর্কী আর কেহই নহে স্বয়ং রশিদ-বে।

কেমন করিয়া তুর্কী সেনাপতি রশিদ-বে এখানে আসিল তাহা সে বুঝিয়াই উঠিতে পারিল না। যে দুর্দ্ধর্ষ ব্যক্তি জিবার এবং হাজাব সহর ধ্বংস করিয়াছে—আরবের শত শত পল্লী আগুন জ্বালাইয়া নষ্ট করিয়া দিয়াছে। আজ এই মৃতের রাজ্যে তাহার সহিতই কিনা ডিকের মুখোমুখি দেখা হইয়া গেল !

এমন সময় দেখা গেল কোথা হইতে যেন একজন বেদুইন ছুটিয়া আসিয়া রশিদ-বে'কে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিল। রশিদ ফিরিয়া দাঁড়াইল কিন্তু সে আত্ম-রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে সেই আরব তাহার বুকে ছোরা বসাইয়া দিল। একান্ত নিষ্ঠুরের মত সে একবার নয় দুইবার র'শিদ-বেকে ছোরা-দ্বারা আঘাত করিল। সামান্য একটু করুণ চীৎকার, তারপর প্রস্রবণের ধারার মত চারিদিকে রক্ত ছড়াইয়া পড়িল। রশিদ-বে চিরদিনের জন্য চক্ষু বুজিল।

আবার খানিক পরে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের শব্দে আকাশ ও বাতাস প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। ডিক্ সম্পূর্ণ অতর্কিত ভাবে আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল—কে যেন আকাশে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে !

—চল ডামাস্কাসের দিকে যাই। কে যেন অতি পরিচিত স্বরে তাহাকে এই কথা

কয়টি বলিল। ডিক্ চাহিয়া দেখিল তাহার দিকে জামিল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। আরব ও তুর্কীদলের সঙ্গে যখন সংঘর্ষ চলিতেছিল তখন কি ভাবে কোথায় জামিল অন্তর্হিত হইয়াছিল তাহা সে জানিতে পারে নাই।

ডিক্ এবং জামিল উভয়েই এই যুদ্ধে গুরুতররূপে আহত হইয়াছিল; তবু তাহারা পরদিন রণক্ষেত্রে দুইটি ঘোড়া সংগ্রহ করিয়া ডামাস্কাসের দিকে রওনা হইল।

এতদিন পর্য্যন্ত দেরা সহরটি তুর্কী ও জার্মানদের হাতে ছিল। তুর্কী ও জার্মানরা সহর ছাড়িয়া যাইবার সময় সহরটিকে একেবারে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিয়া গিয়াছিল।

আরবদের এই স্বাধীনতা-সংগ্রামে যাহারা যোগ দিয়াছিল তাহাদের প্রাণে আজ কি আনন্দ! বিজয়ের গৌরব-টিকা আজ বিধাতা তাহাদের ললাটে পরাইয়া দিয়াছেন। আজ আর তাহারা তুর্কীর পদানত নয়! আজ আরবেরা নিজের হাতে নিজ দেশ শাসন করিবে। কি সে আনন্দ!

* * * * * *

ডিক্ ডামাস্কাস্ সহর দেখিয়া মুগ্ধ হইল। সত্যই যেন আরব্যোপন্যাসের একটি স্বপ্নময় নগরী। বড় বড় রাস্তা, মস্‌জিদে, মিনারে, সবুজ-তরুলতা-ফুলফলে-শোভিত উদ্যানে এই নগরী সকলের মন মুগ্ধ করিয়াছিল। বিজয়-উৎসবে নগরী আজ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। রাস্তায় রাস্তায় নিশান উড়িতেছে, ফুলের মালা শোভা পাইতেছে। জয়ধ্বনি করিতে করিতে নাগরিকেরা সব পথ দিয়া চলিয়াছে।

স্বাধীনতা ! বিজয়! স্বাধীনতা! পথ দিয়া বিজয়ী সৈনিকদল বীরগর্ব্বে যাইতেছিল। ভারতীয় সৈনিকেরা, বাঙ্গালী সৈনিকেরা আরবের বিভিন্ন জাতীয় সৈনিকগণ, বেদুইনেরা, ইংরেজ ঔপনিবেশিক সৈনিকেরা সকলে দলবদ্ধ হইয়া পথ দিয়া চলিতেছিল। বাজ্‌না বাজিতেছিল। অশ্বারোহী, উষ্ট্রারোহী সৈনিকেরা এবং নানা রং-বেরংয়ের টুপী পরা ও পোষাক-পরা সৈন্যাধ্যক্ষগণ মোটরগাড়ীতে চড়িয়া এই শোভাযাত্রার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিলেন।

সকলের পশ্চাতে একখানা মোটরগাড়ীতে সাদা পোষাক পরা একজন

ভদ্রলোক যাইতেছিলেন। তিনি যে জাতিতে ইংরাজ তাহা দেখিয়াই বুঝা যাইতেছিল। সূর্য্যের প্রখর তাপে তাঁহার মুখ কালো হইয়া গিয়াছে। এই ভদ্রলোকটি ধীর গম্ভীর ভাবে পথের দুই দিকের ঘন জনতার প্রতি কৌতূহলভরে চাহিতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে জনতার আনন্দ-চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অভিবাদন পরম সমাদরে হাসিমুখে গ্রহণ করিতেছিলেন।

ডিক্ ভাবিতেছিল কে এই ভদ্রলোকটি সমগ্র আরব দেশের লোকেরা যাহার প্রতি এমনভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছে? তাহার মনে পড়িল সেই হেজাজ পাহাড়ের কথা। মনে পড়িল তাহার কাকার কথা. মনে পড়িল তাহার বিপদের বন্ধু কাশিমের কথা, আর জামিল, আজও সে বাঁচিয়া আছে একান্ত সৌভাগ্য তাহার। তাহার মনে আর একটি প্রশ্ন জাগিয়া উঠিয়াছিল। কেমন সেই শক্তিধর, যাহার অসাধারণ শক্তি প্রভাবে আরব-বেদুইনের মত দুর্দ্ধর্ষ জাতিরা আজ ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হইয়া এক জাতিতে পরিণত হইয়াছে।

ডিকের চক্ষু দুইটি অশ্রুসিক্ত হইল। তাহার মনে আজ কাকার কথা এবং কাশিমের কথাই বিশেষ করিয়া জাগিতেছিল। ডিক্ ভাবিল সে যে এত বিপদের মধ্যে পড়িয়াও আজ জীবিত, তাহার মধ্যে কে জানে বিধাতার কি ইঙ্গিত রহিয়াছে। এখন সে কি করিবে?

তাহার মনে হইল সেই যে পাহাড়ের গায়ে জলের উৎস ধারার কাছে সিন্দুক ভরা টাকা পুতিয়া রাখিয়া আসিয়াছে, সেখানে একবার গেলেইত সেই গুপ্তধন ফিরিয়া পাইতে পারে। কিন্তু তারপর?

সে আপনার মনে মাথা নাড়িতে লাগিল। খেলা শেষ হইয়াছে। সে যখন ছিল বালক তখন এই ভীষণ অগ্নির খেলার মধ্যে আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, আর আজ সে যুবক। জামিল তাহার পাশে একটা সাদা ঘোড়ার পিঠে বসিয়াছিল। রাজপথের দুইধার হইতে পুরমহিলারা পুষ্পবৃষ্টি করিতেছিলেন। শিশি উজার করিয়া সুগন্ধদ্রব্য তাহাদের মাথার উপরে ছড়াইয়া দিতেছিলেন, আর সকলের কণ্ঠে কণ্ঠে একই বাণী ধ্বনিয়া উঠিতেছিল—জয়, জয়, স্বাধীনতার জয়!

জনতার বিজয়-রবে ডিকের শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্তধারা প্রবাহিত হইয়াছিল। তাহার মনের মধ্যে যাহা কিছু অশান্তি এবং বেদনা অনুভূত হইয়াছিল মুহূর্ত্তমধ্যে সে-সকল কোথায় চলিয়া গেল। তাহার মনে হইল এতদিনে একটা মহৎ কাজ সম্পাদিত হইয়াছে। দীর্ঘ রজনীর অবসানে আজ সূর্য্য যেন নবীন আলোকে চারিদিক উদ্ভাসিত করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। সারা পৃথিবীতে আজ শক্তির আনন্দধারা ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

ডামাস্কাসের বিরাট মস্‌জিদের চূড়া হইতে মধুর স্বরে এই অপূর্ব্ব বাণী ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল—"ঈশ্বর ম.. । তিনি মানুষের মঙ্গল বিধান করেন। তিনি নির্য্যাতিতের বন্ধু, পৃথিবীর সকলেরই একমাত্র আশ্রয় ও অবলম্বন। ওহে ডামাস্কাসবাসী, আজ তোমরা সেই মঙ্গলময়ের গুণকীর্ত্তন কর।"

ঈশ্বরের দয়ায় তরবারির অপূর্ব্ব শক্তিতে আরবেরা শত্রু বিজয় করিয়া স্বাধীনতার অমৃত ধারায় অভিষিক্ত হইল।

— সম্পূর্ণ —